উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,০০৩.৮২ (-৭৭৭.৯৪)
নিফটি : ২৩,১১৮.৬০ (-২৭৯.৫০)

ইউপিআই লেনদেনে গ্রাহকের চার্জ নয় ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	২৩°	৩১°	২৪°	৩৩°	২৪°	৩১°	২৪°

হাসিনা-ঘনিষ্ঠ ৭ নেতার মৃত্যুদণ্ড ৭

শিলিগুড়ি ২৯ ভাদ্র ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 16 September 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 120

প্রশাসনের প্রস্তুতি বৈঠকে পদ্ম নেতারা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে 'সেবা সংকল্প অভিযান'। সেদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। দেশজোড়া কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিজেপি। 'সংকল্প অভিযান' পালনে জড়িয়ে পড়েছে প্রশাসনও।

বৃহস্পতিবার এলাহি আয়োজন শিলিগুড়িতে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে গঙ্গার আদলে মহানন্দার ঘাটে আরতি, সবমিলিয়ে প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। মঙ্গলবার সার্কিট হাউসে প্রস্তুতি বৈঠকে বসেছিল মহকুমা প্রশাসন। শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা, পর্যটনমন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন সরকারি আধিকারিক। *এরপর দশের পাতায়*

জগদীশের পদ্ম মন্তব্যে আশাভঙ্গ ঋতব্রতদের

নবনীতা মণ্ডল ও অমৃতা দে

নয়াদিল্লি ও সিতাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : পুরো খেলাটা ঘুরে যাওয়ার বিপদ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ঋতব্রত শিবির। লক্ষ্য ছিল, এনসিপিআই-এর ২০ জন সাংসদকে নিজেদের পক্ষে টেনে লোকসভায় 'আসল তৃণমূল'-এর তকমা হাসিল করা। কিন্তু কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া আচমকা হাটে হাঁড়ি ভাঙায় ঋতব্রত শিবিরের স্বপ্ন কার্যত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ার জোগাড়।

ছাড়তে হল সিতাই, এনসিপিআই সংসারেও অশান্তি

ঋতব্রত শিবির ধরে নিয়েছিল, তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-এর মতো অচেনা দলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ২০ জন সাংসদের ভবিষ্যতের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। জোড়াফুল প্রতীক পেলে এই সাংসদরা তাঁদের ছাতার তলায় চলে আসবেন বলে আশা ছিল ঋতব্রতদের। তাতে সংসদে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ ছিল। অন্যদিকে, 'বিজেপি বিরোধী আসল তৃণমূল' হিসেবে প্রমাণ করার আশায় ছিলেন তাঁরা।

কিন্তু সোমবার জগদীশ যখন দাবি করলেন যে, এনসিপিআই-এর ১৭ জন সাংসদ পদ্ম শিবিরে নাম লেখাতে চলেছেন, তখন সেই আশার বেলুনটা চুপসে যায়। *এরপর দশের পাতায়*

জীবন এখন যেমন। ঘর নেই, স্বপ্ন নেই। খিদের পেটে পেয়ারায় কামড় খুদের। ভূতনিতে। -কল্লোল মজুমদার

ত্রাণশিবিরে আলো ছড়াচ্ছেন মাস্টারমশাই

চারিদিকে জল আর জল। লাটে লেখাপড়া। এমন পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের মুশকিল আসান গৌরাঙ্গ। বিনা পয়সায় পাঠদান করছেন তিনি।

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

ভূতনি, ১৫ সেপ্টেম্বর : ঘরে এখনও কোমরসমান জল। গৌরাঙ্গ মাস্টার তবু ঘর ছেড়ে কোনও ত্রাণশিবিরে ওঠেননি। বাড়ির মধ্যেই উঁচু মাচা তৈরি করে তার ওপরে রয়েছেন। তবে তাঁর ছাত্ররা পরিবারসমেত আশ্রয় নিয়েছে মডেল স্কুলের হস্টেলে। প্রায় ছ'দিন বাদে মঙ্গলবার গৃহশিক্ষক গৌরাঙ্গ মণ্ডল এসেছিলেন মডেল স্কুলের বন্যার্ত শিবিরে। পাপান, বুবাইদের পাশাপাশি পড়ালেন সামশের, লিয়াকতদেরও।

গৌরাঙ্গ মণ্ডল

তবে তার জন্য কোনও পারিশ্রমিক নিচ্ছেন না তিনি। পড়ানোর নেশায় নৌকায় চেপে শংকরতলা ঘাট, ভূতনি ব্রিজ পেরিয়ে মথুরাপুর পর্যন্ত ছোটাছুটি করে আনন্দ পাচ্ছেন তিনি।

গৌরাঙ্গ মণ্ডলের বাড়ি ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডীপুরের উমেশ ঘোষ টোলায়। এই এলাকায় বন্যার জল অপেক্ষাকৃত কম হলেও মথুরাপুরের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রায় ১০ দিন ধরে গৃহবন্দি রয়েছে তাঁর পরিবার। যদিও সরকারি ত্রাণ পৌঁছেছে তাঁদের দুয়ারে। এদিন নৌকায় চেপে ভূতনি ব্রিজের কাছে এসে নামেন তিনি। পরনে হাফপ্যান্ট আর ফুলশার্ট, সূর্যের তাপ থেকে বাঁচতে মাথায় গামছা বাঁধা। তিনি বলেন, 'জলের মধ্যে থাকতে আর ভালো লাগে না, *এরপর দশের পাতায়*

অবিশ্বাস্য! পরস্পরকে জড়িয়ে দুই পড়ুয়ার দেহ

মৃত্যুতেও 'অটুট' বন্ধুত্ব

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : শেষমুহূর্ত অবধি একে অপরকে ছাড়েনি ওরা। ছাড়বে না বলেই বোধহয় কথা দিয়েছিল যেদিন বন্ধুত্বের পথ চলা শুরু হয়েছিল।

ক্লাস শিক্ষক আর সহপাঠীরা বলছিলেন, দুজনের সম্পর্ক বেশ গাঢ় ছিল। বেশিরভাগ সময় একসঙ্গেই নাকি দেখা যেত। টিফিন ভাগাভাগি থেকে খুনশুটি, ক্লাসরুম আর হস্টেলে তৈরি হত ছোট ছোট সব মুহূর্ত। সিক্রেট শেয়ারিং ছিল, অভিমান ছিল, আড়ি-ভাবের রসায়নও ছিল। এই বন্ধুত্ব জীবনের শেষ দিন অবধি টিকিয়ে রাখবে বলে স্থির করেছিল। কিন্তু নিয়তি সঙ্গ দিল না।

মহানন্দা ব্যারেজে নেমে তলিয়ে যাওয়ার দু'দিন পর নিথর দেহ মিলল মালদার সিঙ্গাতলার বাসিন্দা প্রাগজ্যোতি দাস ও বাংলাদেশের নাগরিক মহম্মদ সফিউল হাসান নওসাদের। স্থানীয়রা প্রথম যখন দেখলেন, তখন একজনের দেহ আরেকজনের দেহের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের এক সদস্য পরে বলছিলেন, 'সেই রাতে মহানন্দায় স্রোত ভালোই ছিল। আমরা প্রথমে ভেবেছি, অনেকটা দূর ভেসে গিয়েছে। সবরকমভাবে চেষ্টা চলছিল।'

রবিবার যেখানে ঘটনা ঘটে, সেখান থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে দেহ উদ্ধার হয় মঙ্গলবার। স্থানীয়দের থেকে খবর পেয়ে এনডিআরএফ ও রাজ্য সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা আসেন। এরপর দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ফুলবাড়ি সংলগ্ন জটিয়াকালীর একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়া ছিল প্রাগজ্যোতি ও নওসাদ। এদিন মেডিকেলে ময়নাতদন্তের পর প্রাগজ্যোতির দেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁরা মালদার উদ্দেশে রওনা দেন। মহম্মদ সফিউল হাসান নওসাদের দেহটি বাংলাদেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে এনডিআরএফ-এর দল।

স্কুলের প্রিন্সিপাল বলছিলেন, 'ওই পড়ুয়ার বাবা ভারতে আসার জন্য ভিসার আবেদন করছেন। তাতে সময় লাগবে। নওসাদের ভারতে কয়েকজন অভিভাবক রয়েছেন। তাঁরা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সহ গোটা ঘটনার তথ্য নিয়ে কলকাতায় বাংলাদেশের দূতাবাসে যাবেন। *এরপর দশের পাতায়*

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আপাতত বন্ধ চুকচুকি ও চন্দ্রচূড় নজরমিনার

অবাধ যাতায়াত নয় মূর্তি সেতুতে

পূর্ণেন্দু সরকার ও শুভদীপ শর্মা

জলপাইগুড়ি ও লাটাগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : ছবির মতো সুন্দর পথ। দু-পাশে ঘন জঙ্গল। প্রকৃতি যেন উজাড় করে ঢেলেছে নিজেকে। সেই কারণে মূর্তি সেতু পার হয়ে যাতায়াত ছিল পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। ছয় বছর পর সেই সেতু নির্মাণ শেষ হয়েছে। কিন্তু সবার জন্য আর অবারিত চলাচলের সুযোগ থাকছে না। সেতু না থাকায় এতদিন ওই পথে যাতায়াত বন্ধ থাকার কারণে চন্দ্রচূড় ওয়াচটাওয়ারের সামনে দিয়ে নাগরাকাটার দিকে জলঢাকা সেতু পর্যন্ত রাস্তার দু-ধার ঘন জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে।

আগের তুলনায় ওই জঙ্গলে গন্ডারের বিচরণ বেড়েছে। এলাকাটিতে এখন বাইসন, হরিণ, চিতাবাঘ, হাতির আনাগোনা অনেক বেশি। ওই বন্যপ্রাণীরা যাতে আর বিরক্ত না হয়, সেজন্য নাগরাকাটার দিকে জলঢাকা সেতু পর্যন্ত রাস্তায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর। নাহলে দুর্ঘটনায় বন্যপ্রাণী জখম হতে পারে। মৃত্যুও হতে পারে। আবার মানুষের উপর আক্রমণ করতে পারে বন্যপ্রাণী।

খুনিয়া মোড় থেকে মূর্তি সেতু যাওয়ার যে রাস্তা খোলা রাখবে বন দপ্তর।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জোর দিতে এবং প্রাণহানি আটকাতে মূর্তি সেতু চালু হলেও এই জঙ্গলপথ বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক দ্বিজপ্রতিম সেন। তবে মূর্তি সেতু পার করে চন্দ্রচূড় টাওয়ারের বাঁদিকে খুনিয়া মোড়ের রাস্তা খোলা থাকবে। স্থানীয় বাসিন্দা সুবল ছেত্রীর বক্তব্য, খুনিয়া মোড় দিয়ে নাগরাকাটা ও বানারহাট যেতে একটু ঘুরতে হবে।

যদিও বন্যপ্রাণ সংগঠন স্পোরের মুখপাত্র শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে বন দপ্তরের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের পাশাপাশি মানুষের প্রাণহানি আটকানো অনেক বেশি জরুরি। অন্যদিকে, টানা তিন মাস বর্ষার সময় বন্ধ থাকার পর বুধবার জঙ্গল পর্যটকদের জন্য খোলা হলেও তাঁরা চুকচুকি ও চন্দ্রচূড় নজরমিনারে যেতে পারবেন না। ফলে গরুমারার ওই দুটি আকর্ষণীয় নজরমিনার থেকে বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন পর্যটকরা।

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় থাকা চুকচুকি ও চন্দ্রচূড় নজরমিনার দুটি সংস্কারের জন্য বন্ধ থাকছে। পর্যটন ব্যবসায়ী উজ্জ্বল শীল ওই দুটি নজরমিনার দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, গরুমারার অন্যতম আকর্ষণ বন্যপ্রাণী দেখা। দুটি নজরমিনার বন্ধ থাকায় গরুমারা সেই আকর্ষণ হারাবে। বুধবার জঙ্গল খুলে দেওয়া হলেও লাটাগুড়ি থেকে সাফারি হবে না। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হবে।

মূর্তি সেতু পুজোর আগে পূর্ত দপ্তর উদ্বোধন করলেও বনকর্মী ছাড়া অন্য কারও যাতায়াতের অনুমতি দেবে না বন দপ্তর। তা সত্ত্বেও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে চন্দ্রচূড় ওয়াচটাওয়ারের সামনে দুটি চেকপোস্ট তৈরি করা হবে। এছাড়া ওই রাস্তা ও খুনিয়ার পথে এআই ক্যামেরা বসানো হবে। থাকবে স্পিডোমিটারও। কোনও যানবাহন খুনিয়ার পথেও ২০ কিমির বেশি গতিবেগে চলাচল করতে পারবে না।

দম ফেলার ফুরসত নেই। আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

ধর্ষণের অভিযোগে তাণ্ডব স্কুলে

গাজোল, ১৫ সেপ্টেম্বর : দুই নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত গাজোল। অভিযোগ, দিন দশেক আগে এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করেন দয়াল সিংহ (৫৬)। বিষয়টি জানাজানি হলে দয়াল ওই শিশুকে খুনের হুমকি দেন বলে অভিযোগ। এরপর সোমবার বছর চারেকের আরও এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। দুই ঘটনার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে অভিযুক্ত পলাতক। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত দয়াল সিংহের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

অভিযোগ, প্রথম ঘটনাটি জানার পরও স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিষয়টি পুলিশকে জানাননি। সোমবারের ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবারের তরফে গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। বর্তমানে বছর চারেকের শিশুটি মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এদিকে প্রথম ঘটনার প্রেক্ষিতে ও প্রধান শিক্ষকের ভূমিকার প্রতিবাদে মঙ্গলবার স্কুলে হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, কয়েকজন অভিভাবক ও কিছু বহিরাগত মিলে স্কুলে ঢুকে প্রধান শিক্ষক ও সহ শিক্ষক বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে মারধর করেন। গুরুতর আহত বিশ্বজিৎকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তবে আহত শিক্ষকের বক্তব্য, মারধর অভিভাবকরা তাঁকে করেননি। তাঁর অভিযোগ, স্কুলের পাশে চলা গাঁজার ঠেকের বিরুদ্ধে তিনি সরব হওয়ায় দক্ষ নামে এক ব্যক্তি ও তাঁর ভাই তাঁকে মারধর করেছেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থানায় অভিযোগ করবেন বলে জানান তিনি।

টোটোপাড়ায় রোপওয়ের প্রস্তাব

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৫ সেপ্টেম্বর : ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী ইন্দো-নেপাল ট্যুরিজম মিট মঙ্গলবার শুরু হয়েছে মাদারিহাটের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে। যেখানে মনোজ ছাড়াও এসেছিলেন নেপালের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক মহম্মদ রাকিবুর রহমান। এদিন উভয় দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে মনোজের উপস্থিতিতে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা জানান, মাদারিহাট জামতলা থেকে টোটোপাড়া পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার রোপওয়ে, ভুটানঘাটের সাতরঙা পাহাড়ে যাওয়ার জন্য কালিখোলায় বিকল্প রাস্তা তৈরি সহ ১১টি প্রস্তাব জেলা শাসক ও আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাকে দেওয়া হয়েছে। রোপওয়ে এবং সাতরঙা পাহাড়ে যাওয়ার রাস্তা করার ব্যাপারে মনোজ জানান, তিনি রাজ্য পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবেন। তিনি নিজেও এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন।

এদিন মউ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন নেপালের ট্যুরিজম ফোরাম ঝাপা সংগঠনের সভাপতি উদয়কুমার শ্রেষ্ঠা, সাধারণ সম্পাদক নবীন খরেল, ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা ও সভাপতি গোপাল সন্ন্যাসী। উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াত ও পর্যটনের প্রসারে এই চুক্তি ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও একটি কমিটি গঠন করে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এরমধ্যে গাইড, গাড়ির চালকরাও থাকবেন। চুক্তির মেয়াদ তিন বছর করা হয়েছে।

বিশ্বজিৎ জানান, তাঁরা সাংসদ ও জেলা শাসকের কাছে সংশ্লিষ্ট ১৫ কিলোমিটার রোপওয়ে, সাতরঙা পাহাড়ে যাওয়ার বিকল্প রাস্তা ছাড়াও মাদারিহাট রেলস্টেশনের নামের সঙ্গে জলদাপাড়া যুক্ত করা, মাদারিহাটে আরও দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপ দেওয়ার দাবি তুলেছেন।

মাদারিহাট

এছাড়াও ট্রাইবাল মিউজিয়াম তৈরি, দক্ষিণ খয়েরবাড়ি মিনি চিড়িয়াখানা তৈরির কাজ থমকে আছে। অবিলম্বে সেসব কাজ শুরু করার আবেদন করেছেন তাঁরা।

এদিন ট্যুরিজম ফোরাম ঝাপার সভাপতি উদয়কুমার শ্রেষ্ঠা তাঁদের দেশের পর্যটনকেন্দ্রগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। দুই দেশের মধ্যে পর্যটনের প্রসারে তাঁরা কীভাবে সহযোগিতা করবেন, উল্লেখ করেন সেসবও।

অপরদিকে মনোজ বলেন, 'ডুয়ার্সের পর্যটনের প্রসারে আমাদের প্রচুর পরিকল্পনা রয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী সুভাষিণী চা বাগানের মাঠে সভা করতে আসছেন। সেখানে পর্যটন নিয়ে সুযোগ পেলে তথ্য তুলে ধরব।'

ইন্দো-নেপাল ট্যুরিজম মিট-এ দুই দেশের প্রতিনিধিরা। মাদারিহাটে।

বিষজলে মৃত বলদ

গাজোল, ১৫ সেপ্টেম্বর : জলে-বাতাসে মিশেছে বিষ! আর ঘুণাক্ষরেও তা টের না পেয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাল অবোলা এক প্রাণী। অন্যদিনের মতো রবিবারও আম গাছের গোড়ায় গোরু বেঁধেছিলেন সালাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালুকডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা উদয় প্রামাণিক। জানতেন না, ওই গাছের মালিক ক্ষুদিরাম সরকার গাছ এবং গাছের গোড়ায় বিষ স্প্রে করেছেন। এদিকে, বৃষ্টির জেরে জল জমেছিল গাছের গোড়ায়। দুপুরবেলায় সেই জল খেয়ে ফেলে দুটি বলদ। বিষক্রিয়ায় তার মধ্যে একটি মারা গিয়েছে। এরপরই সোমবার গাজোল থানায় ওই আম গাছের মালিকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন উদয় প্রামাণিক। তদন্তের স্বার্থে মৃত বলদের শেষকৃত্য করেননি উদয়।

মঙ্গলবার পশু চিকিৎসকদের একটি দল নিয়ে গ্রামে পৌঁছোয় পুলিশ। পশু চিকিৎসকেরা মৃত প্রাণীটির ময়নাতদন্ত করেন। কিছু দেহাংশ সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন তাঁরা। উদয়ের বক্তব্য, 'কোথাও বিষ স্প্রে করলে সেকথা জমির মালিক গ্রামবাসীকে জানান। কিন্তু আম গাছে বিষ স্প্রে করার কথা কাউকে জানাননি ক্ষুদিরাম। গাছের গোড়ায় ওই দূষিত জল খেয়ে আমার বলদ মারা গিয়েছে। ক্ষুদিরাম এবং তাঁর ছেলে ছোটন সরকারের নামে গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি আমি। আজ পশু চিকিৎসকেরা মৃত পশুর ময়নাতদন্ত করেন।' অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাজোল থানার পুলিশ।

MALDA ZILLA PARISHAD
32 N.S. Road, Malda - 732101
ABRIDGED NOTICE INVITING

NIT No : 06(e)/MZP/2026-27 (2nd call of NIT No 39(e)/ MZP of 2025-26 & 3rd call of NIT No 03(e)/MZP of 2026-27
On behalf of Malda Zilla Parishad, Tenders are hereby invited by the u/s for one **No. of work in tender.** Last date for submission of Tender is 23.09.2026 (upto 17.30 P.M).
For details of the tender pl. contact office notice board & log on to : **www.malda.gov.in** or **www.tenders.wb.gov.in. maldazillaparishad.in**

Sd/- (Arijit Sarkar)
District Engineer (ZP)

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ১৪.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৬-২৭_২০_ওটি। কাজের নাম : (ক) খরিকুণ্ড ও সারোবাগ স্টেশনে ১ম এফওবি-র ব্যবস্থা সংক্রান্ত এস অ্যান্ড টি এস্টিমেট। (খ) বিজিপি স্টেশনে পিএফ নং ১ এবং পিএফ নং ২ ও ৩-তে একই এফওবি-তে বিদ্যমান সিঁড়িতে ২টি লিফটের ব্যবস্থা সংক্রান্ত এস অ্যান্ড টি এস্টিমেট। (গ) এইএন/বিজিপি-র অধীনে বিজিপি-ডিইউএমকে শাখায় টিকেএলই, ডিডব্লুএলই, বিএইচএলই ও বিআরপিএস স্টেশন এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধার উন্নয়ন। (ঘ) জিজেডএম, জেএমকিউ, কেটিজে, পিএমএরা-এ জল সরবরাহ ও ড্রেনেজ সুবিধা সহ পিএফ সার্ফেস, ওয়াটার বুথ, স্টেশন বিল্ডিংয়ের উন্নয়ন। (ঙ) নোয়াপাড়া, এমপিএলই, এমপিএলআর, পিআরজিজি, বিএইচডব্লু, টিপিএইচ-তে জল সরবরাহ ও ড্রেনেজ সুবিধা সহ পিএফ সার্ফেস, ওয়াটার বুথ স্টেশন, বিল্ডিংয়ের উন্নয়ন। (চ) মালদার অফিসার'স রেলওয়ে কলোনিতে সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যমান: ১,২২,১৫,৪৪৬.২৮ টাকা। বায়নামূল্য: ২,৪৪,৩০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়: ২১.০৯.২০২৬ থেকে ০৫.১০.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের অবস্থান : ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিএসটিই, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদার কার্যালয়।
(MLD-193/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online Tender for Repair & renovation work for conversion Bansraja Sub Center into SSK under Tufanganj-II Block in Coochbehar District vide Tender ref no: DHFWS/CBR/NIeT/CIV/26-27/02 2nd call, are hereby invited by the undersigned. For details please visit the website www.wbtenders.gov.in and www.coochbehar.nic.in and www.wbhealth.gov.in Any corrigendum will published in website only Sd/- CMOH, Cooch Behar.
ICA-T17900(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-N.I.T No - WBIW/EE/COB/e-NIT-12/2026-27
e-Tender (online) vide 3 (Three) Tender ID nos.: • 2026_DTET_5018893_1, • 2026_DTET_5018902_1, • 2026_DTET_5018908_1 are invited by the Principal, Govt. ITI Tung, Darjeeling for Supply, Installation, Testing, & Commissioning of Machineries, Equipment, Instruments, Tools etc. for different trades as per NSQF Compliant syllabus at Govt. ITI Tung. Details information/download/upload will be available from the website: https://tenders.wb.gov.in Publish Date : 27th August, 2026 9:00 A.M. Bid submission Start date (through online) : 1st September, 2026, 10:00 A.M. Bid submission End date (through online) : 28th September, 2026, 2:00 P.M. Sd/- The Principal, Govt. ITI Tung.
ICA-T17935(4)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
The West Bengal Small Industries Development Corporation Ltd.
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
"Shilpa Bhavan", 31, Black Burn Lane, Kolkata - 700012
Notice
WBSIDCL invites e-NITfrom eligible bidders vide no. NIET 8 of 2026-27 for the work of "Balance Civil work of CFC Building at Malda Silk Park, Dist.-Malda" under The WBSIDCL. For NIET8 of 2026-27; Sl no. 1:- Last date of submission of Tender is 01/10/2026 up to 01.00 p.m. Tender ID: 2026_MSMET_1042145_1. For details, log on to https://wbtenders.gov.in & https://www.wbsidcl.in Sd/- Executive Engineer, WBSIDCL.
ICA-T17943(3)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৮২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৮৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

মালদা টাউন–দীঘা–মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

সংশোধনী

০৩৪৬৫/০৩৪৬৬ মালদা টাউন–দীঘা–মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনের চলাচল সম্পর্কিত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষকিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ০৩৪৬৬ দীঘা–মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনের চলাচলের তারিখ/দিন ১৭.১০, ২৪.১০, ৩১.১০, ০৭.১১, ১৪.১১, ২১.১১ ও ২৮.১১.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ৭ ট্রিপ পড়তে হবে। অন্যান্য সকল তথ্যাদি অপরিবর্তিত থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

আগ্রহ প্রকাশ (ইওআই)

কারিগরী বিশেষ দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যোগ্য / ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠান, উৎপাদক, এজেন্সী এবং অন্যান্য উপযুক্ত সত্তা থাকাদের পক্ষ থেকে ইওআই-তে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।
এই ইওআই-টি সংসৃস্ট ভাবে **"সম্পূর্ণ পুনঃনির্মাণ, উৎপাদন, টেস্টিং, সম্পাদন এবং অর্পন হতে হবে ওয়ান হেরিটেজ ক-শ্রেণী স্টীম লোকোমটিভ"।**
এই ইওআই-টি প্রাপ্যতা এবং সক্ষমতা থাকা উপযুক্ত এজেন্সীকে মূল্যায়ন করে অঙ্গীকারের সীদ্ধান্ত হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ের হেরীটেজ ক - শ্রেণী স্টীম লোকোমটিভ-এর আসাদন/উৎপাদন সম্পর্কীয় কর্মপন্থা মনস্থ করা হবে।
নিম্নলিখিত হিসাবে বিস্তারিত প্রকাশিতঃ
১। ইওআই নং. তারিখসহঃ এম/টিডি/০১/ক্লাস/এ তারিখ ০৪-০৯-২০২৬
২। প্রস্তাব জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখঃ ০৯/১০/২০২৬
৩। সম্পূর্ণ ডাক ঠিকানাঃ এডিএমই/তিনধরিয়া-এর কার্যালয়, হীল কার্ট রোড, তিনধরিয়া -৭৩৪২২৩।
৪। ইমেল আইডিঃ Director.dhr@gmail.com & adme.tdh@gmail.com
উক্ত ইওআই-এর কার্য পরিধি, যোগ্যতার মাপকাঠি, কারিগরী আবশ্যকতা, অভিজ্ঞতার আবশ্যকতা, জমা দেওয়ার পদ্ধতি এবং অন্যান্য শর্ত ও নিয়মাবলী সম্পর্কীয় দস্তাবেজ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in →News & Updates →Notification -তে আপলোড করা হয়েছে।
ডাইরেক্টর, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, কার্শিয়াং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মাল্টি-ফাংশনাল কমপ্লেক্স, মেডিক্যাল স্টোর, স্যার্ল পরিষেবা, ক্লোক রুম, এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, বিজ্ঞাপন বোর্ডের (ওওএইচ) জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। (১) **মিস-স্ট্যাটিক পরিষেবা - অকশন ক্যাটালগ নং : এনএফআর-মিস-এমএলডিটি-৩। অকশন শুরু :** ২৫.০৯.২০২৬, সকাল ১১টা। **সিকোয়েন্স নং., লট নং, শ্রেণী, স্টেশন** নিম্নলিখিতমতো: এএ/১, এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-মেডএসটিএন-১০৬-২৬-১, মেডিক্যাল স্টোর, বারহারওয়া। এবি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসএস-১০৫-২৬-১, স্যার্ল, বারহারওয়া। এসি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-এনএফকে-এমএফসি-১০৪-২৬-১, মাল্টি-ফাংশনাল কমপ্লেক্স, নিউ ফরাক্কা। এসি/২, এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এমএফসি-১০৭-২৬-১, মাল্টি-ফাংশনাল কমপ্লেক্স, জামালপুর। (২) **মিস-স্ট্যাটিক পরিষেবা -অকশন ক্যাটালগ নং : ক্লোক-বিজিপি-এমএলডিটি। অকশন শুরু :** ২৫.০৯.২০২৬, সকাল ১১টা। **সিকোয়েন্স নং., লট নং/ শ্রেণী, স্টেশন** নিম্নলিখিতমতো: এএ/১, পিএনইউ-এমএলডিটি-বিজিপি-ডব্লুআরএল-৭০-২৬-১, ভাগলপুর। (৩) **এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ -অকশন ক্যাটালগ নং : এসিডব্লুএল-এমএলডিটি-২৬-২। অকশন শুরু :** ২৮.০৯.২০২৬, সকাল ১১টা। **সিকোয়েন্স নং., লট নং/ শ্রেণী, স্টেশন** নিম্নলিখিতমতো: এএ/১, পিএনইউ-এমএলডিটি-জেআরএলই-ডব্লুআরএল-৭১-২৬-১, জঙ্গীপুর। (৪) **বিজ্ঞাপন বোর্ড (ওওএইচ) -অকশন ক্যাটালগ নং : এডিভিটি-এমএলডিটি-২৬-০২। অকশন শুরু :** ২৮.০৯.২০২৬, সকাল ১১টা। **সিকোয়েন্স নং., লট নং/শ্রেণী, স্টেশন** নিম্নলিখিতমতো: এএ/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএইচ-২৩৯-২৬-১, মালদা টাউন। এএ/২, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৬-২৬-১, ভাগলপুর। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-194/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভাড়া

Godown available for rent in Patiram Jote, Near Chaurangi More. 4500 sq ft & 750 sq ft. Contact:- 9910927977, 9832584604.
(C/123551)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
1) Bid reference no. - NIT Reference No.:-WBMSCL/NIT-772/2026. Dated -14/09/2026. West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the work "DISPOSAL OF LEGACY WASTES MIXED UP WITH BIO-MEDICAL WASTE DISPOSALS AT ALIPURDUAR DISTRICT HOSPITAL, ALIPURDUAR, WEST BENGAL (Phase-II)" Last date of submission of bid (online) -09.10..2026 up to 3:00 PM. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.tenders.wb.gov.in on 16.09.2026 at 11:00 AM request for Clarification, if any, may be sent to eewbmscl.krishnajit@gmail.com Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary to the Govt. of West Bengal.
ICA-T17913(3)/2026

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এপি/ইএল/০৭/২৬-২৭; তারিখ: ০১-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **কাজের নাম :** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে - আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল কাজ:- ২ বছরের সময়কালের জন্য ট্রেন নং ১৫৪৮৩/৮৪ এস. এম এক্সপ্রেসের পাওয়ার কার এসকর্টিং সহ ডিজেল ইঞ্জিন এবং এর অল্টারনেটরের শিডিউল মেইনটেন্যান্স কাজের জন্য পাওয়ার কারে কামিন্স মেকের ৫০০ কেভিএ ডিজি সেটের পিওএমসি। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ২,৪৬,৩৬,৯২৬.৭৭/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৭৩,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।
ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি)/আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মেরামত, রং করা ও আনুষঙ্গিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি./৪৪ অফ ২০২৬; তারিখ : ১০-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** দার্জিলিং-এ:- এডিইএন/দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের অধীনে দার্জিলিং হলিডে হোম, রানিং রুমের মেরামত ও রং করা সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,০৮,৮৩,৬৫৫.৭৯/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি :** ২,১৭,৭০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৮-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কর্মখালি

পার্লারের কাজের জন্য নেপালি/বাঙালি মহিলা স্টাফ চাই। শিলিগুড়ি। M : 8617333562. (C/123842)

•

বাড়িতে কাজের জন্য ভালো রান্না, ঘরের কাজ জানা সক্ষম, দিনরাত থাকবে, মহিলা লাগবে (২৪ ঘণ্টা থাকতে হবে)। বেতন সাক্ষাতে। 9832066361. (C/123850)

অ্যাফিডেভিট

আমি Bimal Das 18/8/26 এ তুফানগঞ্জ এম কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার ছেলে Raju Das এবং তার আধার কার্ডে Raja Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো। (S/A)

•

আমার রেজিস্টার ডিড নং I 389, Dt. 15.3.96 আমার নাম Mahanta Barman থাকায় দিনহাটা JM কোর্টে 15/07/22 তারিখে 658 নম্বর অ্যাফিডেভিট বলে ভোটার ও আধার কার্ড অনুযায়ী Kandura Barman হলাম। Kandura Barman, উত্তর কিশামত দশগ্রাম, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

•

Niril Rahaman C/o Khalilur Rahaman Vill- Purba chikliguri P.O. Chikliguri P.S. Samuktula Dist- Alipurduar- Shall henceforth be known as Niril Hossain declared before the Executive Magistrate Alipurduar Court, West Bengal vide affidavit no- 21997/26 Date- 8/09/2026 Niril Rahaman and Niril Hossain both are Same and identical Person.
(C/123846)

•

I, Rubin Karjee, S/o Lt. Merga Karjee, R/O. Vill & Po. Satali Mandalpara, PS. Kalchini, Dt. Alipurduar, my father's actual name is Merga Karjee. But in his voter card wrongly mentioned Meraga Kaji & my all essential documents my father's name mentioned as Baburam Karjee. Before the Executive Magistrate at Alipurduar court by affidavit on 27/08/2026 I declare that my deceased father Merga Karjee, Meraga Kaji & Baburam Karjee all are same & one identical person. (C/123852)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online Tender for Construction of toilet complex & grill fixing at CMOH office in Coochbehar District vide Tender ref no : DHFWS/CBR/NIeT/CIV/26-27/10, are hereby invited by the undersigned. For details please visit the website www.wbtenders.gov.in and www.coochbehar.nic.in and www.wbhealth.gov.in Any corrigendum will published in website only. Sd/- CMOH, Cooch Behar.
ICA-T17904(3)/2026

আজ টিভিতে

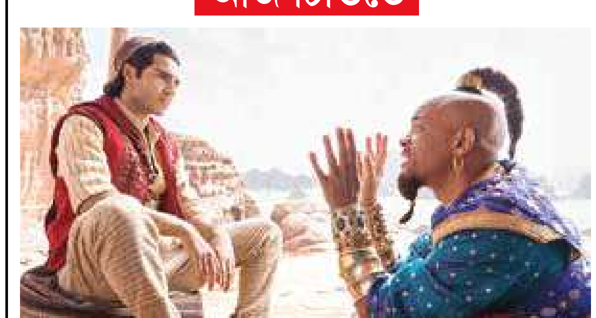
আলাদিন সন্ধে ৬.১৫ স্টার গোল্ড থ্রিলস

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৮.০০ ধর্মযুদ্ধ, ১০.১৫ অশরীরী, দুপুর ১২.৪৫ জামাইবাবু জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.১৫ শক্তি, রাত ৯.০০ গুরু
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বাজি-দ্য চ্যালেঞ্জ, দুপুর ১.৩০ জন্মদাতা, বিকেল ৫.০০ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ৯.৩০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট
জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৫৫ রক্তবীজ-টু, বেলা ১১.৩০ রক্ত নদীর ধারা, দুপুর ২.২৫ তোমায় পাব বলে, বিকেল ৫.০০ প্রতিশোধ, রাত ৮.০০ আশ্রয়, ১০.২৫ বস-বর্ন টু রুল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অঞ্জলি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা
জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৩১ অ্যান্থনি, বিকেল ৫.১৫ কুরুক্ষেত্র, সন্ধে ৭.২৯ আদি শব্দম, রাত ১০.২২ রাবণাসুরা
স্টার গোল্ড থ্রিলস : দুপুর ১২.০০ দ্য মার্ভেলস, ২.০০ ট্রেন টু বুসান, বিকেল ৪.০০ রেসিডেন্ট ইভিল-দ্য ফাইনাল চ্যাপ্টার, সন্ধে ৬.১৫ আলাদিন, রাত ৮.৪৫ ন্যাশনাল ট্রেজার, ১১.৩০ এক্স মেন-ডেজ অফ ফিউচার পাস্ট

গুড মর্নিং আকাশে
রণিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান
সকাল ৭.০০ আকাশ আট

জন্মদাতা দুপুর ১.৩০
কালার্স বাংলা সিনেমা

নল দময়ন্তী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ ভাদ্র ১৪৩৩, ভাঃ ২৫ ভাদ্র, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৯ ভাদ্, সংবৎ ৫ ভাদ্রপদ সুদি, ৪ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।২৭, অঃ ৫।৩৯। বুধবার, পঞ্চমী দিবা ৯।৬। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ৬।৩৭। বৈধৃতিযোগ দিবা ২।৪৪। বালবকরণ দিবা ৯।৬ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৯।৫০ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১২।১০ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৬।৩৭ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৬।৩৭ গতে দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, দিবা ৯।৬ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৮।৩০ গতে ১০।১ মধ্যে ও ১১।৩৩ গতে ১।৪ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩০ গতে ৩।৫৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ৬।৩৭ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম-দিবা ৯।৬ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৯।৩১ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৩ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ৫।২৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ১।৩৯ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৩ গতে ১০।২৫ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রেমের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দুজনে আলোচনা করে নিন। পরিশ্রমের ফল আজ পাবেন। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায়িক সমস্যা কাটবে। বৃষ : পারিবারিক কোনও সমস্যা সমাধানে আইনি সাহায্য নিতে হতে পারে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। আত্মীয়ের পরামর্শে তড়িঘড়ি কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। মিথুন : কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির খবর পেতে পারেন। স্ত্রীর ভাগ্যে শ্বশুরকুল থেকে সম্পত্তি প্রাপ্তির যোগ। উচ্চশিক্ষায় বাবার হস্তক্ষেপে আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। কর্কট : ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। অপরিচিত কোনও ব্যক্তির আর্থিক প্রলোভনে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। ঈশ্বরের আরাধনায় মানসিক চাপ কমবে। সিংহ : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে না পারলে সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হবে। খেলাধুলোর সঙ্গে জড়িতরা চাকরির অফার পেতে পারেন। কন্যা : কোনও নিকট আত্মীয়ের কূটকচালে পারিবারিক অশান্তি বাড়বে। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা দলে বড় পদ পেতে পারেন। সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি। তুলা : ঈশ্বর চিন্তায় মানসিক চাপ কমবে। বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কোনও কাগজ ফিরে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। ছোটখাটো শারীরিক সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বৃশ্চিক : বিষয়সম্পত্তি নিয়ে বহুদিন ধরে চলা মামলার নিষ্পত্তি আজ হবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। কর্মপ্রার্থীরা নামী কোম্পানিতে চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। ধনু : চালাকির দ্বারা কোনও কাজ উদ্ধার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। উচ্চশিক্ষার পড়ুয়াদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ মিলবে। আজ রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। মকর : বন্ধুমহলে কথাবার্তা খুব সতর্কভাবে বলুন। নিকটজনকে মিথ্যা কথা বলে সমস্যায় পড়বেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কোনও কাজের দায়িত্ব নিয়ে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কুম্ভ : বাড়ির কোনও কাজ ফেলে রাখবেন না। প্রেমে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে জটিলতা বাড়বে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। ভুল কাজের মাশুল গুনতে হতে পারে। মীন : ন্যায্য পাওনা আদায় করতে সক্ষম হবেন। জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। সুবক্তা হিসেবে সমাজে বিশেষভাবে সম্মানিত হবেন। লটারিতে আজ প্রাপ্তির যোগ।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দেহের পাশে নোটে বিচার দাবি

জুভেনাইল হোমে ঠাঁই কিশোরের

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : ঘরের দরজা বন্ধ।

মা ডাকছেন। কড়া নাড়ছেন। তবুও সাড়াশব্দ নেই। শেষে পাশের বাড়িতে গিয়ে মেয়ের ঘরের জানলা খুলতেই আর্তনাদ করে ওঠেন মহিলা। কাপড় দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয় দরজা ভেঙে। দেহের পাশেই মিলেছে একটি নোট। সেখানে কিশোরী লিখে গিয়েছে, 'বাবা-মা আমাকে তোমরা ক্ষমা করে দিও।' তারপরই এক কিশোরের নাম নিয়ে সে লিখেছে, 'আমার মৃত্যুর জন্য ও দায়ী, তোমরা দেখো, আমি মারা যাওয়ার পর ওর যেন সাজা হয়।'

সোমবার রাতে আশিঘর ফাঁড়িতে ওই কিশোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে মৃতার পরিবার। রাতেই বাড়ি থেকে ছেলেটিকে আটক করা হয়। মঙ্গলবার তাকে পাঠানো হয়েছে জুভেনাইল হোমে।

পরিবারের দাবি, কিশোর-কিশোরীর মধ্যে বেশ কয়েকদিনের সম্পর্ক ছিল। পুলিশের কাছে কিশোর স্বীকার করেছে, সম্প্রতি দুজনের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছিল। কিন্তু, সেই কারণে মেয়ে চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না বাবা-মায়ের। বাড়িতে নাকি তেমন গুরুতর কিছু কখনও জানায়নি সে।

কেঁদেই চলেছেন কিশোরীর বাবা-মা। বারবার বলছেন, 'যদি সত্যি এতটাই মানসিক অশান্তির মধ্যে ও ছিল, তাহলে অন্তত একবার খুলে সবটা বলতে পারত। আমরা তো ছোট থেকেই সহজভাবে মেশার চেষ্টা করেছি। দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল, এতটুকু জানতাম।'

নিজের ভেতরে সবটা জমিয়ে রাখতে রাখতে হয়তো মানসিক চাপ বেড়ে গিয়েছিল, মনে করছেন মনোবিদরা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ নির্মল বেরা বলছেন, 'টিভি-সিনেমায় এমন কিছু দৃশ্য দেখানো হয়, যেখানে ছেলেমেয়েরা আবেগের বশে গা ভাসিয়ে মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। সেসব অনেকেই দেখে শেখে। পড়াশোনার বাইরেও খেলাধুলো, সৃজনশীল কাজ সহ বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির মধ্যে নিজেদের ব্যস্ত রাখা উচিত। এতে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। যে কোনও পরিস্থিতি থেকেই বেরিয়ে আসা সম্ভব।' একা থেকে মনের মধ্যে সব চেপে রাখার ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাচ্চারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না বলে মত তাঁর।

কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলা এলাকায় এক কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম নেহা খাতুন (১৪)। সে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া ছিল। মঙ্গলবার সকালে ঘর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

পরিবারের সদস্যরা তাকে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে এনজেপি থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নথিপত্র বৈধ প্রমাণিত হতেই জামিন জলিলের

মুখ পুড়ল পুলিশের

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশি সন্দেহে ধৃত সত্তরোর্ধ্ব জলিল আখতারের সমস্ত সরকারি ভারতীয় নথিপত্র বৈধ প্রমাণিত হওয়ায় সোমবার ইসলামপুর আদালত তাঁর জামিনের নির্দেশ দিয়েছিল। মঙ্গলবার তিনি জামিনে মুক্ত হয়েছেন। গত ২০ জুন ডালখোলা থানার পুলিশ গোয়ালপোখরের বেগরাইল এলাকার বাসিন্দা জলিলকে বাংলাদেশি সন্দেহে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। প্রায় তিন মাসের বন্দিদশা কেটে যাওয়ায় তাঁর পরিবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশের পাশাপাশি প্রশ্ন তুলেছে। আদালতের রায়ে 'মুখ পোড়ায়' অস্বস্তিতে পড়েছে পুলিশও।

জলিল মূলত গোয়ালপোখর থানা এলাকার বাসিন্দা। বিয়ের পর থেকে তিনি ডালখোলা থানা এলাকার বেগরাইল এলাকায় থাকতে শুরু করেন। গত ২০ জুন ডালখোলা থানার পুলিশ জলিলকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। তারপর বাংলাদেশি নাগরিক হওয়ার অভিযোগে জলিলকে চাকুলিয়া থানা এলাকার একটি 'হোল্ডিং সেন্টারে' রাখা হয়।

জামিনের পর ইসলামপুর আদালতে আইনজীবীর সঙ্গে জলিল। মঙ্গলবার।

গত ৪ জুলাই এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের মাধ্যমে ওপারে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছিল পুলিশ। কিন্তু বাংলাদেশের কোনও নথিপত্র না থাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তাঁকে নিতে অস্বীকার করে। আদালতের রায়ে জলিলকে এখন আর বাংলাদেশে পাঠাতে পারবে না পুলিশ। জলিল বলেন, 'গ্রেপ্তারের পর থেকে বারবার আমি বলেছি, আমাকে মেরে ফেললেও আমি ভারতীয়, এর বেশি আর কিছু বলাতে পারবেন না। কিন্তু পুলিশ আমাকে বাংলাদেশি সাজিয়ে বাংলাদেশ পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আদালতের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা ছিল এবং আছে।'

জলিল আখতারের স্ত্রী বিবি তৌফা বলেন, 'আমার স্বামীকে পুলিশ অকারণে জেল খাটিয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে আমার স্বামীর কোনও যোগ ছিল না। বারবার পুলিশের কাছে প্রমাণ দেওয়ার পরেও পুলিশ নিজের অকর্মণ্যতা ঢাকতে আমার স্বামীর সঙ্গে অন্যায় করেছে। আমি এর বিচার চাই।' জলিলের ভাই মতিউর রহমান বলেন, 'পুলিশ ধোঁকা দিয়ে দাদাকে বারান্দা থেকে তুলে নিয়ে যায় বাংলাদেশি বলে। প্রায় এক মাস ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখে। পরে বাংলাদেশি বলে কোর্টে তোলে। বিচারক দাদাকে জামিন দিয়েছেন। আমরা পুলিশের বিরুদ্ধে মানবাধিকার কমিশনে নালিশ জানাব। পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য আইনজীবীর পরামর্শ নেব।'

জলিলের আইনজীবী ফিরোজ আহমেদ ববি বলেন, '২০ জুন থেকে জলিলকে বাংলাদেশি নাগরিক সাজিয়ে বাংলাদেশ পাঠানোর চেষ্টা করছিল পুলিশ। না পেরে শেষে ২২ জুলাই আদালতে পেশ করে। তখন থেকেই জলিল জেল হেপাজতে ছিলেন। কিন্তু বিচারক জলিলের সরকারি ভারতীয় নথিপত্রকে বৈধ বলে মান্যতা দিয়েছেন। সোমবার আদালত জলিলের জামিনের নির্দেশ দেয়। আজ তিনি জামিনে মুক্ত হয়েছেন। একজন বৈধ ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশি সাজিয়ে পুলিশ যা করেছে, তাতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। আমরা আইনি পথেই মামলার শেষপর্যন্ত লড়ব।'

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিং বলেন, 'আদালতের অর্ডারের কপি হাতে পেলে প্রয়োজনে আমরা আইনি বিষয়টি খতিয়ে দেখব। প্রয়োজনে আমরা আপিলেও যাব। আমাদের কাছে যে ডকুমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, তা পর্যাপ্ত ছিল না। আমাদের লিগ্যাল টিম বিষয়টি দেখবে।'

নাবালিকাকে নির্যাতনে ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ সেপ্টেম্বর : নাবালিকাকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে বিধাননগরের এক ১৯ বছর বয়সি তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত উভয়েই একই গ্রামের বাসিন্দা।

নির্যাতিতা নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ায় তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৯ সেপ্টেম্বর সেখানে সে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি প্রশাসনিক স্তরে জানায় এবং ফাঁসিদেওয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে। এরপর পুলিশ ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন।

প্রধানকে পদত্যাগে 'চাপ'

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : জোর করে পদত্যাগ করানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল অনেকদিন থেকেই। এবার পদত্যাগপত্রে প্রধানকে চাপ দিয়ে সই করিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি মাটিগাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের। মঙ্গলবার বিজেপির তরফে পঞ্চায়েত অফিসে অভিযান চালানো হয়। সেই সময় প্রধানের ঘরে ছিলেন উপপ্রধান রেখা মল্লিক। তাঁকে লক্ষ্য করে এদিন ডিম ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। যদিও বিজেপি তা অস্বীকার করেছে। এদিকে প্রধান কৃষ্ণ সরকার বলছেন, 'জোর করে চাপ দিয়ে একটি কাগজে সই করিয়ে সেটি বিজেপি নেতারা নিয়ে নেন। সেটা পদত্যাগপত্র বলে বিজেপি নেতারাই জানিয়েছিলেন। আমি তো পদত্যাগ করিনি। প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নেব।'

তবে বিজেপির দাবি, কারা প্রধানকে দিয়ে সই করিয়েছেন তা তারা জানে না। বিজেপির দাবি, তারা গত ৩ বছরের হিসেব চাইলে প্রধান দিতে পারেননি। এদিন সেই দাবিতে

উপপ্রধানকে ডিম

বিজেপির তরফে গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সেই সময়ই উপপ্রধানকে ডিম ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। ভাইরাল একটি ভিডিওতে (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) দেখা যায়, উপপ্রধানের মাথায় জোরে একটি ডিম মারা হয়েছে।

মাটিগাড়া ১ মণ্ডলের বিজেপি নেতা প্রদীপ দেবনাথের বক্তব্য, 'কারা ডিম ছুড়েছে, জানি না। আমরা হিসেব চেয়েছি। দিতে পারেননি প্রধান। তিনি পদত্যাগ করলে আমাদের কী করার আছে।' তাঁর অভিযোগ, দুর্নীতির অভিযোগে প্রধানকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তবে তিনি ছাড়া পেয়ে যান। একইভাবে উপপ্রধানও চাকরি দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়া, শংসাপত্র দিতে টাকা নেওয়ার মতো ঘটনায় অভিযুক্ত।

উপপ্রধানের ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি। সূত্রের খবর, বিজেপির তরফে এই পঞ্চায়েত দখলের ছক কষা হয়েছে। প্রকাশ্যে অবশ্য এ নিয়ে কিছু বলতে চাইছে না বিজেপি। ১৪ আসনের এই পঞ্চায়েতে গত মহকুমা পরিষদ নির্বাচনে তৃণমূল ৮টি, বিজেপি ৪টি এবং কংগ্রেস ২টি আসনে জিতেছিল।

গেরুয়া বোর্ড

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ সেপ্টেম্বর : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাশ নিজেদের হাতে নিল বিজেপি। ওই ব্লকে এই প্রথম কোনও পঞ্চায়েতে গেরুয়া বোর্ড গঠিত হল। মঙ্গলবার প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন কাঁঠালভিটার বিজেপি সদস্য ঝর্ণা সিংহ রায় এবং উপপ্রধান হয়েছেন গোয়ালভিটার দীপক বিশ্বাস। এদিনের ভোটাভুটিতে তৃণমূলের সব সদস্যই গরহাজির ছিলেন।

২০২২ সালের নির্বাচনে ২২ আসনের পঞ্চায়েতটি ত্রিশঙ্কু হয়। তৃণমূল ১১, বিজেপি ১০ ও নির্দল ১টি আসনে জয়ী হয়। পরে নির্দল সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল বোর্ড গড়ে। প্রধান হন শম্পা দাস মিস্ত্রি এবং উপপ্রধান হন ভূমিকা সিংহ। ২৯ অগাস্ট বিজেপির ১০ সদস্য অনাস্থা আনেন। তলবি সভায় ভোটাভুটি হলে ১২ জন সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ৩ সেপ্টেম্বর বিডিও বনানী মজুমদারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন প্রধান ও উপপ্রধান। এদিন ১০ সদস্য উপস্থিত থাকায় কোরাম পূর্ণ হয় এবং ভোট সম্পন্ন হয়।

গ্রেপ্তার ১

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ সেপ্টেম্বর : আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পারিবারিক জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগে মঙ্গলবার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম অনিল সিংহ। তিনি ফাঁসিদেওয়া থানার নিজবাড়ি এলাকার ধামালতুলির বাসিন্দা। ময়লানিজোতের বাসিন্দা প্রমীলা সিংহ থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। তাঁর অভিযোগ, প্রয়াত দাদু পদরু সিংহের সূত্রে পাওয়া তাঁদের যৌথ পারিবারিক জমিতে তিনি অন্যতম শরিক এবং যৌথ দখলে রয়েছেন। কিন্তু সঞ্জয় সিংহ, অজয় সিংহ ও অনিল সিংহ তাঁদের ভোগদখলে বাধা দিচ্ছিলেন। আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ওই জমি বেআইনিভাবে দখলের চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে অনিলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

চারা রোপণ

খড়িবাড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : কার্সিয়াং বন বিভাগ ও সিকিম পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে পানিট্যাঙ্কিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন পানিট্যাঙ্কির মনসাপাড়া সংলগ্ন বন বিভাগের প্রায় এক একর জমিতে এক হাজার চারাগাছ রোপণ করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে, সিকিম পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার আয়াপ্পা প্রমুখ।

স্ক্যান করুন

10 YEAR WARRANTY

BAJAJ SECURE • AMC • ROAD SIDE ASSISTANCE

72198 21111

*শর্তাবলি প্রযোজ্য। উল্লিখিত ESRPs হল SD USD সিঙ্গল সিট ভ্যারিয়েন্টের জন্য। স্টান্টগুলি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা, পেশাদার তত্ত্বাবধানে, নিয়ন্ত্রিত ও আবদ্ধ পরিবেশে, সাধারণ মানুষ বা সর্বসাধারণের রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় করা হয়েছে। এই স্টান্টগুলি অনুকরণ করার চেষ্টা করবেন না এবং সর্বদা ট্রাফিক ও নিরাপত্তা বিধি মেনে চলুন।

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: • Siliguri Burdwan Road SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7908297705 • Siliguri Sevoke Road SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062878 • Jalpaiguri SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9717458875 • Alipurduar SILIGURI BAJAJ 9832407999 • Malda PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • Malda PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • Malda PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • Mangalbari PLANET BAJAJ :9679997998• Balurghat PLANET BAJAJ: 9733310021 • Cooch Behar BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93 Mathabhanga BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050493 •Raiganj BAJAJ WHEELS 8391890763 •Kaliyagnaj BAJAJ WHEELS 9382830461 • Tungidighi BAJAJ WHEELS 9547525283 •Karandighi BAJAJ WHEELS 8509047694 •Sahapur BAJAJ WHEELS 9593825338 •Baidara BAJAJ WHEELS 9733715747.

ট্রেনে চেপে শিশু আলিপুরদুয়ারে

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : ফুলবাড়ির বকরাভিটা থেকে বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে ট্রেনে চেপে আলিপুরদুয়ারে পৌঁছে গেল আট বছরের এক শিশু। ঘটনাকে ঘিরে মঙ্গলবার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন সকালে শিশুটি বাড়ি থেকে বের হয়। ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিন্তু সন্ধান না মেলায় নিউ জলপাইগুড়ি থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় শিশুটির ছবি ও যাবতীয় তথ্য প্রচার করে। এদিকে, আলিপুরদুয়ার স্টেশনে জিআরপি ওই শিশুটিকে উদ্ধার করে। জিআরপির তরফে বিষয়টি এনজেপি থানায় জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল এদিন রাতে শিশুটিকে নিয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। পুলিশ সূত্রে খবর, এর আগেও সে এভাবে বাড়িতে না জানিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। কী কারণে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

শপিং মলে আগুন

ইসলামপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুরের একটি শপিং মলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে আহত হন একাধিক দমকলকর্মী। অগ্নিকাণ্ডে জামাকাপড় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে শপিং মলের দোতলা থেকে ধোঁয়া ও আগুন বের হতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে দমকলকর্মীদের বাইরে থেকে কাচ ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করতে হয়। সেই সময় ভাঙা কাচের আঘাতে একাধিক দমকলকর্মী আহত হন। মল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, শপিং মলের সামনেই থাকা একটি ট্রান্সফর্মারে বিস্ফোরণ ঘটে। যদিও দমকল বিভাগের এক আধিকারিক জানান, কী কারণে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ডিম ছোড়া হল প্রাক্তন বিধায়ককে

জনতার তাড়া, পালালেন গৌতম

করণদিঘি, ১৫ সেপ্টেম্বর : বিডিও অফিসে ব্যক্তিগত কাজ সারতে এসে চরম বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল করণদিঘির প্রাক্তন বিধায়ক গৌতম পালকে। মঙ্গলবার দুপুরে বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায়, করণদিঘি থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে গৌতমকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়া হয়। তিনি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। তাঁর পিছনে তাড়া করেন ক্ষিপ্ত লোকজন। পরে পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে বারবার ফোন করা হলেও ফোন ধরেননি বিডিও রবিকুমার গুপ্ত এবং করণদিঘি থানার আইসি বাপন দাস।

মঙ্গলবার দুপুর। বিডিও অফিসে কাজ সেরে তখন সদ্য বের হয়েছিলেন করণদিঘির প্রাক্তন বিধায়ক। এদিকে, গৌতম যে বিডিও অফিসে এসেছেন, সেকথা ততক্ষণে জানাজানি হয়ে গিয়েছে। বাইরে ততক্ষণে ভিড় জমে গিয়েছে। তাঁকে দেখেই শুরু হয় স্লোগান। অভিযোগ, একদল বিক্ষুব্ধ লোক তাঁকে ঘিরে ধরে ডিম ছোড়েন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন প্রাক্তন বিধায়ক। পিছন থেকে ওঠে 'চোর চোর' স্লোগান। কিছুটা দূর যাওয়ার পর দৌড়াতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যান তিনি। ফের উঠে দৌড় শুরু করেন। তার পরও আবার তাঁকে ধাওয়া করা হয় বলে অভিযোগ। এদিন প্রাণভয়ে কখনও বাগানের ভেতর দিয়ে, কখনও ধানখেতের মধ্য দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন গৌতম। তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করেন একদল লোক।

এই তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, পেনশনের কাগজপত্র জমা দিতে এদিন বিডিও অফিসে গিয়েছিলেন গৌতম। স্থানীয় সূত্রের দাবি, এদিন যে ভিড় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল, তার একটা বড় অংশ ছিল বিজেপির কর্মী-সমর্থক। যদিও একথা অস্বীকার করেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। গৌতম অফিস থেকে বেরোতেই তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। প্রথমে একদল মহিলা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ঘটনার খবর পেয়ে করণদিঘি থানার পুলিশ এবং জেলা পুলিশের কর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার এসপি সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ বলেন, 'ঘটনাস্থলে করণদিঘি থানার পুলিশ ও জেলা পুলিশের কর্তারা রয়েছেন। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।'

গৌতম পালকে লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে ডিম। করণদিঘি বিডিও অফিসে।

এদিনের ঘটনাকে ঘিরে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গৌতম নিজেও। প্রাক্তন বিধায়ক বলেন, 'বিডিও একাধিকবার পুলিশকে ফোন করার পরেও পুলিশ আসেনি। বিধায়ক তথা মন্ত্রীর নির্দেশেই পুলিশ নিরাপত্তা দেয়নি।' উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য তৃণমূল নেতা আব্দুর রহিম বলেন, 'এর আগে ৩৪ বছর বামফ্রন্ট, ১৫ বছর তৃণমূল সরকার চালিয়েছে। কিন্তু এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। করণদিঘির কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে এদিনের ঘটনা। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।' গৌতমের ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল নেতা প্রশ্ন তোলেন, 'গেটের বাইরে যখন স্লোগান দিচ্ছিল লোকজন, তখন অফিসের কর্মীদের দিয়ে পুলিশ ছাড়া বিডিও কীভাবে একজন প্রাক্তন বিধায়ককে জনরোষের মুখে ঠেলে দিলেন?' তাঁর আরও বক্তব্য, 'যেখানে ঘটনা ঘটেছে, তার ঢিল ছোড়া দূরত্বে থানা। তার পরও কেন পুলিশ আসতে এত দেরি হল?'

এই ঘটনায় তৃণমূল বিজেপির দিকে আঙুল তুললেও অভিযোগ অস্বীকার করেছে গেরুয়া শিবির। ঘটনাকে 'জনরোষের ফসল' বলে ব্যাখ্যা করেছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। তবে এসব জনরোষের ফসল।'

স্থানীয় সিপিএম নেতা মহম্মদ শাহাবুদ্দিনও ঘটনার নিন্দা করার পাশাপাশি গৌতমকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। তাঁর কথায়, 'যেমন কর্ম করেছে তেমন ফল ভোগ করছে।' আর কংগ্রেসের করণদিঘি ব্লক কমিটির সভাপতি ভবেন ঘোষের বক্তব্য, 'আজকের ঘটনা ক্ষমতার অপব্যবহারের ফসল মাত্র। সাধারণ মানুষ ক্ষোভ উগরে দিলেও ঘটনা নিন্দাজনক।' ডিম থেরাপির অপসংস্কৃতি বন্ধ করার দাবি তুলেছেন তিনি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
পাহাড়ি আড্ডা।। *রোহিণীতে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন শিলিগুড়ির রাকেশ মহাপাত্র।*

বিনিয়োগ আনাই লক্ষ্য শংকরের

রাজ্যে প্রথম পর্যটন সম্মেলন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে পর্যটনশিল্পে জোয়ার আনতে 'ট্যুরিজম মিট' করার উদ্যোগ নিল পর্যটন দপ্তর। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবসে কলকাতায় পর্যটন শিল্প সম্মেলনটি হওয়ার কথা রয়েছে। যা বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে এই প্রথম নির্দিষ্টভাবে পর্যটনকেন্দ্রিক শিল্প সম্মেলন হবে। ওই সম্মেলনে শুধু এই রাজ্য নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে পর্যটনশিল্পের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত শিল্পপতি ও সংগঠনগুলি অংশ নেবে। সম্মেলন সফল করতে উত্তরবঙ্গের উদ্যোগপতিদেরও সহযোগিতা চাইছেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে বড় হোটেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজন শিল্পপতিকে নিয়ে বৈঠক করেন মন্ত্রী। সেখানে তিনি পর্যটনশিল্পে উত্তরবঙ্গে আগামীতে কীভাবে কতটা বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে, তা বোঝার চেষ্টা করেছেন। উত্তরবঙ্গের হোটেল শিল্পে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। শংকর বলেন, 'পর্যটন এবং অনুসারী শিল্পে বিনিয়োগ নিয়ে একটা প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। এর বেশি কিছু নয়।'

পর্যটনের মাধ্যমে রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগের আশা করছে সরকার। এই লক্ষ্যেই প্রথমবার শুধু পর্যটনকে নিয়ে রাজ্যে ট্যুরিজম মিট বা পর্যটন শিল্প সম্মেলন হচ্ছে। সম্মেলনটিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত সহ রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, আমলা উপস্থিত থাকবেন। সেই সম্মেলনে রাজ্যের পর্যটনশিল্পে বিনিয়োগের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পপতিদের আমন্ত্রণ জানাবে সরকার। এই সম্মেলনের আগে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী ধরনের বিনিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে, এখানে পর্যটন এবং অনুসারী সমস্ত শিল্পে কী ধরনের বিনিয়োগ হতে পারে, সেই সংক্রান্ত মতামত শিল্পপতিদের থেকে নিচ্ছেন পর্যটনমন্ত্রী। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে পূর্ত দপ্তরের পরিদর্শন বাংলোয় মন্ত্রী বিভিন্ন হোটেল সংস্থার বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের ১২টি বড় সংস্থার বিনিয়োগকারীরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পরে কনসালটিং আর্কিটেক্ট এবং ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের (আইজিবিসি) চেয়ারম্যান কালীকিংকর রায় বলেছেন, 'মন্ত্রী পর্যটন দিবসে কলকাতায় আয়োজিত

শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে শংকর ঘোষ। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে।

শিল্প সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়েই প্রাথমিক আলোচনা করেছেন। উত্তরবঙ্গে কত হোটেল রয়েছে, সেখানে কত বিনিয়োগ রয়েছে, কত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে, আগামীতে হোটেল ব্যবসায় কী প্রস্তাব রয়েছে, সরাসরি পর্যটনে বিনিয়োগের সম্ভাবনা কতটা, সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত মতামত নিয়েছেন।' কালীকিংকরের বক্তব্য, উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই প্রচুর বড় হোটেল তৈরি হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে এখানে আরও বড় হোটেল তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। যেখানে আড়াই থেকে তিন হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। বিনিয়োগকারীরা এদিন মন্ত্রীর কাছে দাবি করেছেন, যে কোনও শিল্প করতে চাইলে তার সমস্ত নথিপত্র তৈরি করতে এবং সরকারের ছাড়পত্র পেতেই কয়েক বছর সময় লেগে যাচ্ছে। এক জানলা প্রথা চালু করার দাবি করেছেন তাঁরা। মন্ত্রী শীঘ্রই পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

পর্যটক টানতে কিউআর কোডের দাবি

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রকে আরও আধুনিক, তথ্যসমৃদ্ধ এবং পর্যটকদের জন্য সহজলভ্য করতে সুসংহত কিউআর কোডভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থা নিয়ে আসার দাবি তুললেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গজুড়ে ছড়িয়ে থাকা পর্যটনকেন্দ্রগুলির চিহ্নিতকরণ, নথিভুক্তকরণ এবং ডিজিটাল মানচিত্রের ব্যবস্থা করা হোক। এতে পর্যটকরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেখানকার ইতিহাস এবং বর্তমানকে জানতে পারবেন, যার ফলে পর্যটকদের আগ্রহ আরও বাড়বে এবং পর্যটনেরও প্রসার হবে। এক কথায় পর্যটন ব্যবসায়ীদের তরফে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রকে পুরোপুরি ডিজিটাল করার দাবি তোলা হয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'পর্যটন দপ্তর থেকে ইতিমধ্যে নতুন অ্যাপ নিয়ে আসার পাশাপাশি ওয়েবসাইট ঢেলে সাজানো হচ্ছে। পর্যটন ব্যবসায়ীদের তরফে কিউআর কোড নিয়ে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সেটাও ভালো। আমরা নিশ্চয়ই বিষয়টি দেখব।'

দার্জিলিং থেকে কাকদ্বীপ, ডুয়ার্স থেকে সুন্দরবন, সর্বত্রই প্রচুর পর্যটনস্থল রয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় হেরিটেজ কমিশন বা বন দপ্তর বা অন্য কোনও সংস্থার তরফে সেই জায়গা সম্পর্কে কিছু বিবরণ লেখা থাকে। কিন্তু অধিকাংশ পর্যটনস্থলেই সেই জায়গা সম্পর্কে কোনও সঠিক তথ্য দেওয়া থাকে না। ফলে পর্যটকরা সেই জায়গা ঘুরে দেখছেন বটে, কিন্তু সেই জায়গা সম্পর্কে কোনও ধারণা নিয়ে ফিরতে পারছেন না।

রাজ্যের পর্যটনের প্রসারে ইতিমধ্যে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আসার ঘোষণা করেছেন শংকর। এই অবস্থায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা চাইছেন যে, প্রতিটি পর্যটনস্থলেই সেই স্থানের ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে কিউআর কোড বসানো হোক। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (এইচএইচটিডিএন)-এর সাধারণ সম্পাদক তন্ময় গোস্বামীর বক্তব্য, 'এই ব্যবস্থা চালু হলে পর্যটকরা খুব সহজেই মোবাইলে সেই কিউআর কোড স্ক্যান করে ওই স্থানের ইতিহাস, ভৌগোলিক গুরুত্ব, দর্শনীয় স্থান, যাওয়ার পথ সহ অন্য খুঁটিনাটি জানতে পারবেন।'

চোপড়ায় কাজের অপেক্ষায় শ্রমিক

চোপড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর : হাতে জব কার্ড, সামনে ১২৫ দিনের কাজের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু দু'মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও চোপড়ায় কর্মসংস্থানের ছবিটা এখনও আশাব্যঞ্জক নয়। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ পেয়েছেন মাত্র ৪০৭২ জন শ্রমিক। অধিকাংশ পঞ্চায়েতে হাতেগোনা কয়েকটি প্রকল্পের কাজ চলছে।

এই পরিস্থিতি যে প্রশাসনের নজর এড়ায়নি, তার ইঙ্গিত মিলেছে সাম্প্রতিক তৎপরতায়। চোপড়া সহ উত্তর দিনাজপুরের চারটি ব্লকের বিডিওকে কলকাতায় রাজ্য স্তরের রিভিউ বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজিও বৈঠকের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েত ধরে ধরে কাজের গতি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে মঙ্গলবার চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে ব্লক প্রশাসনের জরুরি বৈঠক হয়েছে। আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, সচিব, এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং নির্মাণ সহায়কদের নিয়ে সেখানে খতিয়ে দেখা হয়, কোথায় কতটা কাজ হচ্ছে, কোথায় আটকে রয়েছে এবং দ্রুত কীভাবে নতুন কাজ শুরু করা যায়। 'সেবা সংকল্প অভিযান' নিয়েও আলোচনা হয়।

শুধু কাজের অভাব নয়, প্রকল্প বাছাই নিয়েও সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, এই প্রকল্পে ৩১৮ ধরনের কাজের সুযোগ রয়েছে। ফলে একটি নির্দিষ্ট ধরনের কাজ বর্ষায় আটকে গেলে অন্য প্রকল্পে শ্রমিকদের যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। পুকুর খনন বা মাটি কাটার কাজ জল জমার কারণে করা না গেলে বিকল্প কাজ বেছে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েতগুলিকে।

কিন্তু বাস্তবতা কিছুটা অন্যরকম। বিভিন্ন পঞ্চায়েত সূত্রের দাবি, বর্ষার জেরে অনেক জায়গায় কাজের জন্য উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নালা তৈরি কিংবা পরিকাঠামোগত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জমিও সব ক্ষেত্রে মিলছে না। প্রতি পঞ্চায়েতে অন্তত ২০টি করে স্কিম চালুর লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও অধিকাংশ জায়গায় দু'-তিনটির বেশি স্কিমে কাজ হচ্ছে না। চুটিয়াখোর পঞ্চায়েতের প্রধান মনেশ্বর মাঝি জানান, তাঁদের এলাকার অধিকাংশ জমি নীচু। তাই খননভিত্তিক প্রকল্পের কাজ করা যাচ্ছে না। মাঝিয়ালি পঞ্চায়েতের প্রধান কাইয়ুম আলম অবশ্য জানিয়েছেন, বৈঠকের পর দ্রুত কাজ বাড়ানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

দুর্ঘটনার বলি

ইসলামপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার ইসলামপুর থানার গুঞ্জরিয়া এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে টোটো এবং ভুটভুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন তিনজন। মৃতের নাম সঞ্জয় বসু (৬০), তিনি ইসলামপুর শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে থাকতেন।

টোটোটি যাত্রী নিয়ে ইসলামপুরের দিকে আসছিল। সেই সময় উলটো দিক থেকে ভুটভুটি চলে আসে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটি রডবোঝাই ভুটভুটিতে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসকরা সঞ্জয়কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইসলামপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

দীর্ঘ ছুটিতে ধাক্কা পড়াশোনায়

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টার এবং পুজোর ছুটির জেরে স্কুল টানা বন্ধ থাকায় পড়াশোনার বড় ঘাটতি তৈরি হতে চলেছে পড়ুয়াদের। সিলেবাস শেষ করতে শেষপর্যন্ত অনলাইন ক্লাসের ওপরে ভরসা রাখতে হচ্ছে স্কুলগুলিকে। এতদিন স্কুল বন্ধ থাকায় সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন অভিভাবকরাও।

চলতি মাসের ২১ তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার অধীন পুর এলাকায় তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল, শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল, জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুল, শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুল, শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ হাইস্কুল ও মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুল সহ প্রায় ১২টি স্কুল পরীক্ষাকেন্দ্র হচ্ছে। এগুলির বেশিরভাগের সঙ্গেই প্রাথমিক বিভাগ যুক্ত রয়েছে। যে প্রাথমিক স্কুলগুলি হাইস্কুলের ভবনেই পরিচালিত হয়, সিমেস্টারের দিনগুলিতে সেখানে ক্লাস বাতিল রাখার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। গত ১০ সেপ্টেম্বর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের বিষয়টি জানানো হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশানুযায়ী, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক)-এর তরফে এসআই-এর মারফত সমস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছে এই বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত এই পরীক্ষা চলবে। তারমধ্যে যে ১২টা দিন পরীক্ষা নেই, সেই তারিখগুলোতে তিনটি রবিবার, একটি জাতীয় ছুটি এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনের ছুটি রয়েছে। এদিকে, সিমেস্টার শেষ হওয়ার পরেই আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত পুজোর ছুটি থাকবে। ফলে প্রায় দু'মাস স্কুলগুলির পঠনপাঠন কার্যত বন্ধ থাকছে।

পুজোর ছুটির পরেই স্কুল খুললে বার্ষিক পরীক্ষা। এই লম্বা ছুটিতে পড়ুয়াদের পড়াশোনার ঘাটতি কিছুটা কমানোর জন্য গত ১৪ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক)-এর তরফে আরেকটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সেখানে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক ও হাইস্কুল এক প্রাঙ্গণে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যে প্রাথমিক স্কুলগুলির নিজস্ব আলাদা শিক্ষা ভবন

রয়েছে, সেখানে তারা সকাল ৯টা পর্যন্ত স্কুল চালাতে পারবে।

সকালে ক্লাস করানোর এই নির্দেশে খুশি শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিবেকানন্দ বিদ্যালয় ১ নম্বর জিএসএফপি স্কুল কর্তৃপক্ষ। শিলিগুড়ি শহরে শুধুমাত্র এই দুটি স্কুলেরই একটি চত্বরে হাইস্কুলের পাশাপাশি আলাদা ভবন রয়েছে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকার বলেন, 'পুজোর ছুটির পরেই স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা। যে স্কুলগুলির পক্ষে ক্লাস পরিচালনা করা সম্ভব, তারা যাতে ছুটি না দেয়, সেই কারণেই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।'

এদিকে লম্বা ছুটিতে স্কুলের সিলেবাস কীভাবে শেষ হবে, তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে একাধিক প্রাথমিক স্কুল কর্তৃপক্ষ। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক অবীন মণ্ডল বলেছেন, 'আমাদের স্কুলের বেশিরভাগ পড়ুয়াই স্কুলের পঠনপাঠনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তারা বাইরে কোনও প্রাইভেট টিউশন পড়ে না। তাই এই দীর্ঘ ছুটিতে তাদের বড় সমস্যায় পড়তে হবে। শিক্ষকদের অনলাইনের মাধ্যমে পড়ুয়াদের ক্লাস নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।'

প্রাথমিকের পড়ুয়ারা বেশিদিন স্কুলে না এলে তাদের পড়াশোনা ভুলে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়। এছাড়া, বেশিরভাগ সরকারি প্রাথমিকেই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী (ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার) থাকায় বাড়িতেও অভিভাবকরা সেভাবে বাচ্চাদের পড়াতে পারেন না। এমনকি লম্বা ছুটির পরে স্কুলছুটের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এই দীর্ঘ ছুটির জেরে পড়ুয়াদের সমস্যা দূর করতে শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিক স্কুলেও অনলাইনে ক্লাস করানো হবে বলে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিতা ঘোষ জানিয়েছেন।

বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের শিক্ষক অভিষেক সরকার বলেন, 'স্কুল সম্পূর্ণ বন্ধ না রেখে সকালে ক্লাস করানোর উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। লম্বা ছুটিতে পড়ুয়াদের পড়াশোনার বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়।'

এদিকে, পরপর ছুটির জেরে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরাও। নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির এক পড়ুয়ার মা সবিতা বর্মন বলেন, 'আমার ছেলে সম্পূর্ণ স্কুলের পড়াশোনার উপর নির্ভরশীল। এতদিন স্কুল বন্ধ থাকলে ওর পড়াশোনার ভীষণ ক্ষতি হবে।'

জখম বৃদ্ধা

মৌলানি, ১৫ সেপ্টেম্বর : বাইসনের হামলায় গুরুতর আহত হলেন এক বৃদ্ধা। মঙ্গলবার লাটাগুড়ি জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। জখম অবস্থায় ওই মহিলা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত মহিলার নাম লায়লা বেগম (৬০)। তিনি লাটাগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন পূর্ব লাটাগুড়ি মহাকালপাড়ার বাসিন্দা।

সুবিধা মিলবে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, অ্যাঞ্জিওগ্রাফির

জোড়া ক্যাথ ল্যাব পাচ্ছে মেডিকেল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অবশেষে ক্যাথ ল্যাব বসতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা (পিএমএসএসওয়াই) প্রকল্পে শীঘ্রই একটি ক্যাথ ল্যাব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরও একটি ক্যাথ ল্যাব বসানোর ছাড়পত্র দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, ক্যাথ ল্যাব চালু হলে কার্ডিওলজি চিকিৎসায় আমূল উন্নতি হবে। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, অ্যাঞ্জিওগ্রাফি থেকে শুরু করে হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা এবং অস্ত্রোপচারের সুবিধা মিলবে। কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি অনুমোদনের বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন, 'আশা করছি দ্রুত ক্যাথ ল্যাব বসবে।'

২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক পিএমএসএসওয়াই প্রকল্পে মেডিকেলে সুপারস্পেশালিটি ব্লক তৈরির বরাত দেয়। ২০১৯ সালে সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা চালুর কথা ছিল। সেইমতো ক্যাথ ল্যাব, ভেন্টিলেটার, মনিটর সহ অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামও এসেছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের কাজ শেষ না হওয়ায় যন্ত্রপাতি পড়ে থেকে নষ্ট হতে থাকে। পরে কেন্দ্রীয়

- উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে কেন্দ্র ও রাজ্য, দুটি ক্যাথ ল্যাব বসাচ্ছে
- ক্যাথ ল্যাব না থাকায় রোগীদের বাইরে চিকিৎসায় বিপুল খরচ হচ্ছে
- নতুন ল্যাব চালু হলে হৃদরোগের উন্নত চিকিৎসা সহজ হবে

স্বাস্থ্য মন্ত্রক মেডিকেলে পড়ে থাকা ক্যাথ ল্যাবটি তুলে বিহারের একটি মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায়।

২০২৩ সালে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের নির্মাণকাজ শেষ হলে ধীরে ধীরে সেখানে বহির্বিভাগের পরিষেবা চালু হয়। কিন্তু ক্যাথ ল্যাব আর আসেনি। ফলে কার্ডিওথোরাসিক বিভাগের রোগীরা হৃদরোগের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন না। কলেজ কর্তৃপক্ষ একাধিকবার রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রককে চিঠি এবং ই-মেল করে ক্যাথ ল্যাবের দাবি জানায়। নতুন অধ্যক্ষ ও সুপার দায়িত্ব নেওয়ার পরেও স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে দাবি জানানো হয়। এর পরেই দেরিতে হলেও ছাড়পত্র এসেছে বলে জানা গিয়েছে।

চিকিৎসকদের বক্তব্য, রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ক্যাথ ল্যাব থাকা জরুরি। দীর্ঘদিন দাবি উঠলেও তা না থাকায় হৃদযন্ত্রের সমস্যায় অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি ও অ্যাঞ্জিওগ্রাফির জন্য গরিব রোগীদের বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। ক্যাথ ল্যাব চালু হলে পেসমেকার ও স্টেন্ট বসানোও সহজ হবে।

মেডিকেল সূত্রের দাবি, পিএমএসএসওয়াই প্রকল্পে কেন্দ্র একটি ক্যাথ ল্যাব দিচ্ছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরও পৃথক একটি ক্যাথ ল্যাব বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেটি বসানোর জন্য জায়গা দেখা হচ্ছে।

চেনা ছন্দে ফিরছে জিলা স্কুল

বিতর্কের ঝড় পেরিয়ে আবারও খবরের শিরোনামে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল, তবে এবার ইতিবাচক আবহে। আতঙ্ক কাটিয়ে ক্লাসে ফিরছে ছাত্ররা। সহপাঠীদের ফেরার আনন্দ ছড়িয়েছে টিফিনের আড্ডাতেও। শিক্ষকদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ ফিরছে ক্যাম্পাসে।

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : দুর্যোগের মেঘটা যেন ক্রমশই কেটে যাচ্ছে। জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল নিজের সেই চেনা ছন্দেই ফিরছে। স্কুলের পরিবেশ আগের জায়গায় ফিরতে দেখে শিক্ষকরা খুশি। মঙ্গলবার টিফিনের সময় পড়ুয়াদের মধ্যে সেই আগের মতোই উদ্দীপনা দেখা গেল। তারা আগ্রহ নিয়ে মিড-ডে মিল খেল। শিক্ষকদের একাংশ জানায়, পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার কয়েকদিনে বেশ কিছুটা বেড়েছে।

অথচ সপ্তাহখানেক ধরে এই স্কুল কম প্রতিকূল পরিস্থিতির সাক্ষী থাকেনি। পড়ুয়াদের হাতে প্রধান শিক্ষক নিগৃহীত হওয়ার পর ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। ঘটনার দিন পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ও র‍্যাফ এখানে এসেছিল। পরের দিন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে আসেন। শিক্ষামন্ত্রীও স্কুলে আসেন। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত চার পড়ুয়াকে পরে আটক করা হয়। ঘটনার পর কয়েকদিন পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, একটি ঘরে দুটি সেকশনের ছাত্রদের একসঙ্গে বসাতে হয়েছিল।

সবার মধ্যে এই ক'টাদিন সবসময়ই একটা চাপা আতঙ্ক কাজ করেছে। অনেকেই স্কুল কামাই করেছে। অভিভাবকরাও সন্তানদের এই ক'টাদিন স্কুলে পাঠাতে চাননি।

এখন পড়ুয়াদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্কুলে আসতে দেখার বিষয়টিকে শিক্ষকরা আশাব্যঞ্জক বলেই মনে করছেন। সেদিনের ঘটনার রেশ যাতে শিশুমনে থেকে না যায়, সেজন্য ক্লাস, খেলাধুলোর মধ্যে দিয়ে পড়ুয়াদের স্বাভাবিক রাখতে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন।

স্কুলের এক শিক্ষক বললেন, 'ওদের মনের ওপর দিয়ে যে কী পরিমাণে ঝড় বয়ে গিয়েছে তা এখন পড়ুয়াদের দেখে বোঝা যাবে না। ওরা আবার আগের মতোই হাসিখুশিভাবে স্কুল করুক বলে আমরা চেয়েছিলাম। সেটা সম্ভব হওয়ায় খুবই ভালো লাগছে।'

আরেক শিক্ষক বললেন, 'স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতির সংখ্যা বাড়ছে। ওদের ঠিকমতো ক্লাস

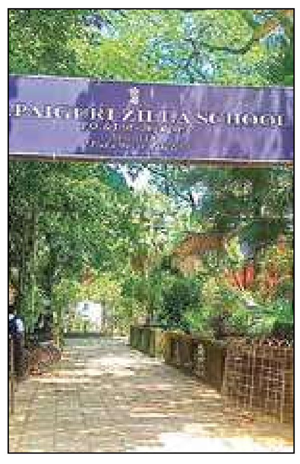

করতে দেখে ভালো লাগছে।' টিফিনের সময় স্কুলের পাশের দোকানে খাবার কিনতে আসা দশম শ্রেণির কয়েকজন পড়ুয়া জানাল, তারা এখন রোজই ক্লাসে আসছে। তবে দশম শ্রেণির যে চার পড়ুয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাদের জন্য ওদের যে খারাপ লাগছে তা ওই পড়ুয়ারা জানিয়ে দিতে ভোলেনি।

সূত্রে খবর, টিসি দেওয়া ওই চার ছাত্র যাতে স্বাভাবিকভাবে পড়াশোনা চালাতে পারে সেজন্য তাদের অন্য স্কুলে ভর্তি করানোর কথা চলছে।

এদিকে, স্কুলের ছন্দে ফেরার এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মহল স্বাগত জানিয়েছে। অরবিন্দ মাধ্যমিক (উচ্চতর) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ক্ষৌণীশ গুহ বললেন, 'একজন শিক্ষক হিসেবে আমরা সব সময় চাই স্কুলে শিক্ষার সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকুক। পড়ুয়ারা স্কুলে উপযুক্ত পরিবেশে পড়াশোনা করুক। জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধির বিষয়টিকে স্বাগত জানাই।'

জমায়েতে 'না'

রাত ৮টার পর ক্যাম্পাস চত্বরে দলবদ্ধ আড্ডা বা জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ছুটির দিন সন্ধে ৭ টা থেকে সকাল ৭ টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ঢুকতে গেলে দেখাতে হবে বৈধ পরিচয়পত্র।

জট কাটল

হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে অবশেষে জট কাটল ১০৮ বছরের প্রাচীন বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির। নিম্ন আদালতের রায় বহাল রেখে মঙ্গলবার পুজো কমিটি গঠন প্রক্রিয়াকে মান্যতা দিয়েছে বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চ।

চাকরিহারা

অর্জুন সিংয়ের উদ্যোগে খোলার দু'মাসের মধ্যেই সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলল টিটাগড়ের লুমটেক্স জুট মিলে। মঙ্গলবার সকালে নোটিশ নজরে আসতেই, অনিশ্চয়তার মুখে প্রায় হাজারের বেশি শ্রমিকের ভবিষ্যৎ।

রহস্যমৃত্যু

গৃহশিক্ষিকার কাছে পড়তে গিয়ে ঘরে ফেরা হল না। খড়ি নদীতে মিলল ৯ বছরের নাবালিকার দেহ। তাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ পরিবারের। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক নাবালক ও তার বাবাকে আটক করেছে নাদানঘাট থানার পুলিশ।

সংখ্যালঘুদের শেষ পরীক্ষা

নন্দীগ্রাম, রেজিনগরের উপনির্বাচনে চরম বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রেজিনগর ও নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনের আগে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে ফের পরীক্ষা দিতে হবে। নন্দীগ্রামে দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন পেশে হলদিয়ার সভা থেকে দুই বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যালঘু মুসলিমদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'সরকারে সঙ্গে থাকার সুযোগ এসেছে সংখ্যালঘুদের কাছে। ৬ অক্টোবরের পরীক্ষায় পাশ করবেন, না ফেল তা আপনাদেরই ঠিক করতে হবে।'

২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে কমিশনের এসআইআরে নাগরিকত্বের প্রমাণে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিমদের। পরিবর্তনের সরকারে রাজ্যের ক্ষমতায় এখন বিজেপি। সেই আবহেই হতে চলেছে এই দুই বিধানসভার উপনির্বাচন। স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই দুই কেন্দ্রের মানুষের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর এই 'আবেদন' কার্যত ফতোয়া বলেই মনে করছে সংখ্যালঘু মুসলিমরা।

মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র, নিজের জেলা, সরকারে থাকার সুবাদে নন্দীগ্রামের ফলাফল প্রায় সবারই জানা। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯৫৬ ভোটে এবং ২০২৬-এর বিধানসভায় তৃণমূলকে প্রায় ১০ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন শুভেন্দু। এবার সেই আসনে প্রার্থী তাঁরই মনোনীত এবং আশীর্বাদধন্য। প্রার্থীর মনোনয়ন পেশে উপস্থিত থেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু নন্দীগ্রামে শুধু জয়ে সন্তুষ্ট নন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচন ঘোষণার আগেই নন্দীগ্রামে প্রশাসনিক বৈঠক করতে গিয়ে সেখানকার মানুষকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ফলতার থেকেও বেশি ভোটে নন্দীগ্রাম থেকে জিততে হবে। ফলতায় ১ লক্ষ ১০ হাজার ভোটে জিতেছিল বিজেপি। সংখ্যালঘু ভোটারের নিরিখে ফলতা ও নন্দীগ্রামের মধ্যে মিল আছে। দুই কেন্দ্রেই সংখ্যালঘু ভোট নির্ণায়ক শক্তি। ফলতায় লক্ষাধিক ভোটে বিজেপি জিতলেও ওই নির্বাচনে কার্যত তৃণমূলের কোনও প্রার্থীই ছিল না। নন্দীগ্রামে অতীতে শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলে থাকাকালীন সর্বাধিক ৮৮ হাজারেরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন। সেই ভোটে সংখ্যালঘু ভোট যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ফলে আসন্ন উপনির্বাচন স্বচ্ছ এবং অবাধ হলে সংখ্যালঘু ভোট ছাড়া বিজেপির পক্ষে লক্ষাধিক ভোটে নন্দীগ্রাম থেকে জয়ী হওয়া সহজ নয়। সেই কারণেই এদিনের সভা থেকে সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে 'আবেদন' বলা হলেও আসলে যে তা 'হুঁশিয়ারি' এমনটাই মনে করছে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের সংখ্যালঘু মানুষ। নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগরে দুই কেন্দ্রের লড়াইতেই সামিল আইএসএফ। ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকি মুখ্যমন্ত্রীর এই সংখ্যালঘু বার্তার সমালোচনা করে বলেন, 'এটা কোনও আবেদন নয়। আসলে মুখ্যমন্ত্রী মুসলিমদের ভোট দিতে বাধ্য করতে হুমকি দিচ্ছেন। এটা ভয়ের রাজনীতি।'

সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যদি নিজে মনোনয়ন পেশের সভা থেকে এধরনের হুমকি, ধমকি দিয়ে ভোটারদের ওপর চাপ দেন, তাহলে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন কী সম্ভব?' কালীঘাট তৃণমূলের কুণাল ঘোষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে উপেক্ষা করে সরকারের সঙ্গে থাকার শর্তে ভোট চাইছেন?'

> **সরকারের সঙ্গে থাকার সুযোগ এসেছে সংখ্যালঘুদের কাছে। ৬ অক্টোবরের পরীক্ষায় পাশ করবেন, না ফেল করবেন তা আপনাদেরই ঠিক করতে হবে।**
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

চন্দ্রনাথ খুনে শুভেন্দুর মুখে ভাইপো গ্যাং

নন্দীগ্রাম ও কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রাম, রেজিনগর উপনির্বাচনের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, অভিষেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও খুন বা হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থাকার কোনও অভিযোগ এতদিন ছিল না। মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের মনোনয়ন পেশ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তুলে দাবি করেন, চন্দ্রনাথকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ২ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। প্রয়াত চন্দ্রনাথের মাকে পাশে বসিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'ওঁকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ২ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে এবং এই সুপারি মানি সরবরাহ করেছে ভাইপো গ্যাং। যে দুষ্কৃতীরা আততায়ীদের হাতে টাকা পৌঁছে দিয়েছিল, তারা ডায়মন্ড হারবারের লোক। আমি তাদের কল রেকর্ড শুনেছি।'

> **চন্দ্রনাথকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ২ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে এবং এই সুপারি মানি সরবরাহ করেছে ভাইপো গ্যাং।**
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ঠিক দু'দিনের মাথায় মধ্যমগ্রামে দুষ্কৃতীদের পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জের গুলিতে নিহত হন মুখ্যমন্ত্রীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। বর্তমানে মামলার তদন্তভার রয়েছে সিবিআইয়ের হাতে। তবু খুনের কিনারা হয়নি। বিষয়টি তদন্তাধীন বলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৭ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। চার্জশিট দিয়েছে সিবিআই। এর বেশি কিছু বলব না। আমার বিশ্বাস তাদের ফাঁসি হবে।'

প্রশ্ন উঠছে, ঘটনার ৪ মাসেরও বেশি সময় পরে দুই উপনির্বাচনের মুখে আচমকাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুনের মতো ফৌজদারি অপরাধে জড়ালেন কেন মুখ্যমন্ত্রী? তবে চন্দ্রনাথের মা'র বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীর ওপর আমার আস্থা আছে। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে চেষ্টা করব নন্দীগ্রামকে খুশি করতে।'

বিদায়...

গণেশ বিসর্জনের একটি মুহূর্ত। মঙ্গলবার কলকাতার জাজেস ঘাটে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

ইলিশ পেতে ঢাকার কাছে দরবার রাজ্যের

পুজোর মুখে উদ্যোগ

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : বাঙালির দুর্গাপুজো আর পাতে ইলিশ— এ যেন এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আর সেই সাধ মেটাতে প্রতি বছরই পুজোর মুখে ভারতের নজর থাকে প্রতিবেশী বাংলাদেশের দিকে। ২০১২ সালের জুলাই মাস থেকে অতিরিক্ত মাছ ধরা রুখতে ইলিশ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ঢাকা। কিন্তু তারপর থেকেই দুর্গাপুজোর সময় পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ত্রিপুরার মতো রাজ্যে ইলিশের বিপুল চাহিদার কথা মাথায় রেখে সেই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে আসছেন পশ্চিমবঙ্গের আমদানিকারীরা। এ বছর দুর্গাপুজো শুরু হচ্ছে ১৭ অক্টোবর। তাই আমদানিকারীদের দাবি, বাংলাদেশ সরকার যেন এবারে অনেক আগে থেকেই ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেয়।

তাঁদের অভিযোগ, দেরি করে অনুমতি দেওয়া এবং রপ্তানির জন্য অত্যন্ত কম সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কারণে অনুমোদিত পরিমাণ ইলিশের পুরোটা ভারতের বাজারে পৌঁছতেই পারে না। ১৯৯৬ সাল থেকে পেট্রাপোল-বেনাপোল এবং আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে ইলিশ আমদানি করছেন রাজ্যের ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বারবার এই নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি তুলে নেওয়ার আবেদন জানালেও তা ধোপে টেকেনি। তাই এ বছর তাঁদের দাবি, সেপ্টেম্বরের শেষের দিকের বদলে

অনেক আগে থেকেই যেন রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয় এবং এর কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা যেন না থাকে।

কলকাতার ফিশ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ বলেন, 'সাধারণত মাত্র ১৫-২০ দিনের জন্য রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়। এত কম সময়ে বিপুল পরিমাণ মাছ পাঠানো প্রায় অসম্ভব। ফলে বাংলাদেশ সরকার যতখানি রপ্তানির অনুমতি দেয়, বাস্তবে তার চেয়ে অনেক কম মাছ আমদানি করা সম্ভব হয়।' তিনি আরও জানান, গত মাসে তাঁরা বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি, শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত মৎস্য রপ্তানিকারকদেরই যেন এই অনুমতি দেওয়া হয়, সেই আর্জিও জানিয়েছেন তাঁরা।

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে দুর্গাপুজোর সময় বিশেষ অনুমতি দিয়ে সীমিত পরিমাণ ইলিশ রপ্তানি করে আসছে বাংলাদেশ। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর বাংলাদেশ যেখানে ১,২০০ টন ইলিশ রপ্তানির ছাড়পত্র দিয়েছিল, সেখানে ভারতে এসেছিল মাত্র ১৫০ টন। মজার বিষয় হল, ভারত থেকে গুজরাটের প্রায় ৫০০ টন ইলিশ বাংলাদেশে রপ্তানি হয়। কিন্তু স্বাদ ও আবেগের কারণে ভারতে পদ্মার ইলিশের কদরই সবচেয়ে বেশি। শোনা যায়, গুজরাটের সেই ইলিশ প্রক্রিয়াজাত করে পশ্চিমা দেশগুলোতে রপ্তানি করে বাংলাদেশ। তবে আপাতত বাঙালির নজর আটকে আছে সেই বাংলাদেশের বিশেষ রপ্তানি অনুমতির দিকেই।

শিক্ষক বদলির এসওপিও-তে স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপির ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারির নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এই এসওপির পদ্ধতি নিয়েও মঙ্গলবার একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি। তিনি মন্তব্য করেন, 'কাদের, কী মানদণ্ডে, সুনির্দিষ্ট কোন কারণে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে বদলি করা হবে তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা থাকা দরকার। আপনারা যেমন খুশি বদলি করতে পারেন না। কোন স্কুলে কারা উদ্বৃত্ত কীভাবে চিহ্নিত করছেন?' বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্যের থেকে হলফনামাও তলব করেছেন বিচারপতি সিনহা।

বিচারপতি উষ্মাপ্রকাশ করে বলেন, 'কোনও সরকারি নথিতে স্বাক্ষর ও তারিখ না থাকা সত্ত্বেও জেলাস্তরে কীভাবে বদলি কার্যকর করা হচ্ছিল?'

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের সামনে কাশফুলের মেলা। মঙ্গলবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

বাংলাজুড়ে সংঘের যুব সম্মেলন

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : 'হিন্দু মোরা ভাই, হিন্দু মোরা, দেশ মোদের এই হিন্দুস্তান।' উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের শুলকুনি ফ্লাড সেন্টারে তখন উপচে পড়া ভিড়। আর সংঘের পোশাকে এক ব্যক্তি মঞ্চ থেকে এক হাজারের বেশি তরুণকে শেখাচ্ছেন সমস্বরে গান গাওয়ার পাঠ। প্রথমবার এমন অনুষ্ঠানে এসে অনেকেই হয়তো গানের কলি মেলাতে হোঁচট খাচ্ছেন, কিন্তু উদ্দীপনার কোনও খামতি নেই।

আরএসএস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে সারা বাংলা জুড়ে এখন এমনই 'যুব সম্মেলন'-এর আয়োজন করা হচ্ছে। টার্গেট একটাই— তরুণ প্রজন্ম বা 'জেন-জেড'। হাসনাবাদের এই প্রত্যন্ত এলাকায় অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া অন্তত হাজারখানেক তরুণের বয়স ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে এবং এঁরা প্রত্যেকেই এই প্রথমবার সংঘের কোনও কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন।

কেন হঠাৎ এই তরুণদের দিকে নজর সংঘের? সম্প্রতি দিল্লিতে 'ককরোচ জনতা পার্টি' বা সিজেপি-র মতো কিছু সংগঠনের আন্দোলনকে কাঠগড়ায় তুলে সংঘের এক শীর্ষ নেতার দাবি, কিছু দেশবিরোধী শক্তি তরুণ সমাজকে ভুল বুঝিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। তাই এই তরুণদের মনে জাতীয়তাবাদ এবং শৃঙ্খলার বীজ বপন করতেই এই যুব সম্মেলনের আয়োজন। আরএসএস-এর

আরএসএসের নজরে জেন-জেড

দক্ষিণবঙ্গের এক সদস্য বিপ্লব রায়ের কথায়, 'তরুণরা যাতে ককরোচ বা আরশোলা না হয়ে দেশসেবার কাজে ব্রতী হয়, তার জন্যই তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা হচ্ছে।'

অনুষ্ঠানে হিন্দুত্বের ইতিহাস, অতীশ দীপঙ্করের মতো দিকপালদের অবদান এবং সংঘের প্রতিষ্ঠাতা হেডগেওয়ারের আদর্শ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। শেখানো হয় কীভাবে সারিবদ্ধভাবে বসে মন দিয়ে বক্তাদের কথা শুনতে হয়। থিওরি ক্লাসের পর মাঠে নেমে চলে শারীরিক কসরত বা 'শারীরিক শিক্ষণ', শেখানো হয় গৈরিক পতাকাকে স্যালুট করার কায়দাও।

আজই শেষ হওয়া এই কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রাটাও বেশ বড়সড়ো। রাজ্যের ৩৪১টি ব্লক এবং ১২৮টি পুরসভার প্রতিটি থেকেই যদি হাজারখানেক তরুণকে সংঘের আদর্শে দীক্ষিত করা যায়, তবে সেই সংখ্যাটা অনায়াসেই ৩ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। অন্তত আড়াই লক্ষ তরুণের কাছে পৌঁছোনোর ব্যাপারে আশাবাদী সংঘের নেতারা। আগামী ১০ অক্টোবর, মহালয়ার দিন থেকে এই নতুন সদস্যদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে শাখা শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য হল, হাসনাবাদের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাতেও বেশ কিছু মুসলিম তরুণ সংঘের এই কর্মকাণ্ডে শামিল হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে দাবি করেছেন আয়োজকরা।

সুমিতকে নিয়ে তল্লাশি

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : শালবনীর জমি দুর্নীতি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার কালীঘাটের বাড়িতে তল্লাশি চালাল সিআইডি। দুপুর ১টা ১৫ নাগাদ ৩০ বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বাড়ি সংলগ্ন ফ্ল্যাটে অভিযান চালায় একটি তদন্তকারী দল। তবে এই তল্লাশি অভিযান নিয়ে মুখ খোলেননি সুমিত। সূত্রের খবর, ওই ফ্ল্যাটের একটি তলায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন তিনি।

মমতার বাড়িতে আবদুল

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে গেলেন বাঁকুড়ার সিজেপি কর্মী আবদুল হাফিজ। মঙ্গলবার বিকেলে দু'পক্ষের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা হয় বলে কালীঘাট সূত্রের খবর। তবে মমতার সঙ্গে কী কথা হয়েছে, তা নিয়ে বাইরে মুখ খুলতে চাননি আবদুল। কালীঘাট-তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন বলেন, 'সারা জীবন আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন তাঁকে প্রায়শই দুর্ভাগ্যজনকভাবে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। কিন্তু মানুষের পাশে দাঁড়ানো তো আটকানো যায়না। দিদি ওঁদের দেখা করতে বলেছিলেন। তাই আজ ও সময় করে এসেছিল দেখা করতে। এরসঙ্গে রাজনীতির যোগ নেই।'

সূচি বদল

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : ফের পিছোল উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের দিনক্ষণ। ২২ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত সমস্ত ভোকেশনাল বিষয়ের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বদলে ওই পরীক্ষাটি ১৩ অক্টোবর দুপুর ২টো থেকে ৩টে পর্যন্ত হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। নতুন সূচি অনুযায়ী, ১৩ অক্টোবর দ্বিতীয়ার্ধে হেলথকেয়ার, অটোমোবাইল, রিটেলিং, সিকিউরিটি, ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস সহ সমস্ত ভোকেশনাল বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে। সংসদ সূত্রে খবর, এখনই নতুন অ্যাডমিট কার্ড হাতে না পেলে পুরোনো কার্ডে পরীক্ষা দিতে পারবেন পড়ুয়ারা।

রক্ষাকবচ

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : তোলাবাজি ও হুমকি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। মঙ্গলবার বিচারপতি কৌশিক চন্দ নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ৬ মাস সাংসদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। তবে সিআইডি-র তলবে তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে তাঁকে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর ভবানীভবনে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা যেতে পারে।

বিশ্বকর্মাপুজোর আগে ঘুড়ি তৈরির ব্যস্ততা। মধ্য কলকাতার একটি কারখানায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

নাবালিকার মৃত্যুতে শাস্তি খারিজ

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : 'লাস্ট সিন থিওরি'র ওপর ভিত্তি করে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ প্রমাণিত হয় না, এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। ১৪ বছর আগে তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলার শামুকতলা থানা এলাকায় নাবালিকা গণধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্তদের মুক্তির নির্দেশ দিল বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অনুজ সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ। উচ্চ আদালতের মত, এই ঘটনায় অভিযুক্তদের শুধুমাত্র নির্যাতিতার সঙ্গে শেষবার দেখা গিয়েছিল বলেই তাঁরা দোষী প্রমাণিত হন না। নিম্ন আদালতের দেওয়া শাস্তির নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট। রায়ের কপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্যাতিতা ও অভিযুক্তদের একইসঙ্গে গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার ফলে সন্দেহ তৈরি হতে পারে, কিন্তু আইনি প্রমাণ তৈরি হয় না।

২০১২ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর রায়ডাক চা বাগানের মুন্সিলাইন এলাকার বাসিন্দা ১৮ বছরের তরুণী শৌচকর্মের জন্য বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। দু'দিন পর অর্থাৎ ২ অক্টোবর স্থানীয় বাসিন্দা মানগা কেকেট্টার সুপারি বাগানের ঝোপ থেকে উদ্ধার হয় তরুণীর ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, শারীরিক নির্যাতন ও বলপূর্বক ধর্ষণের ফলে মৃত্যু হয়েছে তার। ঘটনার ৯ দিন পর ১১ অক্টোবর পুলিশে এফআইআর রুজু করা হয়। পরবর্তীতে যোগসাজশের সন্দেহে ২০১২ সালে ডিসেম্বর মাসে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দুই অভিযুক্তকে। ২০১৭ সালে আলিপুরদুয়ারের নিম্ন আদালত অভিযুক্তদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(২)(জি) ও ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিযুক্তরা। দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের পর মঙ্গলবার এই মামলায় রায় ঘোষণা করেছে ডিভিশন বেঞ্চ।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'সম্পূর্ণ মামলাটি পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল হলেও

'লাস্ট সিন থিওরি'তে আপত্তি

পুলিশি তদন্তে চরম অবহেলা রয়েছে। সাক্ষীদের স্ববিরোধী বক্তব্য স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।' আদালতের মত, নির্যাতিতাকে ৩০ সেপ্টেম্বর শেষবার অভিযুক্তদের সঙ্গে দেখা গেলেও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, মৃত্যুর সময় ২ অক্টোবর অর্থাৎ দু'দিনের ব্যবধান রয়েছে। ফলে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া শেষবার একসঙ্গে দেখার ওপর ভিত্তি করে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। সবচেয়ে বড় গাফিলতি হিসেবে উঠে এসেছে, নির্যাতিতার দেহ থেকে সংগ্রহ করা নমুনা এবং অভিযুক্তদের জামাকাপড় ফরেন্সিক ল্যাবেই পাঠানো হয়নি। এমনকি অভিযুক্তরা অভিযোগ স্বীকার করলেও কেন তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ডিভিশন বেঞ্চ।

আজ নবান্নে নিখোঁজদের পরিবার

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : নেপালে ভয়াবহ হড়পায় নিখোঁজ পশ্চিমবঙ্গের ৩৭ জন পর্যটক। এই পরিস্থিতিতে নবান্নের তরফে নিখোঁজদের পরিজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করবেন তাঁরা। নিখোঁজদের পরিজনেদের আশা, চিনা ভূখণ্ডে নিরাপদ শিবিরে থাকতে পারেন নিখোঁজরা। তাঁদের ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক যাতে চিনের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাবেন তাঁরা।

নিখোঁজদের মধ্যে রয়েছেন প্রয়াত মুকুল রায়ের পুত্রবধূ শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়। মুকুলপুত্র শুভ্রাংশু রায়ের দাবি, হড়পা আছড়ে পড়ার আগে ৫০০ পর্যটককে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চিনের উদ্ধার কেন্দ্রে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন পুনে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, পুনে - এর একজন বাসিন্দা কবিতা ভূষণ ফেগাড়ে - কে

01.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 60J 14342 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার পেছনে একটি আকর্ষণীয় গল্প রয়েছে, যা আমাকে এক কোটি টাকার পুরস্কার এনে দিয়েছে, তাই আমি সহনাগরিকদের অনুরোধ করতে চাই যে তাঁরা ডিয়ার লটারির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করুন যার জন্য খরচ হবে মাত্র কটি দশ টাকা। ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১২০ সংখ্যা, বুধবার, ২৯ ভাদ্র ১৪৩৩

শেষ পরীক্ষা

খোদ মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেন, এটা আপনাদের শেষ পরীক্ষা তখন ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বৈকি। ভোট গণতন্ত্রের অন্যতম অংশ। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান অস্ত্রও বটে। যাতে নিজের পছন্দের দল বা মানুষকে বেছে নেওয়ার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত। এর নাম ভোটাধিকার। ভোটারের কাছে কোনও দল বা নেতা ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। কেন সেই দল বা প্রার্থীকে ভোট দেওয়া প্রয়োজন, তা ব্যাখ্যা করতে পারেন।

কিন্তু ভোট না দিলে তাঁর এলাকায় উন্নয়ন বন্ধ হয়ে যাবে, জলের জোগান আটকে দেওয়া হবে কিংবা উচ্ছেদ করে দেওয়া হতে পারে ইত্যাদি বলাটা গণতন্ত্র বিরোধী। সংবিধান বিরোধীও বটে। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে বিধানসভার উপনির্বাচনের আগে শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য ঘিরে তাই প্রশ্ন উঠেছে, তিনি কি কার্যত হুমকি দিচ্ছেন? তাঁর মন্তব্যটি ছিল সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর কেন্দ্র দুটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত।

নন্দীগ্রামে হিন্দু ভোটাররা নির্ণায়ক শক্তি হলেও নির্বাচনি ফলাফলের ব্যবধান নির্ধারিত হয় মুসলিমদের ভোটে। রেজিনগরের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের হাতেই ভোটের ফলাফলের চাবিকাঠি। পূর্ব মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলার এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রে তাই সংখ্যালঘু ভোটে সব দলের নজর থাকে। আগামী ৬ অক্টোবর ওই দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। কেন্দ্র দুটি দখল করে বিধানসভায় শাসকদলের আসন সংখ্যা আরও বাড়ানো যে বড় লক্ষ্য, তা ইতিমধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

বিজেপির প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ উপলক্ষ্যে নন্দীগ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা কিন্তু কার্যত হুমকির সমান। তিনি সরাসরি নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের সংখ্যালঘু ভোটারদের উদ্দেশে বলেছেন, এই নির্বাচন তাঁদের কাছে শেষ সুযোগ। সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর পাশে থাকতে চান কি না, হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চান কি না, কাজ নিতে চান কি না- তার জন্য সংখ্যালঘুদের পরীক্ষা নাকি ৬ অক্টোবর। পরীক্ষায় পাশ, ফেল সংখ্যালঘুদের হাতে বলে তাঁর মুখের ভাষা অত্যন্ত ইঙ্গিতবাহী।

শুভেন্দু প্রকাশ্য সভায় বলেছেন, বাকি বিজেপি তো জিতবেই। তাঁর ভাষায়, 'নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি কল্পনাতীত মার্জিনে জিতবে। ভোট করতে আমরা জানি, ভোট করাতেও আমরা জানি। সংখ্যালঘুরা ঠিক করুন, কার সঙ্গে থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকার জন্য এটাই শেষ সুযোগ সংখ্যালঘুদের কাছে।' এই বার্তার মর্মার্থ বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

নিজের দলের হয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রচার করতেই পারেন। তাঁর দলের হিন্দু প্রীতি কারও অজানা নয়। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, সংবিধান অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ দেশে অহিন্দুদের মর্যাদা হিন্দুর সঙ্গে বসবাসের, ভোটাধিকার প্রয়োগের সমান অধিকার আছে। অন্তত থাকার কথা। হিন্দুত্বের নীতির কারণে সাধারণভাবে বিজেপিকে মুসলিমরা এড়িয়ে চলেন বলে চালু ধারণা আছে। সেই ধারণা অনেকটা সত্যও। গণতন্ত্রে পছন্দের দলকে বেছে নেওয়ার অধিকার সবার আছে। মুসলিমদেরও আছে।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মুখে 'শেষ সুযোগ' শব্দটির অভিঘাত মারাত্মক। আস্ফালন, হুমকি ইত্যাদি নানা শব্দ দিয়ে শেষ সুযোগ কথাটার ব্যাখ্যা করা যায়। সেই ব্যাখ্যা বুকে কাঁপন ধরাতে পারে। সংখ্যালঘুদের তো বটেই, সংবেদনশীল গণতন্ত্রকামী ও ধর্মনিরপেক্ষ যে কোনও মানুষের কাছে ওই দুটি শব্দ ভয়াবহ পরিণামের ইঙ্গিত বহন করে। সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে যা উচ্চারণ কিছু মানুষকে তো ত্রস্ত করবেই।

সম্প্রতি বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত বলেছেন, কোনও হিন্দু যদি একজন মুসলিমকেও ভারত থেকে তাড়াতে চান তার অর্থ তিনি হিন্দুত্বের মানে বোঝেন না। তিনি ভারতে হিন্দু, মুসলিম সহাবস্থানের সওয়াল করেছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা ছেড়ে দিলেও শুভেন্দুর ওই মন্তব্য সংঘ পরিবারের বক্তব্যের বিরোধী। বিজেপির তাই স্পষ্ট করা প্রয়োজন, দলটি কোন পথে চলবে?

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

বাঠৌয়ের আলাদা কোড, নতুন স্বীকৃতি

জনগণনায় পৃথক কোডে দৃশ্যমান হবে প্রকৃতিকেন্দ্রিক বাঠৌ ধর্ম, গুরুত্ব বাড়বে মেচদের নিজস্ব পরিচয়েরও।

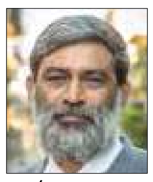

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

নানা আঙ্গিকে বাঠৌ -সংস্কৃতি। লেখকের ক্যামেরায়।

অসম ও বাংলার তরাই-ডুয়ার্স সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রাচীন জনজাতি, বোড়োভাষী মেচদের একাংশ তাঁদের সনাতনী প্রকৃতিকেন্দ্রিক ধর্ম, 'বাঠৌ'-এর পুনর্জাগরণ বা রেনেসাঁসে নেমেছেন। তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জনজাতি ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে এই ঘটনা আমাদের হিমালয় উপত্যকার প্রাগার্য অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এরই মধ্যে মেচদের একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছেন বিশিষ্ট বোড়ো ইতিহাসবিদ, ডুয়ার্সের খোয়ারডাঙ্গার ভূমিপুত্র হীরাচরণ নার্জিনারি। সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থটিও প্রকাশের পথে। গোয়ালপাড়িয়া মেচকন্যা, বোড়ো সাহিত্যিক, সহায়সুলি ব্রহ্মের এবারের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার বিজয়ও এ প্রসঙ্গে একটি প্রণিধানযোগ্য ঘটনা।

নৃতাত্ত্বিক বা বোড়োদের সম্পর্কে অবহিতরা জানেন যে মেচদের এই বাঠৌ ধর্মের কোনও মানবরূপী দেবতা নেই, এটা এমন একটি আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় চেতনা, যাতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করার প্রয়াস আছে এবং এই ধর্মের সারকথা হল প্রকৃতিকে পবিত্র মনে করা এবং প্রকৃতিকে বন্ধু মেনে নিজেদের লোকচর্যা নিয়ন্ত্রিত করা। বাঠৌ ধর্মে পঞ্চভূতকে অর্থাৎ মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশকে পুজো করা হয়। এ কারণেই সম্ভবত হিমালয় পাহাড়তলির দুই সহস্রাধিক বছরের আদি বাসিন্দা, প্রাগার্য মেচরা বাঠৌ দর্শনকে 'আদি পঞ্চতন্ত্র' বলেন। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংকট ও জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মূল শিকড় দৃঢ় করার এই সামাজিক পুনর্জাগরণকে উত্তর-আধুনিক চিন্তাবিদরা 'ইন্ডিজেনাস রেনেসাঁস' বলবেন কি না সেটা দেখতে হবে! বাঠৌ ধর্মকে আধুনিক বিশ্বে গ্রিন স্পিরিচুয়ালিটি, ইকো স্পিরিচুয়ালিটি বা পরিবেশবান্ধব আধ্যাত্মিকতা হিসেবেও দেখা হয়। প্রচুর অনুগামী থাকলেও খ্রিস্ট ধর্ম ও তথাকথিত হিন্দু ধর্মের আত্মপরিচিতির চাপে পড়ে ভারতের এই সনাতনী বাঠৌ ধর্মের তেমন প্রচার বা বাঠৌ অনুগামীদের আর্থসামাজিক তথ্যভাণ্ডার ছিল না। আর তথ্যভাণ্ডার না থাকায় বাঠৌ ধর্মানুগামীদের সামাজিক গতিশীলতা বা সমাজের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বা পরিবর্তনশীলতার কোনও বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণাও সমাজে অস্পষ্ট ছিল। বাঠৌ পুনর্জাগরণের এই আন্দোলন সেদিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস বলেই বোড়ো বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন।

এই উদ্যোগের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, ২০২৬-এর চলতি জনশুমারিতে আদার্স রিলিজিয়াস ফেইথ বা অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাস-এ বাঠৌ ধর্মের পৃথক অন্তর্ভুক্তির জন্য অত্যন্ত সক্রিয় হয়েছে অসমকেন্দ্রিক 'দুলারাই বাঠৌ মহাসভা'। এই দুলারাই মহাসভার কেন্দ্রীয় কার্যালয় অসমের গুয়াহাটির কাছে ভারালমুখে এবং এই সংগঠনটি বাঠৌ অনুগামী মেচদের সর্বভারতীয় সংগঠন। লেখকের জ্ঞানমতে গত শতাব্দীর ৭০-এর দশকের প্রথমার্ধে সংগঠনটির জন্ম।

এতদিন ভারতীয় জনগণনায় ছোটনাগপুরীয় আদিবাসীদের 'সারনা' বা 'সারি' ধর্ম, অরুণাচলের আদি, আপাতানি, নিশি প্রমুখ 'তানি' হিসেবে পরিচিত জনজাতি এবং মণিপুরের মেইতেই জনগোষ্ঠীর সনাতনী ধর্ম, 'সনামহিজ্ম'-এর অনুগামীদের পৃথক হিসেব পাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও বোড়োভাষী মেচদের বাঠৌ ধর্মের কোনও সরকারি হিসেব পাওয়া যেত না। পৃথক সাব-কোড থাকায় ওই তিনটি জনজাতীয় ধর্মের পৃথক হিসেব জানা যেত। কিন্তু বাঠৌ-এর ক্ষেত্রে এই ধর্মীয় সাব-কোড না থাকায় এই ধর্মের প্রচুর অনুগামী থাকা সত্ত্বেও তাঁদের আলাদা জনসংখ্যা পাওয়া যেত না। সেন্সাসে এবার থেকে বাঠৌ সাব-কোড অন্তর্ভুক্তির জন্য অসম-বাংলা, মেঘালয়, অরুণাচল ও অন্যান্য বোড়োভাষী ভূখণ্ডজুড়ে এক ঐতিহাসিক সামাজিক রেনেসাঁসের পথে নেমেছে মেচদের একাংশ। জানা যাচ্ছে, অসমের বোড়োল্যান্ড অটোনমাস কাউন্সিল এই উদ্যোগকে সহায়তা করছে এবং বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারও এই বাঠৌ পুনর্জাগরণ মিশনকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখছে। ২০১১-র তথ্য অনুযায়ী ভারতে বোড়োভাষী জনসংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষের মতো। পশ্চিমবঙ্গে এঁদের জনসংখ্যা সেন্সাসের হিসেবে ৪২,৭৩৯। এছাড়া নেপালে ৫০০০-এর মতো বোড়োভাষী আছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই জনসংখ্যা এখন অনেক বাড়বে, ধর্মীয় বিন্যাস বিস্তৃত হবে। বোড়োভাষী মেচদের মধ্যে ভালো সংখ্যক খ্রিস্টান, ব্রহ্মধর্মপন্থী, সৎসঙ্গ অনুগামী ও কিছু ভিন্নমতের অনুগামীও আছেন। সেসব মিলে মেচদের নিজস্ব সামাজিক বৈচিত্র্য বহুরৈখিক ও কিঞ্চিৎ বহুস্বরিকও বটে। ফলে বাঠৌ পুনর্জাগরণের কর্মীরা এই কাজটিকে একটি ধর্মযুদ্ধ বা আধুনিক ক্রুসেড হিসেবেই দেখছেন। এতে যেমন স্বাভিমানের উত্তেজনা আছে তেমনি অ্যাডভেঞ্চার ও চ্যালেঞ্জও দেখছেন বাঠৌ ভলান্টিয়াররা।

অনেকেই হয়তো জানেন, তবু এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় জনগণনায় ধর্ম হিসেবে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম ও শিখ-- এই ছ'টির জন্য নির্দিষ্ট কোড থাকে। বাকি সব জনজাতীয় বা আঞ্চলিক ধর্মাবলম্বীদের ওআরপি অর্থাৎ 'অন্যান্য' ঘরে একসঙ্গে দেখানো হয়। এটাই সেন্সাসের অনুসৃত নিয়ম। আরেকটি বিষয় হল, দুলারাই বাঠৌ মহাসভা এই মিশনের জন্য একটি অভূতপূর্ব আধুনিক সমীক্ষা পদ্ধতি নিয়েছে। তারা 'বোড়ো ডেমোগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম' বা বিডিআইএস নামে একটি ডিজিটাল পোর্টাল ও অ্যাপ চালু করে বোড়োভাষী এলাকায় তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করে বোড়োভাষী মেচদের জনসংখ্যাগত ও আর্থসামাজিক তথ্য সংগ্রহ করছে। ভারতের জনজাতিদের ক্ষেত্রে সামাজিক পুণর্জাগরণের জন্য এমন আধুনিক উদ্যোগ সাম্প্রতিককালে প্রথম, অভূতপূর্ব এবং নজিরবিহীন। এতে বাঠৌ ধর্মে বিশ্বাসী ও অনুগামীদের একটি ডিজিটাল ডেটাবেস বা তথ্যভাণ্ডার তৈরি হচ্ছে। দুলারাই বাঠৌ মহাসভা এই ডেটাবেস ভারত সরকারের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে পাঠিয়ে দাবি তুলবে, 'এত ব্যাপক বাঠৌ ধর্মের অনুগামীদের কথা বিবেচনা করে এবার সেন্সাসে এই সনাতনী প্রকৃতি ধর্মের পৃথক ধর্মীয় সাব-কোড অন্তর্ভুক্ত করা হোক।' তরাই থেকে ডুয়ার্সে এবং নিম্ন অসমের কিছু জায়গার মাঠপর্যায়ে ঘুরতে ঘুরতে এই কার্যক্রমের খোঁজ পাই। জানতে পারি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার মেচ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে বিডিআইএস-এর প্রায় শ-খানেক এনুমারেটর মোবাইল ফোনে জোরকদমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই পোর্টাল আপডেট করছেন।

বাঠৌ নিয়ে বা বাঠৌ ধর্মাশ্রিয়ী বিখ্যাত খেরাই নৃত্য নিয়ে বিস্তারিত বলার এখানে সুযোগ নেই। তাই সংক্ষেপে কিছু কথা বলা যাক। বাঠৌ ধর্ম বা বাঠৌ দর্শন বোড়োভাষী মেচ জনজাতিগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান সনাতনী ধর্মীয় বিশ্বাস। এখানে 'বা' শব্দের অর্থ হল 'পাঁচ' আর 'ঠৌ' শব্দের অর্থ দর্শন বা আধার। এই 'পাঁচ' হল আদি পঞ্চতন্ত্র বা পঞ্চভূত। এই ধর্মে প্রকৃতির পাঁচটি উপাদান অর্থাৎ মাটি (হা), জল (দৈ), বায়ু (বার), অগ্নি বা সূর্য (শান) ও আকাশ (অখ্রাং)-কে আরাধ্য হিসেবে মানা হয় (বন্ধনীর শব্দগুলো বোড়ো প্রতিশব্দ)। এই ধর্মের প্রতীক হল, সিজৌ বা মনসা গাছ। দেখতে ক্যাকটাসের মতো হলেও এটি ক্যাকটাস নয় আর বাংলায় ফণীমনসা বলা হলেও এটি ফণীমনসা নয়। সিজৌ বা মনসা গাছ আলাদা একটি চিরহরিৎ ও রসালো কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ। সাধারণত মেচ বাড়ির উঠোনের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি পবিত্র স্থানে সিজৌ গাছের বেদি বা 'সিজৌ থানশালি' থাকে। সিজৌ থানশালি শুধু বাঠৌ পুজোর একটি বেদি নয়, এটা বাঠৌপন্থী মেচদের কাছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি প্রতীকী রূপ। বাঠৌ দেবতাকে শিবরূপেও দেখা হয়। সিজৌ গাছটিকে বাঁশ বা বেতের ১৮টি উল্লম্ব খুঁটি ও ৫টি অনুভূমিক বাঁধন দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। এই পাঁচটি বাঁধন মূলত মহাবিশ্ব সৃষ্টির পাঁচটি মূল উপাদান বা পঞ্চভূতকে নির্দেশ করে। বাঁধনগুলো মনে করিয়ে দেয়, মানুষের জীবন প্রকৃতির পাঁচটি শক্তির সঙ্গে গভীরভাবে আবদ্ধ। সিজৌ গাছকে ঘিরে ১৮টি উল্লম্ব খুঁটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য হল এগুলো মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন, নৈতিক গুণাবলি এবং সৃষ্টির আদি শক্তির প্রতীক। বাঠৌ সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী পরমেশ্বর বাঠৌবোরাই মহাবিশ্ব পরিচালনার জন্য প্রথমে ১৮ জন দেবদেবী সৃষ্টি করেছিলেন। ১৮টি খুঁটি সেই ১৮ শক্তিরই প্রতীক। এভাবে পাঁচ উপাদানের বাঁধনে বাঁধা ১৮টি ঐশ্বরিক গুণের খুঁটিতে দাঁড়িয়ে থাকা এই 'সিজৌ থানশালি' বা বাঠৌ থানশালি মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সৎ জীবনচর্যার শিক্ষা দেয়। অসমের উদালগুড়ি জেলার খাইরাবাড়ির চিনাকোনা গ্রামে ১৪ বিঘা জমির ওপর নির্মিত 'হিড়িম্বা বাঠৌ থানশালি' নামের মন্দিরটিকে বিশ্বের বৃহত্তম বাঠৌ মন্দির হিসেবে ধরা হয়। মাঘ মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার 'গ্বথার বাঠৌ সান' হল বাঠৌ ধর্মমতে বড় পুজো ও উৎসব। সেদিন অসম রাজ্যজুড়ে সরকারি ছুটি থাকে।

(লেখক সামাজিক-নৃতত্ত্বের গবেষক)

বাঠৌ ধর্মের পৃথক জনগণনা কোড শুধু একটি ধর্মীয় পরিচয়ের স্বীকৃতি নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বোড়ো সমাজের ইতিহাস, সংস্কৃতি, আত্মপরিচয় এবং ভবিষ্যতের তথ্যভাণ্ডার। ২০২৭ সালের জনগণনায় বাঠৌয়ের পৃথক কোড থাকার ফলে নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় বাঠৌ হিসেবে জানানো মানুষের তথ্য আরও স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। উত্তরবঙ্গের তরাই ডুয়ার্সের মেচ সমাজের কাছে এর গুরুত্ব কম নয়। কারণ সরকারি পরিসংখ্যানে দৃশ্যমানতা বাড়লে জনজাতীয় পরিচয়, সামাজিক পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়ে ভবিষ্যৎ গবেষণার পরিসরও বিস্তৃত হতে পারে।

আজ

১৯১৬

শিল্পী এমএস সুব্বুলক্ষ্মীর জন্ম আজকের দিনে।

১৯১৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবি দীনেশ দাস।

আলোচিত

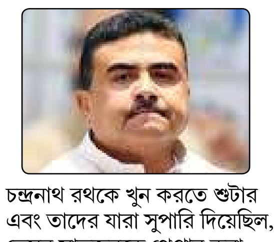

চন্দ্রনাথ রথকে খুন করতে শুটার এবং তাদের যারা সুপারি দিয়েছিল, তেমন সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমার যেটুকু জানা আছে, ওঁকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য দু'কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এই টাকা সরবরাহের কাজ ভাইপো গ্যাং করেছে। এর থেকে বেশি কিছু এখন বলতে পারব না। বাকিটা সিবিআই করছে। ইতিমধ্যে সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে। চার্জশিট দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, ওদের ফাঁসি হবে। আমি মনে করি চন্দ্র সবথেকে বড় অপরাধ ছিল যে তিনি বিরোধী দলনেতাকে সহযোগিতা করতেন।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলিতে এক বিরিয়ানি বিক্রেতা ব্যবসার প্রচারে একটি বিশালাকার ফ্লেক্স টাঙিয়েছিলেন। ব্যানারে দেখা যায়, ভগবান গণেশ হাসিমুখে বিরিয়ানি রাঁধছেন। ব্যানার দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। ব্যানারের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। গ্রেপ্তার মালিক।

ভাইরাল/২

মালিগাঁওয়ে গণেশমূর্তি নিয়ে বিপজ্জনক স্টান্ট দেখালেন একজন। তীব্র গতিতে ছোটা বাইকের দু'পাশে ঝুলছে দুধের ক্যান। বাইকের হ্যান্ডেল ছেড়ে গণেশের মূর্তিটিকে উঁচু করে ধরছেন, কখনও বাইকের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ছেন। বিপজ্জনক স্টান্ট-এ বিতর্ক।

জনমন
জনমত

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি বসানো হোক

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর অমর সৃষ্টি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অন্তর্গত 'বন্দে মাতরম' ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনে দেশপ্রেমের এক অনন্য প্রেরণা জুগিয়েছিল। তিনি শুধু বাংলার গর্ব ও বাঙালির অহংকারই নন, ভারতীয় সাহিত্য জগতেরও এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তা সত্ত্বেও নতুন প্রজন্মের অনেকের কাছেই এই মহান মনীষী আজও অপরিচিত। আরও দুঃখের বিষয়, শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নানা মনীষীর মর্মরমূর্তি স্থাপিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও পূর্ণাবয়ব মূর্তি চোখে পড়ে না।

বাংলার নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মনীষীর মূর্তি স্থাপনে শুধু তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনই হবে না, এর মাধ্যমে শিলিগুড়ির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরও সমৃদ্ধ হবে। একইসঙ্গে তাঁর সাহিত্যকীর্তি, দেশপ্রেম ও আদর্শকে আগামী প্রজন্মের কাছে স্মরণীয় করে রাখার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে— এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এমতাবস্থায় শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ মহাশয়ের কাছে অনুরোধ, শিলিগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্রে তথা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই মহান মনীষীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হোক।

যীশুতোষ সেন
ইসকন রোড, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।

মধুর প্রতিশোধ

২০২৪ সালের ২৪ জুলাই আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কা ডাম্বুলার মাঠে ভারতীয় দলকে ৮ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের জন্য মহিলা এশিয়া কাপ ট্রফি জিতে নিয়েছিল। ২০২৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে দুবাইয়ের মাঠে তারই মধুর প্রতিশোধ নিল হরমনপ্রীত কাউরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ২০০৪ সাল থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় এটা ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অষ্টমবার ট্রফি জয়।

সদ্য এশিয়া কাপ বিজয়ী (এবারের প্রতিযোগিতায় পুরোপুরি অপরাজিত থেকে) ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রতিটি সদস্যকে জানাচ্ছি অজস্র অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি ফাইনাল ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় ওপেনার শেফালি বর্মাকে, যাঁর ৩৯ বলে ৬৮ রানের ঝোড়ো ইনিংসটাই ভারতীয় দলের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিল। এভাবেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল আগামীদিনে আরও ভালো ক্রিকেটীয় নৈপুণ্য দেখিয়ে আরও অনেক ট্রফি জিতে নিক, ভারতের নাম উজ্জ্বল করুক— এই শুভকামনাই রইল।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

বাড়িয়ে দাও তোমার হাত, জ্বলুক আলো

যে আশ্রয় নিজের পাওয়া হয়নি, সেটুকু অন্যকে দেওয়াই হতে পারে জীবনের অন্যতম বড় অবদান।

চিরদীপা বিশ্বাস

প্রতীকী

'দিদি, আপকা কেটল থোড়াসা ইউজ কর সকতি হুঁ ক্যায়া? আসল মে পানি গরম করনা থা'। প্রত্যুত্তরে 'হাঁ, হাঁ শিওর' বলাতে, কেটল নিয়ে প্রস্থান করল অ-বাঙালিনী, সদ্য কলেজের দরজায় পা রাখা বছর সতেরোর মেয়েটি। বাড়ির বাইরে প্রথমবার... একা। স্কুলের নিরাপদ গণ্ডির ওপারটা এখনও অজানা। তার ওপর এমন এক বিদেশবিভুঁই-এ এসে পড়েছে, যেখানকার ভাষা তার বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে। মুখচোখে ঘনিয়ে আসা আঁধার খুব ভালো করেই ইঙ্গিত দেয় যে বাড়ির জন্য মন তার কাঁদছে। জানি না কেন এক ঝটকায় নিজের প্রথম দিনটার কথা মনে পড়ে গেল, যেদিন বড় হওয়ার নতুন খেলা শুরু হয়েছিল। ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হয়নি ঠিকই, কিন্তু পাঁজরের ওপাশের উথালপাতালটা ঠিক একইরকম ছিল, যা কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়। কী করে সবটা সামলাব, আদৌ পারব তো!... ভাবছি যখন, ঠিক তখনই কাঁপতে থাকা হাতটা খপ করে ধরে ফেলেছিল আমার বয়সিই অচেনা দুই সঙ্গী, যারা আমারই মতো নতুন নতুন বড় হওয়ার খেলার দোসর। তারপর ধীরে ধীরে কি জব্বর বড় হলাম তিনজনায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। যদিও এই বড়টা হয়তো আমরা কেউ কোনওদিনও হতে চাই না; বাবা, মা, চেনা শহর, চেনা গলি, রাস্তার কমফোর্ট জোন ভেঙে বেরিয়ে 'দেখব এবার জগৎটাকে' মন্ত্র জপতে থাকা বেশ কঠিন; তবে জীবনের বন্ধুরতা দূর করতে শুরুর এই এবড়োখেবড়ো পথে হাঁটাই দস্তুর।

'থ্যাংক ইউ দি'...ঘোর কেটে বাস্তবের মাটিতে অবতরণ। 'আরে ইটস ওকে'... 'আপকে রুমমে কুছ দের বৈঠ সকতি হুঁ ক্যায়া, একচুয়ালি...' কথা শেষ করতে না দিয়েই টেনে এনে খাটে বসালাম। তারপর এক-কথায় দু-কথায় জানলাম, বাড়ির ভীষণ চাপের মুখে পড়ে এই ভিন জগতে পাড়ি দিয়েছে সে। স্বপ্ন তার অন্য কথা বলে। খারাপ লাগল ভীষণ। 'পতা নেহি চার সাল ক্যায়সে ঝেলুঙ্গি... অ্যাডজাস্ট হো জায়েগা না?' কিছু কঠিন সত্যি কথা বলতে ইচ্ছে হল, কিন্তু বলতে পারলাম না। নতুন এক জীবনের প্রথম দিনেই এরকম রিয়েলিটি চেক নিষ্প্রয়োজন। তাই নিজের স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকেই ভূরিভূরি পজিটিভিটি পাচার করতে শুরু করলাম অগত্যা।

সদ্য স্কুল পেরোনো মেয়েটা এমনি ট্যালট্যালে ডাল, মোটা চালের ভাত, নিজের হাতে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, অ্যালার্ম দিয়ে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পাকেচক্রে জড়িয়ে আঁকুপাঁকু করছে যেন। বিশালাকার ক্যাম্পাসের কোথায় কোন ভবন, ডিপার্টমেন্ট সেইসব নিয়ে ভেবে ভেবে নাজেহাল। এতসবের ভিড়ে 'ওরে তোর স্বপ্ন যে আর বেঁচে নেই' বলাটা তো ধৃষ্টতা। তাই 'ডরনা মত, ঠিক হো জায়েগা ধীরে ধীরে' বলে চওড়া একটা হাসি উপহার দিলাম। ফেরতও পেলাম গালভরা ঔজ্জ্বল্য। মন খারাপ হয়তো পুরোপুরি উধাও হল না, তবে খানিকটা নিশ্চিন্তি হয়তো পেল। অচেনা অজানা দেশে এই এক চিলতে নিশ্চিন্তিটাই তো সবথেকে বড় আশ্রয়।

রাতবিরেতে মন খারাপ হলে জ্ঞানের বাণী না শুনিয়ে নির্দ্বিধায় কান্নাকাটির জায়গা দেয় যে কাঁধগুলো, সিনেমা চালিয়ে হাসায় যে মানুষগুলো তারাই তো জীবনের সম্পদ। এখানে বয়সে বড়র গুমোর দেখিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বেছে বেছে নিকষ কালো দিকগুলো তুলে এনে কী লাভ বাপু? ওসব তো এমনিতেই শিখে যাবে ক'দিন পর। বরং, পারলে সাতরঙা রামধনু রং ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বুড়োদের মতো 'আমি তো একাই বিশ্বজয় করেছি, পাশে কাউকে পাইনি' মার্কা ক্লিশে ডায়ালগ দেওয়াতে কোনও বীরত্ব নেই। নিজের যা পাওয়া হয়নি তার অভাব সত্যিই অনুভব করলে, নিজেকে সেইরকম মানুষে পরিণত করা প্রয়োজন, যে অন্যের অভাব পূরণ করবে। আজকের এই দুনিয়ায় আমরা সবাই খালি সাহায্যের একটা হাত খুঁজি, কিন্তু নিজেরা সেই হাতটা বাড়াই ক'জন? নিজে সেই বড় দাদা বা দিদি হয়ে উঠলে দেখা যাবে দুনিয়ার অনেক অসুখ ধীরে ধীরে সেরে যাচ্ছে, চারপাশটা সুস্থ হচ্ছে। সত্যিকারের বড় হয়ে ওঠা তো একমাত্র তখনই সম্ভব!

(লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের ছাত্রী, কোচবিহারের ভূমিকন্যা।)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৫১

পাশাপাশি : ২। কস্তুরীমৃগ-এর আরেক নাম ৫। সংগ্রহ, আয়োজন ৬। প্রকৃত অবস্থা ৮। বেতের ঝুড়ি ৯। পুরুষ মানুষ, শ্রেণি বা সারি ১১। দেবাদিদেব শিব ১৩। কুমন্ত্রণা, কুকর্মে সহযোগ ১৪। নাসিকাগর্জন।

উপর-নীচ : ১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ২। দুর্গ, দণ্ডবত ৩। পদ্মের ডাঁটা বা নাল ৪। লাল ফুল, কিংশুক ৬। হামাগুড়ি-এর আরেক নাম ৭। অপ্রচলিত ওজনের পরিমাণ ৮। ধর্মে অনুরাগী ৯। নাকে পরবার গয়না ১০। শান্তি, নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয় দমন ১১। নির্ঘন্ট, ফর্দ ১২। আঘাত সহ্য করতে পারে না ১৩। সড়, গোপন পরামর্শ বা যোগাযোগ।

সমাধান ■ ৪৫৫০

পাশাপাশি : ১। গুরবাঁক ৩। পোশাক ৫। খেমটাওয়ালা ৬। জম্পতি ৭। দারক ৯। জয়জয়কার ১২। দস্তক ১৩। নবাঙ্কুর।

উপর-নীচ : ১। গুলবাজ ২। কদম ৩। পোলাও ৪। কপিলা ৫। খেতি ৭। দার ৮। কর্ণিকার ৯। জরদ ১০। জমক ১১। কামান।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

এশিয়ায় নয়া জোট গড়ছে বন্ধু রাষ্ট্রগুলি

ট্রাম্পের খামখেয়ালিপনায় তিতিবিরক্ত

ওয়াশিংটন, ১৫ সেপ্টেম্বর : আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটা কথা খুব প্রচলিত— এখানে কেউ কারও চিরশত্রু বা চিরমিত্র নয়। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে যে দেশের সুরক্ষার ছাতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমেরিকা, সেই ছাতায় যদি হঠাৎ করে ফুটো দেখা দেয়, তবে কেমন লাগে? ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের জন্য হোয়াইট হাউসের মসনদে বসার পর থেকে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মার্কিন বন্ধু রাষ্ট্রগুলির ঠিক এমনটাই মনে হচ্ছে। ট্রাম্পের আচমকা সিদ্ধান্তে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া কাটছাঁট করার ঘটনাটা একটা বড়সড়ো সতর্কবার্তা ছিল। সিওল ভালোমতোই বুঝে গিয়েছে, ওয়াশিংটনের ওপর পুরোপুরি চোখ বুজে নির্ভর করে বসে থাকার দিন শেষ। আর ঠিক এই অনিশ্চয়তা থেকেই এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এক নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলি নিজেদের মধ্যে, এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গেও একজোট হয়ে বিকল্প সুরক্ষাবলয় বা 'প্ল্যান বি' তৈরি করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

অবশ্যই এর মানে এই নয় যে, তারা আমেরিকাকে পুরোপুরি ব্রাত্য করে দিচ্ছে। চিনের ক্রমবর্ধমান আস্ফালন, উত্তর কোরিয়ার পরমাণু অস্ত্রের দাপাদাপি কিংবা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো ভূ-রাজনৈতিক সংকটের কারণে সমমনোভাবাপন্ন দেশগুলির কাছাকাছি আসাটা একপ্রকার বাধ্যবাধকতার পর্যায়েই পড়ে। কিন্তু ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফার শাসনকাল এই জোটবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। কারণ, মার্কিন প্রশাসনের কখন কী মনে হয়, তা আগে থেকে আঁচ করা এখন কার্যত অসম্ভব। আজ যে চুক্তিতে তারা সই করছে, কাল হয়তো একতরফাভাবে তা বাতিল করে দিচ্ছে।

সবচেয়ে অবাক করা সমীকরণটা তৈরি হয়েছে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে। ঔপনিবেশিক আমলের তিক্ত ইতিহাস এবং অতীতের শত্রুতা ভুলে এই দুই দেশ এখন একে অপরের হাত ধরেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রগতিশীল প্রেসিডেন্ট লি জে-মিয়ুং এবং জাপানের রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি সানায়— দু'জনেই রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে বাস্তববাদী কূটনীতির পথে হেঁটেছেন। গত সাত মাসে তিনবার শীর্ষ বৈঠকে বসেছেন তাঁরা। সাপ্লাই চেন, জ্বালানি নিরাপত্তা থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক সেমিকনডাক্টর শিল্প— সব ক্ষেত্রেই দুই দেশের বোঝাপড়া ক্রমশ মজবুত হচ্ছে। এমনকি জাপানে বিশাল বিনিয়োগের কথা ভাবছে দক্ষিণ কোরিয়ার চিপ প্রস্তুতকারক সংস্থা এসকে হাইনিক্স। একটা সময় ওয়াশিংটনকে এই দুই দেশের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে হতো, আর আজ আমেরিকার খামখেয়ালিপনাই তাদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

একই ছবি দেখা যাচ্ছে জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্কেও। প্রযুক্তি আর প্রতিরক্ষায় এই দুই দেশের যুগলবন্দি এখন রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। অস্ট্রেলিয়ার হাতে উঠছে জাপানের আধুনিক মোগামি-ক্লাস যুদ্ধজাহাজ। আবার দুই দেশ মিলে তৈরি করছে 'বুবুক'-এর মতো অত্যাধুনিক লেজার-ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা। জাপানের ফাইটার জেট অস্ট্রেলিয়ার আকাশে মহড়া দিচ্ছে এবং দূরপাল্লার মিসাইল পরীক্ষার জন্য অস্ট্রেলিয়ার মাটি ব্যবহার করছে টোকিও। শুধু নিজেদের গণ্ডিতে আটকে না থেকে এই দেশগুলি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গেও আলাদাভাবে প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্য চুক্তি সেরে রাখছে।

খোদ মিত্র দেশগুলির ওপর আমেরিকা যেভাবে অর্থনৈতিক শুল্ক চাপাচ্ছে, তাতে বন্ধু রাষ্ট্রগুলিও এখন নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামরিক নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। গত জুলাই মাসেই ট্রাম্প প্রশাসন জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর 'সেকশন ৩০১'-এর অধীনে নতুন করে শুল্ক চাপিয়েছে। এর থেকেই একটা কড়া বার্তা মিত্র দেশগুলির কাছে পৌঁছে গিয়েছে— আমেরিকার সঙ্গে নিবিড় সামরিক বন্ধুত্ব মানেই অর্থনৈতিক রোষানল থেকে মুক্তির কোনও গ্যারান্টি নেই।

সব মিলিয়ে ছবিটা খুব পরিষ্কার। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এই দেশগুলি জানে যে সামরিক দিক থেকে আমেরিকার বিকল্প ইউরোপ বা অন্য কেউ হতে পারবে না। কিন্তু ওয়াশিংটনের নীতিগত অনিশ্চয়তা থেকে নিজেদের অর্থনীতি ও প্রযুক্তিকে বাঁচাতে তাদের একাধিক বিকল্প পথ খোলা রাখতে হবে। তারা 'আমেরিকা-হীন' ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নিচ্ছে না, বরং এমন এক আগামীর প্রস্তুতি নিচ্ছে যেখানে আমেরিকা অপরিহার্য হলেও, তাদের সিদ্ধান্তের ওপর আর অন্ধের মতো ভরসা করা চলে না। বিপদের দিনে যাতে বিকল্প দরজায় কড়া নাড়া যায়, এখন থেকেই সেই সেফটি নেট বিছিয়ে রাখছে আমেরিকার এককালের চোখবুজে থাকা অন্ধ অনুগামীরা।

২ হাজারের বেশি ইউপিআইয়েও নিশ্চিন্ত গ্রাহক

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : ২ হাজার টাকার বেশি ইউপিআই লেনদেনে নতুন নিয়ম আনল ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এনপিসিআই)। তবে এতে সাধারণ গ্রাহকের ইউপিআই ব্যবহার করে টাকা পাঠানোর খরচ বাড়ছে না। নতুন নিয়ম মূলত ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে এই নিয়ম।

দোকান বা অন্য কোনও ব্যবসায়ীর কিউআর কোডে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ২ হাজার টাকার বেশি পেমেন্ট হলে ০.৪ শতাংশ মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (এমডিআর) ধার্য হবে। তবে এই টাকা গ্রাহকের কাছ থেকে নেওয়া যাবে না। অর্থাৎ, ৫ হাজার টাকার জিনিস কিনে ইউপিআইয়ে ৫ হাজার টাকা দিলে গ্রাহককে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে না। ব্যবসায়ী ও পেমেন্ট পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে এই চার্জের হিসাব হবে।

ব্যক্তিগত ভাবে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়কে ৫ হাজার, ১০ হাজার বা তার বেশি টাকা পাঠালেও এমডিআর দিতে হবে না। ২ হাজার টাকা পর্যন্ত সাধারণ ব্যবসায়িক ইউপিআই পেমেন্টেও এই চার্জ নেই। ফলে দৈনন্দিন ছোটখাটো কেনাকাটায় প্রভাব পড়বে না।

ছোট ব্যবসায়ীদেরও ছাড় দেওয়া হয়েছে। কোনও ব্যবসায়ীর কিউআর কোডে মাসে মোট ইউপিআই লেনদেন ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে তাঁর ক্ষেত্রে এমডিআর প্রযোজ্য হবে না। ফলে ছোট দোকান, চায়ের দোকান এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বড় অংশ এই নিয়মের বাইরে থাকবেন। নির্দিষ্ট সীমা পেরিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে নিয়ম কার্যকর হবে।

সাধারণ ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ২ হাজার টাকার বেশি লেনদেনে ০.৪ শতাংশ এমডিআর কার্যকর হবে। লেনদেনের অঙ্ক ৭৫ হাজার টাকার বেশি হলে এমডিআরের সর্বোচ্চ সীমা ৩০০ টাকা। রেল, টেলিকম, বিমা ও জ্বালানির মতো নির্দিষ্ট পরিষেবার ক্ষেত্রে ২ হাজার টাকার বেশি লেনদেনে এমডিআর সর্বোচ্চ ৫ টাকা হবে। তবে এখানেই সাধারণ গ্রাহকের জন্য স্বস্তির খবর।

> **বিদেশি পেমেন্ট সংস্থাগুলির স্বার্থ রক্ষা করতেই জিরো-এমডিআর নীতিতে বদল আনা হচ্ছে।**
>
> -রাহুল গান্ধি

এই ৫ টাকা তাঁকে দিতে হবে না। ধরুন, রেলের টিকিটের দাম ৩ হাজার টাকা। ইউপিআইয়ে টিকিট কাটার সময় অ্যাকাউন্ট থেকে কাটা হবে ৩ হাজার টাকাই। ৫ টাকার এমডিআরটিগ্রাহকেরঘাড়েচাপানো যাবে না। এনপিসিআই জানিয়েছে, ইউপিআই পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের খরচ মেটাতেই এই পরিবর্তন।

আসছে বছর আবার হবে... মঙ্গলবার মুম্বইয়ে।

হাসিনা-ঘনিষ্ঠ ৭ নেতার মৃত্যুদণ্ড

ঢাকাকে নিয়ে কূটনৈতিক চাপে দিল্লি

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর : জুলাই-অগাস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার দায়ে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত শাসকদল আওয়ামী লিগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সহ সাতজন শীর্ষ নেতাকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। ট্রাইবিউনালের বিচারক প্যানেল রায়ে বলেছে, 'শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর চরম নৃশংসতা চালুর নীতিনির্ধারণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও নির্দেশ প্রদানের অপরাধে আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি ব্যতিরেকে অন্য কোনও দণ্ড বিবেচ্য হতে পারে না।' মঙ্গলবারের এই রায়ের পর ঢাকার রাজনীতিতে নতুন করে তোলপাড় শুরু হয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে।

সাজাপ্রাপ্ত অন্য ছয়জন হলেন পূর্বতন হাসিনা সরকারের প্রাক্তন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, আওয়ামী লিগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাছিম, যুবলিগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল এবং ছাত্রলিগের প্রাক্তন সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান।

এই সাত দোষী সাব্যস্ত নেতার সবাই বর্তমানে পলাতক। এর আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও ট্রাইবিউনাল ফাঁসির সাজার নির্দেশ দিয়েছে। বর্তমানে শেখ হাসিনা এবং দলের অধিকাংশ শীর্ষ নেতা ভারতে অবস্থান করছেন বলে খবর রয়েছে।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের এই রায় দিল্লি-ঢাকা সম্পর্ককে আরও জটিল করল বলে মনে করা হচ্ছে। পালাবদলের

পর থেকেই শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি জানাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। এক্ষেত্রে মহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ও তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের অবস্থান একই।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান বলেন, 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং শহিদদের রক্তের মর্যাদা রক্ষায় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের আন্তর্জাতিক নিয়মে ফেরত আনা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। আমি ভারত সরকারের কাছে আহ্বান জানাতে চাই, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করার জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।' তবে রাজনৈতিক আশ্রয় ও আইনি জটিলতার কারণে দিল্লির পক্ষে এই হস্তান্তরে রাজি হওয়া কার্যত অসম্ভব বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। এর ফলে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের সমীকরণ এক অভূতপূর্ব কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও টানাপোড়েনের মুখোমুখি হতে চলেছে।

এদিনের রায়ের পর ভারতে অবস্থানকারী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও দেশে ফেরার রাস্তা কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। বাংলাদেশের বিরোধী নেতাদের মতে, 'এই বিচার ইতিহাসের এক অনিবার্য পাওনা, যা স্বৈরাচারের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিল।' অন্যদিকে, হাসিনা সহ শীর্ষ নেতৃত্বের দণ্ডিত হওয়া এবং অনুপস্থিতির কারণে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লিগ এখন অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়েছে।

আম্বেদকরের মূর্তি ফের ভাঙল

লখনউ, ১৫ সেপ্টেম্বর : তিন বছরে তিনবার। উত্তরপ্রদেশের এটা জেলায় ফের ভাঙা হল আম্বেদকরের মূর্তি। ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সোমবার লালহাট গ্রামে সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তির কিছু অংশ ভাঙাচোরা অবস্থায় দেখতে পান এলাকার মানুষ। বার বার একই ঘটনা ঘটায় তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। উত্তেজনা ছড়ায়। এই নিয়ে পরপর তিনবার একই ঘটনা ঘটায় তাঁরা বিরক্ত। পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের বার্তা দিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন। বাসিন্দারা অবিলম্বে মূর্তির ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামতি, গ্রিল দিয়ে মূর্তির চারপাশ ঘিরে দেওয়া এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এটার সিনিয়ার এসপি এলামারান জি বলেছেন, 'ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

সেনসেক্সের পতন

মুম্বই, ১৫ সেপ্টেম্বর : মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের তীব্রতা বাড়ায় অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০৮ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। যার জেরে ফের ধস নামল ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

মঙ্গলবার বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৭৭৭.৯৪ পয়েন্ট নেমে ৭৪০০৩.৮২ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২৭৯.৫ পয়েন্ট নেমে ২৩১১৮.৬০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়বে। ফলে অক্টোবরের ঋণনীতিতে ফের সুদের হার বাড়াতে পারে রিজার্ভ ব্যাংক। এর পাশাপাশি, মার্কিন বন্ড ইল্ডের মূল্যবৃদ্ধিও শেয়ার বাজারের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রথম সারির কয়েকটি সংস্থা যেমন টিসিএস, এইচসিএল টেক, ইনফোসিস, এইচডিএফসি ব্যাংক, টিএমপিডি ইত্যাদির শেয়ারদর বাড়ায় সূচকের বড় পতন হয়নি। আগামী কয়েকদিন শেয়ার বাজার অস্থির থাকবে বলে সতর্কও করে দিয়েছেন অনেক বিশেষজ্ঞই।

গণপতি বাপ্পার ভক্তকুল।

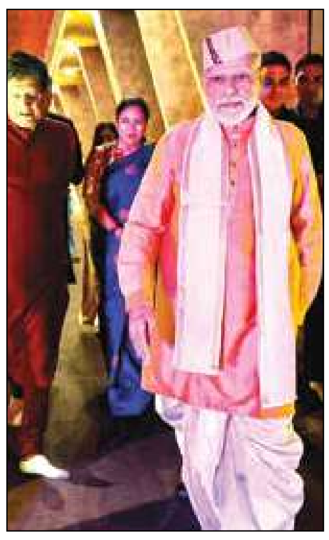

মুম্বইতে শিল্পা শেট্টি। ডানদিকে পীযূষ গোয়েলের বাড়িতে প্রধানমন্ত্রী।

আপত্তি জেডিইউয়ের, সমর্থন টিডিপি-শিন্ডের

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই দেশের সমস্ত ২১টি এনডিএ-শাসিত রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি চালু হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর এই ঘোষণার পরই শাসকজোট এনডিএ-র অভ্যন্তরে ভিন্ন সুর প্রকাশ্যে এসেছে। টিডিপি, শিবসেনা, হাম (এস)-এর মতো সহযোগী দলগুলি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে নীতিগতভাবে সমর্থন জানালেও আপত্তি তুলেছে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জেডিইউ। তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, জাতীয় স্তরে ইউসিসি বিলে আপত্তি না থাকলেও বিহারে কোনও অবস্থাতেই এই আইন কার্যকর করতে দেওয়া হবে না। কেন্দ্রে এনডিএ সরকার টিকে রয়েছে টিডিপি এবং জেডিইউয়ের সমর্থনে। অন্ধ্রপ্রদেশে উল্লেখযোগ্য মুসলিম ভোটব্যাংক থাকা সত্ত্বেও তারা ইউসিসির পক্ষে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। টিডিপির লোকসভা দলনেতা লাবু কৃষ্ণ দেবরয়ালু জানান, প্রক্রিয়াটি নিয়ে তাড়াহুড়ো না থাকলেও প্রয়োজনীয় সময়ে সমস্ত অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ইতিপূর্বে নির্বাচন পূর্বে টিডিপি প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডু ইউসিসি ইস্যুতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন। তবে সাম্প্রতিক পদক্ষেপে তাদের অবস্থান কিছুটা নরম বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে শিবসেনা নেতা শ্রীকান্ত শিন্ডে

সমস্ত এনডিএ রাজ্যে ইউসিসি

একে দলের প্রতিষ্ঠাতা বালাসাহেব ঠাকরের নীতিগত অবস্থানের জয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বিহারে ইউসিসি বাস্তবায়নের জল্পনা খারিজ করেছেন জেডিইউ নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যাম রজক।

তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন জাতীয় ক্ষেত্রে সমর্থন থাকলেও বিহারের ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এটি কার্যকর হবে না। এই বিষয়ে জেডিইউ-এর জাতীয় কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় ঝা জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে তাঁরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। জোটের অপর সহযোগী লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) এখনই মন্তব্য না করে বিলের খসড়া দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছে। তৃণমূল থেকে বেরিয়ে আসা বিদ্রোহীদের নিয়ে গঠিত নতুন শরিক ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-র তরফেও বিষয়টি নিয়ে সতর্ক পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। দলের প্রবীণ সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিস্তারিত চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, বিজেপির সংকল্প হিসেবে রাজ্যে দ্রুত এই আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। আগামী দিনে এনডিএ শীর্ষ নেতৃত্ব কীভাবে সহযোগী দলগুলির এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সামলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

যৌন নির্যাতনের তথ্য দেবে মেটা

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : অনলাইনে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া অবস্থানের মুখে শেষমেশ নতিস্বীকার করল মেটা। ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকের মতো তাদের সামাজিক মাধ্যমে শিশুদের ওপর যৌন নিগ্রহের কোনও তথ্য বা কনটেন্ট ছড়ালেই এখন থেকে তা সরাসরি পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থাকে জানাবে তারা।

সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ইনস্টাগ্রামে অর্থের বিনিময়ে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শিশুদের যৌন নির্যাতনের উপাদান ছড়ানো হচ্ছিল।

কেন্দ্রের চাপের মুখে মেটা জানিয়েছে, তারা 'ইন্ডিয়ান সাইবারক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার' এর বিশেষ পোর্টালে এই সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগ সরাসরি নথিভুক্ত করবে, যা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য তদন্তকারী সংস্থাগুলি ব্যবহার করে। শিশুসুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে মেটা জানিয়েছে, অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিতে তারা বদ্ধপরিকর।

গুরুগ্রাম ধৃত মূল অভিযুক্ত

গুরুগ্রাম, ১৫ সেপ্টেম্বর : গুরুগ্রামের গলফ কোর্স রোডে বাইকার সিয়াকে গাড়িতে ধাক্কা মারার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত কল্যাণ বইঁসলাকে রাজস্থানের দোসা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যুক্ত হয়েছে খুনের চেষ্টার ধারা। ধাক্কা মারার কথা স্বীকার করলেও অভিযুক্ত কল্যাণ দাবি করেছিলেন, পরিবারের নিরাপত্তা ও গণপিটুনির ভয়েই তিনি গাড়ি থামাননি। সিয়ার বাইকের অ্যাকশন ক্যামেরায় পুরো ঘটনাটি বন্দি হয় এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। সম্প্রতি একটি নতুন ভিডিও প্রকাশ করে সিয়া। অভিযুক্তের উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, 'আমি তো ওখানে মরেও যেতে পারতাম! ধাক্কা মেরে পালালেন কেন?' সিয়া আরও বলেন, 'ফার্স্ট লেন থেকে থার্ড লেনে এসে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাচ্ছেন। ধাক্কা লাগার পর আমার কী অবস্থা, তা দেখা উচিত ছিল আপনার।'

ডাকসুতে জিন্নার ছবি মাড়িয়ে প্রতিবাদ

ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) সংগ্রহশালা থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরিয়ে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্নার ছবি টাঙানোকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ডাকসুর সংগ্রহশালায় জিন্নার তিনটি ছবি স্থান পাওয়ার পর এক সাধারণ শিক্ষার্থী তা ছিঁড়ে ফেলেন। মঙ্গলবার একদল শিক্ষার্থী ডাকসু ভবনে ঢোকার পথ ও মেঝেতে জিন্না ও গোলাম আজমের ছবি লাগিয়ে তা পা দিয়ে মাড়ান।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ডাকসুর মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক ফাতিমা তাসনিম জুমা ইতিহাসকে বিকৃত করে পাকিস্তানি জিন্নার ছবি সম্মানের সঙ্গে দেওয়ালে ঝুলিয়েছেন। এর প্রতিবাদে আন্দোলনকারীরা জিন্নার ছবি মাড়িয়ে জানিয়েছেন, বাংলাদেশে কোনও পাকিস্তানপন্থী রাজনীতি বরদাস্ত করা হবে না।

অন্যদিকে বিতর্কিত ছবিগুলি বিনা অনুমতিতে সংগ্রহশালায় রাখা হয়েছিল বলে জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিষয়টির তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে ছাত্রদল সহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে 'ইতিহাস বিকৃতি' ও 'মুক্তিযুদ্ধের অপমান' বলে উল্লেখ করেছে।

তারেকের ভারত সফর বিশবাঁও জলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের সম্ভাবনা আপাতত কম। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁকে ভারত সফরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল নয়াদিল্লি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাতে কোনও ইতিবাচক সাড়া দেয়নি ঢাকা। এর নেপথ্যে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ নিয়ে চলতে থাকা টানাপোড়েন অন্যতম মূল কারণ কিনা তা নিয়ে চর্চা চলছে। ২১ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণসভার ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে তারেকের নিউইয়র্ক যাওয়ার কথা। তার আগেও ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা খুব একটা নেই বলেই মঙ্গলবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল বিদেশমন্ত্রক।

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা প্রথমে দ্বিপাক্ষিক সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। পরে বিমস্টেকের সভাপতি হিসেবে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।' এই অবস্থায় নিউইয়র্ক যাওয়ার আগে তাঁর ভারত সফরে আসা বা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা ক্ষীণ বলেই মনে করছে দিল্লি।

তারেক রহমানের ব্রিকস আমন্ত্রণ নিয়ে বাংলাদেশে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তিও এদিন দূর করার চেষ্টা করেছে বিদেশমন্ত্রক। সম্প্রতি ঢাকার তরফে দাবি করা হয়েছিল, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমানকে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সেই দাবির প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার স্পষ্ট করে জয়সওয়াল জানান, বাংলাদেশ ব্রিকসের সদস্য নয়, এমনকী ব্রিকসের পার্টনার দেশও নয়। বিমস্টেকের বর্তমান সভাপতি হিসেবেই তারেক রহমানকে ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

মহাকাশেও অস্ত্র মোতায়েন আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ১৫ সেপ্টেম্বর : প্রতিপক্ষ চিন ও রাশিয়ার সামরিক চ্যালেঞ্জ সামলাতে পৃথিবীর কক্ষপথে আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র মোতায়েন করেছে আমেরিকা। পেন্টাগনের এই প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি বিশ্ব ভূরাজনীতিতে নতুন উত্তাপ ছড়িয়েছে।

সোমবার 'এয়ার, স্পেস অ্যান্ড সাইবার' বিষয়ক এক সামরিক সম্মেলনে মার্কিন বিমানবাহিনীর সচিব ট্রয় মেইঙ্ক জানান, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটাতে থাকা বিপদ সামাল দিতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'আজ নতুন নতুন বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে আমরা তৈরি। এই কারণেই মহাশূন্যের কক্ষপথে আমেরিকার হাতে এখন এমন অস্ত্র রয়েছে যা শত্রুপক্ষের হামলার হাত থেকে

শিরঃপীড়া চিন, রাশিয়ার

আমাদের সেনাকে বাঁচাতে সক্ষম।' তবে এই অস্ত্রের নির্দিষ্ট ক্ষমতা কিংবা এটি কবে মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছে, সেই বিষয়ে ওয়াশিংটন বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

সামরিক যোগাযোগ ও নজরদারির

জন্য তৈরি শয়ে শয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত মার্কিন বিশেষ বাহিনীর এক মুখপাত্র জানান, এই সামরিক ক্ষমতা হামলা চালানো এবং আত্মরক্ষা— উভয় কাজেই ব্যবহার করা যাবে। দরকারে শত্রুর ক্ষমতা অকেজো করা কিংবা ধ্বংস করাও সম্ভব।

এদিকে, আমেরিকার এই প্রকাশ্যে অস্ত্র নামানোর পদক্ষেপে তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছে বেজিং। মঙ্গলবার চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র গো জিআকুন বলেন, 'আমরা চাই আমেরিকা তাদের সামরিক শক্তি বাড়ানো এবং মহাকাশে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া বন্ধ করুক।' তিনি মহাকাশে অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিপদ নিয়েও সতর্ক করেন ওয়াশিংটনকে।

দীর্ঘদিন ধরেই মহাশূন্যে চিন ও রাশিয়ার নানা সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে ওয়াশিংটন উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর ইউরোপের বেশ কিছু উপগ্রহে রুশ নজরদারির খবরে নিরাপত্তা নিয়ে টানাটানি বাড়ে। যদিও ১৯৬৭ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী মহাশূন্যে বড় কোনও মারাত্মক অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ, তা সত্ত্বেও প্রযুক্তির জোরে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দেওয়ার লড়াই থমকে থাকেনি। সব মিলিয়ে পৃথিবীর কক্ষপথ ঘিরে শক্তি দেখানোর এই নতুন চালে বিশ্বজুড়ে অশান্তির মেঘ আরও ঘনীভূত হয়েছে।

অবশেষে মুক্তি ভারতীয় ব্লগারের

কাবুল, ১৫ সেপ্টেম্বর : আফগানিস্তানে মেয়েদের একা ঘোরাফেরা চলে না। নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কেরলের জনপ্রিয় ব্লগার ব্যাকপ্যাকার অরুণিমা তাজিকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ একা আফগানিস্তানে গিয়ে চরম বিপাকে পড়েন। একক মহিলা ভ্রমণকারী হিসেবে তিনি আটক হন বামিয়ানে। কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেপ্তারের হুমকি দেন। অরুণিমা তখন সোশ্যাল মিডিয়া মারফত ভারতীয় দূতাবাসের কাছে জরুরি বার্তা পাঠান। তিন ঘণ্টা আটক রাখা হয়। তারপর মুক্তি পান। কূটনৈতিক সূত্র বলছে, অরুণিমার কাছে ছিল না পর্যটন পারমিট। বিদেশি পর্যটকদের জন্য নিয়ম অনুযায়ী সরকার অনুমোদিত কোনও ভ্রমণ গাইডও তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। নয়াদিল্লি কিংবা কাবুল কেউই এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

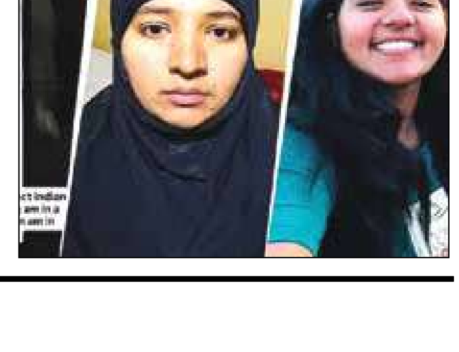

রাজবীর-নন্দিনী প্রেমে হাবুডুবু?

বিগ বস ৩-এর শো জমে যাচ্ছে রোজ। এর মধ্যে সবথেকে আলোচ্য রাজবীর দে আর নন্দিনী দত্তর রসায়ন। ওঁরা কখনও পাশাপাশি শুচ্ছেন, কখনও ভীষণ ঘনিষ্ঠ, কখনও নীচু স্বরে কথা বলছেন। আলোচনাও হচ্ছে ওঁদের নিয়ে।

ওঁরা কি প্রেমে পড়লেন? না কি সবটাই খেলার অংশ? সাম্প্রতিক পর্বে দেখা গেল, ওঁরা এক বিছানায় খুব কাছাকাছি শুয়ে আছেন, কথা বলছেন নীচু স্বরে। রীতিমতো জড়িয়ে আছেন এক অপরকে। আর এক প্রতিযোগী সোনামণি সাহা তো মাঝেমাঝে মাথা তুলে দেখছিলেন ওঁরা কী করছেন। তবে নন্দিনী রাজবীরকে বলেছেন, তাঁদের রসায়নটা সবার সামনে, বিশেষ করে বড়দের সামনে এভাবে তুলে ধরা তাঁর পছন্দ নয়। রাজবীর মানতে পারেননি, দুজনের মান অভিমানও হয়। বোঝা যায়, দুজনের মধ্যে খুনসুটি, হাসি মজা আছে। তার মধ্যে নিজের বক্তব্য তুলে ধরা, স্পষ্টভাবে তার জন্য যুক্তি দেওয়াটাও আছে। রাজবীর অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বললে নন্দিনী অভিমানও করেছেন। শো-তে অন্য নাটকও হচ্ছে। নমিনেট করা হচ্ছে প্রতিযোগীদের, এলিমিনেটেডও হচ্ছেন নিয়মমতো, সেসবও উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। কিন্তু রাজবীরের ফ্লার্ট করা, নন্দিনীকে নিয়ে তাঁর ঘরে থাকা—সব উত্তেজনা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

অবসরে অমিতাভ?

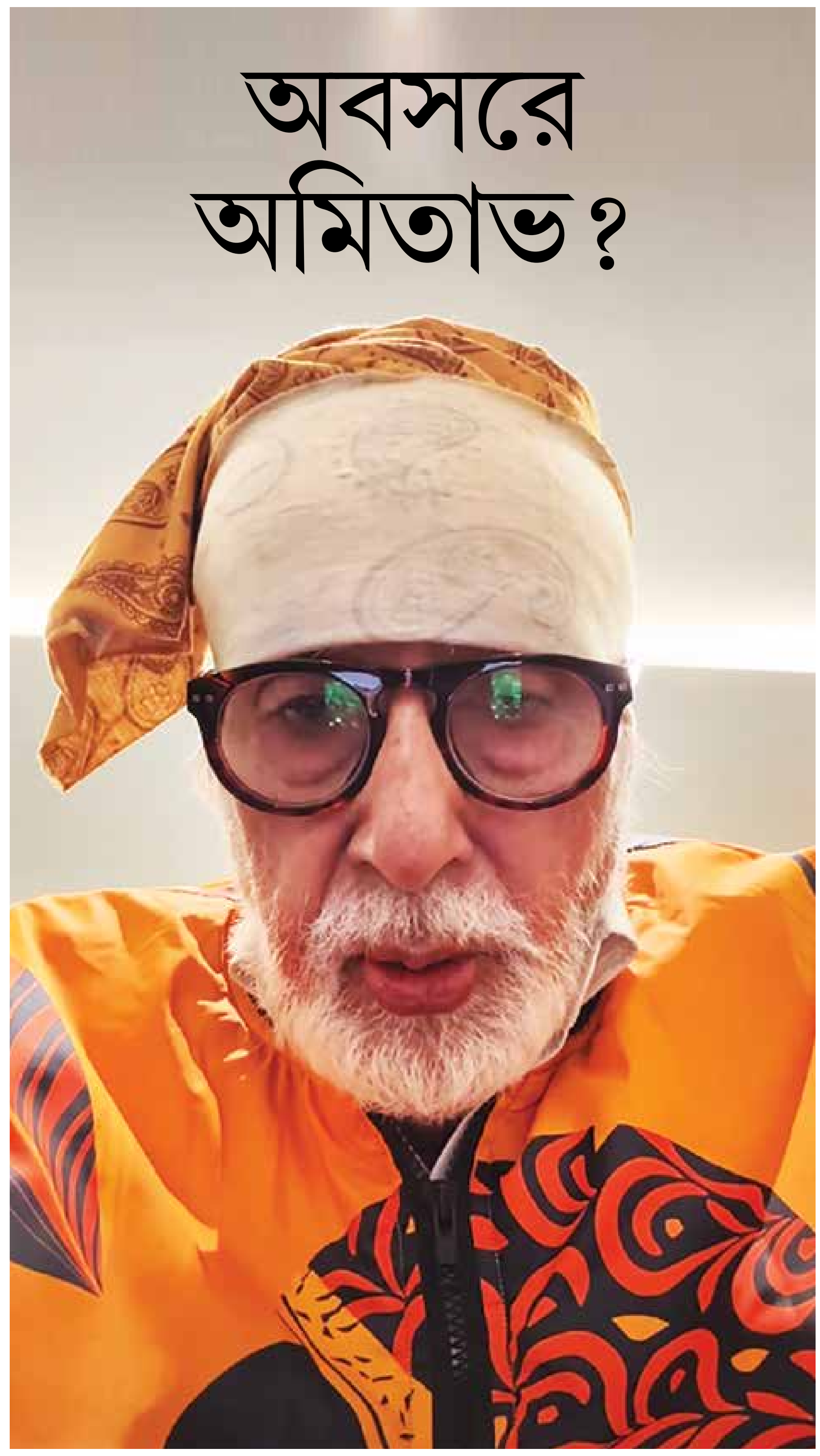

কিছুদিন আগে পোস্ট করেছিলেন, আর নয়, এবার অবসর নেওয়া ভালো। তারপর অনুরাগীদের মন খারাপ। সত্যিই কি বিগ-বি অবসর নিচ্ছেন? এদিকে কেবিসি-তে জমিয়ে সঞ্চালনা করছেন। ৮৩-তেও নিয়মানুবর্তিতার জীবন, শরীর ও মনের পরিশ্রম, হালকা ব্যায়াম তাঁকে ফিট রেখেছে। তাহলে কী হল—এই প্রশ্ন তুলে যাচ্ছিল নেটজেন। এবার তিনিই বলেছেন তাঁর পোস্টে, 'আমি লিখেছিলাম দেরি হয়ে গিয়েছে, এবার অবসর নেওয়ার সময়। আমরা সবাই জানি, এর অর্থ হল দেরি হয়ে গিয়েছে, এবার বিছানায় যাবার সময়। আর সেটার ভুল ব্যাখ্যা করা হল।'

সংবাদমাধ্যমের প্রতি ক্ষুব্ধ অমিতাভ লিখেছেন, 'জাতির বিবেক, সর্বশেষ তথ্যদাতা'। তাঁর এই অবসর নেওয়ার পোস্টের পর এক সংবাদপত্র লিখেছিল, তিনি অভিনয় থেকে অবসর নেবার কথা বলেছেন। তাতেই অভিনেতার ক্ষোভ। পরে মজা করে লিখেছেন, 'ইংরেজিতে লেখা আমার পোস্টের অর্থ এবার আমি ঘুমোতে যাচ্ছি। আর সেখানে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।'

প্রসঙ্গত, কেবিসি-তে আসা বিভিন্ন প্রতিযোগীর জীবনের সংগ্রামের কথা শুনে কষ্ট পেয়েছেন অমিতাভ। তাই ব্লগে লেখেন, ওঁদের জীবনের এমন কিছু মর্মান্তিক গল্প থাকে, যেগুলো শোনার পর অনুভূতিকে সামলনো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সঞ্চালক হিসেবে জার্নি চালিয়ে যাওয়াই কঠিন হয়ে যাচ্ছে।' এই কথাগুলোকেই তাঁর 'অবসরের ইচ্ছা' বলে মিডিয়ায় খবর হয়।

একনজরে সেরা ৫

বিবেকবান নানা

মহারাষ্ট্রে বহু কৃষক অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করছিলেন যখন, নানা পাটেকর তাঁর কাছে থাকা ১.৫ কোটি টাকা ১৫ লক্ষ করে ভাগ করে কয়েকটি চাষির পরিবারকে দিয়ে দেন। এর আগে বিদর্ভ, লাতুর অঞ্চলের কৃষকদেরও পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। অভিনেতা মকরন্দ অনাসপুরের সঙ্গে একটি ফাউন্ডেশনও তৈরি করেন চাষিদের জন্য।

আবার একসঙ্গে

গৃহপ্রবেশ-এর পর ঊষসী রায় ও সুস্মিত মুখোপাধ্যায় আবার ফিরছেন, হইচই-এর সিরিজ দেবীপক্ষে। সিরিজের টিজার সদ্য প্রকাশ পেয়েছে। শীল পরিবারের শতাব্দী প্রাচীন কালীপুজোয় ভয়ংকর ঘটনা ঘটে। মায়ের জিভ চুরি হয়ে যায়, তার সঙ্গে হয় খুন। এই রহস্যের সমাধান নিয়েই সিরিজ। পরিচালক সুমন দাস। অভিনয়ে অপরাজিতা আঢ্য, অনিন্দিতা রায়চৌধুরি, নীলাঙ্কুর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

জেরার পর

সুশান্ত সিং রাজপুতের ম্যানেজার দিশা সালিয়ানের মৃত্যুর তদন্তের বার সিবিআইয়ের হাতে গিয়েছে। এই ঘটনায় তাদের নজরে আছেন সুরজ পাঞ্চোলি। সংস্থার জেরার মুখে পড়ার পর তিনি পোস্ট করেছেন, দিশাকে চিনতেন না। কোনও তথ্য প্রমাণ ছাড়াই এরকম স্পর্শকাতর বিষয়ে তাঁকে টেনে আনায় তিনি হতাশ। কোনও হেডিং বা বিতর্ক সত্যের প্রমাণ হতে পারে না।

দিশার পোশাক

আম্বানি পরিবারের গণপতি পুজোয় বলিউডি তারকারা হাজির ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিশা পাটানি। তাঁর লাল লহেঙ্গা আকর্ষণীয় অবশ্যই। কিন্তু ডিপ নেক ব্লাউজে শরীরের অনেকটাই উন্মুক্ত ছিল। ফলে সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেকের বক্তব্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই পোশাক কেন। তাঁর পোশাকের সঙ্গে রাখিবন্ধনে পরা কৃতি শ্যাননের পোশাকেরও তুলনা হচ্ছে।

রবীন্দ্রসংগীতে শেহনাজ

পাঞ্জাবের ক্যাটরিনা কাইফ শেহনাজ গিল রীতিমতো রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন। এক অনুষ্ঠানে তিনি গেয়েছেন, আমারও পরাণ যাহা চায়। বাংলা জানেন না, সেটা বলেওছেন। তবু প্রমাণ করে দিয়েছেন, বাংলা গান, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কতটা। কথা ও সুর ধরে রাখার চেষ্টা সকলের নজরে এসেছে। বাঙালি নেটজেন অভিভূত।

দার্শনিক সলমনের দুঃখ

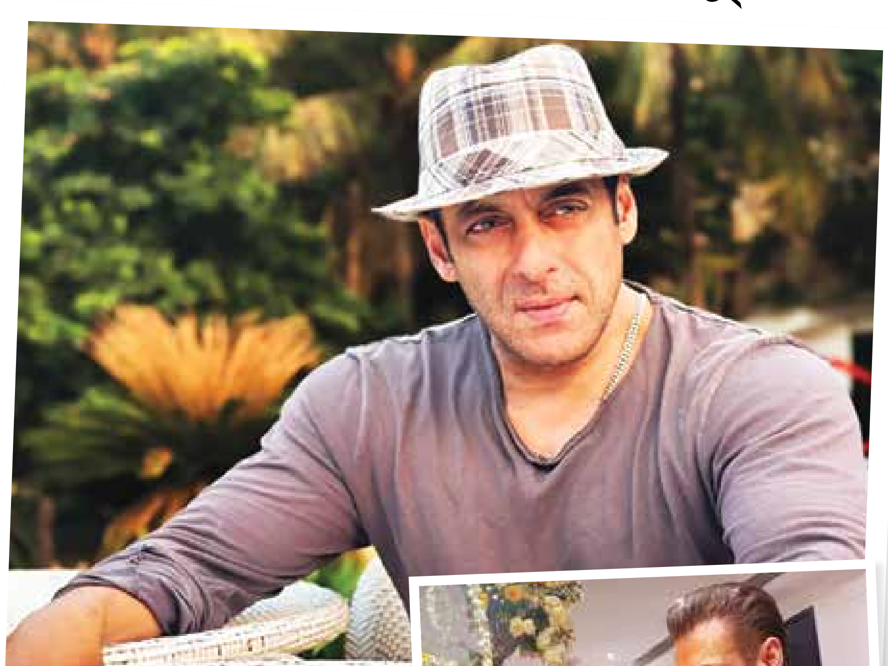

গণেশ চতুর্থীতে বেশ দার্শনিক পোস্ট করেছেন সলমন খান। মাঝেমাঝেই এমন সব পোস্ট করেন, অনুরাগীরা ভয় পেয়ে যান। মাঝে একা ঘরে শুয়ে পোস্ট করেছিলেন। অনুরাগীরা ভাবতে বসেছিলেন। আবার সেইরকম পোস্ট করেছেন মিয়াঁ। পোস্টে লিখেছেন, 'যখন অল্প পেয়েছিলাম, তখন খুশি ছিলাম। এখন বেশি পাচ্ছি, তাতে দুঃখ কেন? যা আমি কাল চেয়েছিলাম, আজ তা পাবার পর অপ্রয়োজনীয় কেন হয়ে উঠল?'

এরপর অনুরাগীরা আবার ভাবছেন, কেন এমন পোস্ট করলেন ভাইজান। সলমন অবশ্য কোনও ব্যাখ্যা দেননি। সুখ, প্রত্যাশা, প্রাপ্তি এবং তারপর আবার আসা হতাশা নিয়েই এই মন্তব্য। অনেক কিছু চাওয়ার পর, পেয়ে গেলে অনেক সময়ই সেসব অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। সে কথাই হয়তো বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কেন, তা অবশ্য জানা যায়নি। তিনি যে জীবনযাপন করেন, তাতে এই মনোভাব আশা করা যায় না, তবু তিনি বলছেন। পরে তিনি নিশ্চয় জানাবেন, যেমন আগের পোস্টগুলিতে বলেছিলেন। আপাতত তিনি ব্যস্ত বিগ বস-এর সঞ্চালনা নিয়ে।

সুপ্রিম কোর্টে সাময়িক স্বস্তি রাজপালের

রাজপাল যাদবকে সুপ্রিম কোর্ট দু-সপ্তাহের জন্য স্বস্তি দিল। তার জন্য অভিনেতাকে ২ কোটি টাকার ডিমান্ড ড্রাফটও দিতে হয়েছে। মুরলি প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের সাতটি চেক বাউন্সের এই মামলায় রাজপাল আগে জেলে গিয়েছেন। কোর্ট জানিয়েছে, টাকা ফেরত দেবার এটাই শেষ সুযোগ তাঁর। এই স্বস্তি পাবার জন্য রাজপালকে তাঁর পাসপোর্ট কোর্টে সমর্পণ করতে হয়েছে। মামলায় এর আগে দিল্লি হাইকোর্ট তাঁকে তিন মাসের হাজতবাসের নির্দেশ দেয়। তিনি ও তাঁর স্ত্রী রাধা যাদব এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান। এর পরিপ্রেক্ষিতেই অভিনেতার এই দু-সপ্তাহের মুক্তি।
প্রসঙ্গত ২০২০ সালে রাজপাল উল্লিখিত কোম্পানির কাছ থেকে ৫ কোটি টাকা নেন একটি ছবি নির্মাণের জন্য। পরে সুদ ও অন্যান্য খরচের জন্য এই পরিমাণ বেড়ে হয় ৯ কোটি। এই টাকা অভিনেতা যে চেকের মাধ্যমে দেন, সেসব বাউন্স করার কারণে মামলার সূত্রপাত।

সুপারহিরো? কী বলছেন আমির

এলিয়েন, কুস্তিগির, সন্ত্রাসী, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক-এরকম বিভিন্ন চরিত্রের পর এবার আমির খান নাকি সুপরহিরো হচ্ছেন, বলিউডে খবর এমনটাই। প্রযোজক সাজিদ নাডিয়াডওয়ালা ও পরিচালক আর বালকির সঙ্গে তিনি এই প্রোজেক্ট নিয়েই আলোচনা করেছেন একাধিকবার। প্রাথমিকভাবে তাঁর গল্প পছন্দ হয়েছে। এখন গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ও চিত্রনাট্য লেখার প্রথম পর্যায়ের কাজ চলছে। আমির এখনও সম্মতি দেননি। তাই ছবি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

গল্প, চিত্রনাট্য লেখার পরই আমির সিদ্ধান্ত নেবেন। আমির এমনটাই করেন। গল্প ও চিত্রনাট্য হাতে পেয়ে তা নিয়ে পর্যালোচনা করেন। পছন্দ হলে ভাবনাচিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেন। সাজিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলেও তাঁর কোনও ছবি এখনও করেননি আমির, আর বালকিও তাই। শেষমেশ প্রোজেক্টটি হলে তিনজন এই প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করবেন। আমির সুপারহিরো হলে তার লুক, আচরণ, সংলাপ-- সবই অন্যরকম হবে। সেই চেষ্টাই চলছে।

বাংলা ধারাবাহিকে কোয়েল

দীর্ঘদিন বাংলা ছবির জগত শাসন করেছেন। নিজস্ব ফ্যান ফলোয়িং নিয়ে উজ্জ্বল করেছেন নিজের কেরিয়ার। তারপর বিয়ে, সন্তান-- অভিনয় ছেড়েই দিয়েছিলেন প্রায়। কিছুদিন আগে স্বার্থপর ছবিটি করে আবার অভিনয়ে ফিরেছেন। ছবির সাফল্য নিশ্চয় তাঁকে জীবনের এই পর্যায়ে ভাবনাচিন্তা করতে উৎসাহ জুগিয়েছে। শোনা গিয়েছে, তিনি এবার বাংলা ধারাবাহিকে মুখ দেখাবেন। রিয়েলিটি শো আগে করেছেন, তবে এবার ফিকশনই বেছেছেন। চ্যানেল, ধারাবাহিকের নাম বা তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। বরাবরই কোয়েল বেছে কাজ করেন।

বিশেষ মহালয়া সংখ্যায়
আপনিও লেখক

উত্তম প্রেমে
সেই চোখ। সেই হাসি। সবই যেন মায়াময়। উত্তমকুমারের প্রেমে আজও হাবুডুবু? ভিতর ঘরের গোপন প্রেমিক উত্তমকে লিখুন ১০০ শব্দে প্রেমের চিঠি। কিশোরী থেকে বয়সে গিঁটপড়া নারী, যে কোনও বয়সি লিখুন প্রেমের চিঠি। না, কোনও পুরুষের লেখা এই বিভাগে গ্রহণযোগ্য নয়।

স্বল্পগল্পে উত্তম
রূপে উত্তম। গুণে উত্তম। হৃদয়ে-মনে আজও তিনি উত্তমেরও উত্তম। শতবর্ষে সেই উত্তমকুমারকে ফুটিয়ে তুলুন আপনার কলমে। ১০০ শব্দের মধ্যে লিখে ফেলুন অণুগল্প। যে গল্পে থাকতেই হবে উত্তম শব্দটি। অথবা উত্তম অভিনীত যে কোনো সিনেমার নাম।

রসনায় উত্তম
মায়ের হাতের ভেটকি মাছের কাঁটা চচ্চড়ি। সুপ্রিয়া দেবীর তৈরি কাজু চিকেন, চিংড়ির মালাইকারি, সর্ষে পাতুরি। শেষ পাতের সেরা পছন্দ সাগর দই, রসগোল্লা। লিখে ফেলুন উত্তমকুমারের উত্তম-পদের রেসিপি। মন চাইছে, নতুন কোনও রেসিপি শতবর্ষে পা রাখা মহানায়ককে নিবেদন করতে। পাঠাতে পারেন সেই রেসিপিও।

৩টি বিভাগের যে কোনও একটি বিষয়ে লেখা পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে—
৯৮৩০২৫৮৬৬৮
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
২২ সেপ্টেম্বর

মনোনীত লেখা প্রকাশ করা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত বিশেষ মহালয়া সংখ্যায়।

পূর্ত দপ্তরের আপত্তিতে বদল মেগা জলপ্রকল্পে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি শহরের পানীয় জলসমস্যা মেটাতে মেগা জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। প্রকল্প এলাকার বেশ কিছু অংশে ইতিমধ্যে পাইপলাইন পাতার কাজ শেষ হয়েছে। তবে গজলডোবার ভোরের আলো সংলগ্ন এলাকায় সেতুর নীচ দিয়ে পাইপলাইন পাতার সময় পূর্ত দপ্তর আপত্তি জানায়। ফলে ওই অংশের কাজ থমকে গিয়েছে। এর পরেই পুর কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে। সিদ্ধান্ত হয়, নির্দিষ্ট অংশে মাটির তলা দিয়ে পাইপলাইন নিয়ে যাওয়া হবে। সেইমতো প্রকল্পের নকশাতেও বদল করা হয়েছে। তবে এখনও পূর্ত দপ্তরের ছাড়পত্র মেলেনি। তাই ওই এলাকায় কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। পুর প্রশাসক আর বিমলা বলেন, 'জলপ্রকল্পে কাজ দ্রুততার সঙ্গে চলছে। তবে নকশায় খানিকটা বদল করা হয়েছে। তার জন্য অবশ্য প্রকল্পের কাজে কোনও সমস্যা হবে না। দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।'

সময় গড়ানোর সঙ্গে শিলিগুড়ি শহরে জনবসতি বেড়েছে। পানীয় জলের চাহিদাও বেড়েছে। পুরনিগমের দাবি, বর্তমান জনসংখ্যার নিরিখে প্রতিদিন প্রায় ১১২ মিলিয়ন লিটার পরিস্রুত পানীয় জল প্রয়োজন। কিন্তু পুরোনো জলপ্রকল্পের মাধ্যমে মেরে কেটে ৪০ থেকে ৫০ মিলিয়ন লিটার জল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে ২০২৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেস জমানায় আম্রুত-২ প্রকল্পের অধীনে মেগা জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়। শুরুতেই ইনটেক ওয়েল তৈরি নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এরজন্য ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফের ছাড়পত্র প্রয়োজন হয়। তৃণমূল জমানায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। পরে রাজ্যে পালাবদলের পর সবুজ সংকেত মেলে। তবে এখনও চূড়ান্ত ছাড়পত্র মেলেনি। এর মধ্যেই পূর্ত দপ্তরের

আপত্তিতে প্রকল্পের নকশায় ফের বদল করতে হল।

পুরনিগম সূত্রে খবর, ইনটেক ওয়েল থেকে মূল পাইপলাইন ক্যানালের ধার বরাবর এগিয়েছে। সেখানে নতুন সেতুর এক পাশের পিলার ঘেঁষে পাইপলাইন যাওয়ার কথা ছিল। সেইমতো কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু পূর্ত দপ্তরের আপত্তি ওঠে। তাদের বক্তব্য, ব্রিজের পিলারের ঘেঁষে উন্মুক্ত অবস্থায় পাইপলাইন থাকলে ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে। সেতু সংস্কারের সময় ক্রেন নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। পাইপ ফেটে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকবে।

এরপরেই পুর কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট অংশে মাটির তলা দিয়ে পাইপলাইন পাতার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রায় এক মিটার নীচে পাইপ বসানো হবে। এভাবে প্রায় ৩০ মিটার পাইপলাইন বসানোর পরিকল্পনা হয়েছে। এর জন্য পূর্ত দপ্তরের ছাড়পত্র চাওয়া হয়েছে। আরও দুটি ক্ষেত্রেও পূর্ত দপ্তরের ছাড়পত্র প্রয়োজন। পুর কর্তাদের দাবি, শীঘ্রই সেই ছাড়পত্র পাওয়া যাবে।

গৌতমের গানে ফিদা শংকর

মেলাল 'মিত্র সম্মিলনী' মেলাল। পাশাপাশি বসে খোশগল্পে মাতলেন অশোক ভট্টাচার্য, গৌতম দেব ও শংকর ঘোষ। দুই প্রাক্তন মেয়র এবং মন্ত্রী একে অপরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। ১০০ বছরের দুর্গাপুজোর বর্ধিত প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন তিনজন।

রামসিংহাসন মাহাতো

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির প্রাক্তন মহা নাগরিক গৌতম দেবের সংগীতচর্চার ভূয়সী প্রশংসা করলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'আগের প্রজন্মের রাজনীতির মানুষরা নানা সৃষ্টিশীল কাজে মগ্ন থাকতেন।' প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য এবং গৌতম দেবের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, 'অনেকদিন থেকেই অশোকদা লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। এখনও সমানে লিখে চলেছেন। সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতকে আপন করে জীবনযাপন করেন। গৌতমদা গান করতে ভালোবাসেন। সুযোগ পেলে মঞ্চে উঠেও গান করেন। এটা আমার খুব ভালো লাগে।' তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'এখনকার প্রজন্মের রাজনীতিকদের মধ্যে নানা ব্যস্ততা ও জটিলতার কারণে এই ধারায় ভাটার টান দেখা যাচ্ছে।' নিজের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, 'আগে আড়াই, তিনশো পাতার বই টানা পড়ে ফেলতে পারতাম। এখন ১০ পাতা পড়তে পড়তে মনঃসংযোগ স্থির রাখা মুশকিল হয়ে যায়।'

দুই প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য এবং গৌতম দেবের সঙ্গে মন্ত্রী শংকর ঘোষ এদিন মিত্র সম্মিলনীর ১০০ বছরের দুর্গাপুজোর বর্ধিত প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সভায় শিল্প-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন পেশার মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মিত্র সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ছিল এবারের শতবার্ষিকী পুজোকে শিলিগুড়ি শহরের সকলের পুজো করে তুলতে সবার পরামর্শ ও সহযোগিতা চাওয়া। সভায় মন্ত্রী এবং বণিকসভার কয়েকজনের কাছ থেকে বেশ কিছু ভালো প্রস্তাব এবং সহযোগিতার আশ্বাস মেলে। মন্ত্রী শিলিগুড়ি শহরের ১০০ জন প্রবীণ নাগরিককে দিয়ে এই হেরিটেজ পুজোর উদ্বোধন করানোর প্রস্তাব দেন। মিত্র সম্মিলনীর সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য এবং সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্যের বয়ানে জানা গেল, মহালয়ার দিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা হবে। দ্বিতীয়ার দিন হবে শহরের সমস্ত স্তরের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক তথা মিত্র সম্মিলনীর নাট্যকার ও পরিচালক সুদীপ রাহার বক্তব্যে জানা গেল, শতবার্ষিকী দুর্গাপুজোকে স্মরণীয় করতে একটি গবেষণাধর্মী স্মরণিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। এই স্মরণিকা ভবিষ্যৎ শিলিগুড়ির ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে চলেছে।

শুধু শংকরই যে দুই প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য এবং গৌতম দেবের প্রশংসা করেছেন তা নয়। এদিন তাঁরাও শংকরের কাজের গতিময়তার প্রশংসা করেন। এদিন তাঁদের নিজেদের মধ্যে হাসিমুখে কথা বলতেও দেখা যায়। গৌতম মিত্র সম্মিলনীকে সাধ্যমতো সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে গিয়ে বলেন, 'শংকরের সুযোগ বেশি ও আরও ভালো সহযোগিতা করতে পারবে।'

অশোক একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস দার্জিলিংয়ে যাচ্ছেন শুনে তখনকার কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য সত্যেন মজুমদারের মা সকাল থেকেই হিলকার্ট রোডের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। টয় ট্রেনে দেশবন্ধুর দেখা পেতেই তিনি নমস্কার করেন। দেশবন্ধুও প্রত্যুত্তরে নমস্কার করেছিলেন। অশোকের দাবি, সেই ঘটনার এবার ১০০ বছর পূর্তি হয়েছে। মিত্র সম্মিলনীর একশো বছরের পুজোয় আরও হয়তো অনেক নতুন ১০০ বছরের মাইলস্টোনের সন্ধান মিলবে।

মিত্র সম্মিলনীর প্রেক্ষাগৃহে শংকর ঘোষ, অশোক ভট্টাচার্য ও গৌতম দেব। শিলিগুড়িতে মঙ্গলবার।

পুজোয় আরও বড় বুকস্টল

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : উৎসবের মরশুমে জনসংযোগে জোর দিয়ে দুর্গাপুজোয় এবার শিলিগুড়িতে বড় হচ্ছে সিপিএমের বুকস্টল। বাড়ছে বইয়ের সংখ্যাও। সোমবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এবিষয়ে জেলা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করার পর পুজোর বুকস্টল নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছে সিপিএমের প্রতিটি এরিয়া কমিটি।

বইয়ের তালিকায় মার্কসীয় পত্রপত্রিকার ও প্রগতিশীল সাহিত্যের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বই থাকবে। এ ছাড়াও তরুণ প্রজন্মের উপযোগী সাম্প্রতিক ইস্যুভিত্তিক বইও রাখা হবে। ছোটদের জন্য থাকবে গল্পের বই। ইতিমধ্যেই প্রতিটি এরিয়া কমিটির সঙ্গে বুক ডিস্ট্রিবিউশন এবং স্টলের সাজসজ্জা নিয়ে বৈঠক হয়েছে।

শুধু বই বিক্রি নয়, সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগও করা হবে স্টল থেকে। সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক জানান, স্টলে এবার আরও বেশি বই রাখা হবে।

চুরির অভিযোগে ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : ভক্তিনগর থানা এলাকার চেকপোস্ট অঞ্চলে চুরি! ফুটপাথে চায়ের দোকান করে পেট চালানো এক ব্যবসায়ীর দোকানে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, দোকান বন্ধ থাকার সুযোগে এক তরুণ গ্যাস সিলিন্ডার, চায়ের কেটলি এবং বিভিন্ন বাসনপত্র এবং অন্য জিনিস চুরি করে চম্পট দেন। ঘটনায় ওই ব্যবসায়ী ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে অভিযুক্ত তরুণের সন্ধান মেলে। সঞ্জীব দানাল নামে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের লিম্বু বস্তি এলাকার ওই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দাবি, অভিযুক্ত তরুণের কাছ থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার ধৃত সঞ্জীবকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেপ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : শিবমন্দিরের একটি মল থেকে ১২ সেপ্টেম্বর রাতে এসির পাইপ চুরি হয়। মল কর্তৃপক্ষ মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তদন্তে নেমে ওইদিন রাতেই চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে নিকি দাস (২৬) নামে এক তরুণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে ২ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সেলফি উইথ 'বাপ্পা'। রয়েল মোড়ে গণেশপুজোর মণ্ডপে দর্শনার্থীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। ছবি : সূত্রধর

বিক্ষোভ তৃণমূলের

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : নাগরিক পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ি পুরনিগমে হাজির হন তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক প্রাক্তন কাউন্সিলার। জেলা সভাপতি কুন্তল রায়ের নেতৃত্বে তাঁরা পুর কমিশনার বীরবিক্রম রাইয়ের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দিতে চেয়েছিলেন। তাঁদের দাবি, দুপুর ১টা নাগাদ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সময় দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু কমিশনার ব্যস্ত থাকায় ফিন্যান্স অফিসারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে বলা হয়। এতে ক্ষুব্ধ হন প্রাক্তন কাউন্সিলাররা। এরপরই তাঁরা পুর কমিশনারের ঘরের সামনে জমায়েত হয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, পুরনিগমে একনায়কতন্ত্র চলছে এবং পুর কমিশনার দলদাসে পরিণত হয়েছেন। নাম না করে বিজেপির বিরুদ্ধেও তাঁরা আঙুল তোলেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুর কর্মীদের একাংশও হতচকিত হয়ে পড়েন। অভিযোগ, পুর কর্মীদের কমিশনারের ঘরে ঢুকতেও বাধা দেওয়া হয়।

কুন্তল রায় বলেন, 'কমিশনারের পিএ-র মাধ্যমে আমাদের সময় দেওয়া হয়েছিল। এদিন কমিশনার ঘরেই ছিলেন। যদিও উনি সময় দিলেন না। হয়তো রাজনৈতিক গড ফাদারের তরফে অনুমতি পাননি। উনি একটি দলদাসে পরিণত হয়েছেন। এখানে একটি দলের একনায়কতন্ত্র চলছে। তা রুখতে যা করতে হয় করব। প্রয়োজনে পুর প্রশাসকের সঙ্গেও দেখা করব।' তৃণমূলের অভিযোগের বিষয়ে পুর কমিশনার বলেন, 'ওই সময় একটি পূর্বনির্ধারিত বৈঠক ছিল। অন্যদিকে, অনুমতি ছাড়াই

দলদাস বলে তোপ পুর কমিশনারকে

এদিন তাঁরা স্মারকলিপি জমা দিতে এসেছিলেন। তবে তাঁদের ফিরে যেতে হয়নি। সচিবের কাছে যাতে তাঁরা স্মারকলিপি জমা দিতে পারেন সেবিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।'

প্রাক্তন কাউন্সিলারদের অভিযোগ, পুর কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় স্মারকলিপিতে তুলে ধরতেই তাঁরা পুরনিগমে এসেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, নির্ধারিত সময়ের কথা জানানো সত্ত্বেও কমিশনার তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং কমিশনারের ঘরের সামনে স্লোগান দিতে থাকেন। পরে সচিবের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে। পুলিশও সেখানে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখে। ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য পুরনিগম চত্বরে উত্তেজনা তৈরি হয়।

এদিকে, কমিশনারের তরফে এক পুর কর্মী এসে জানান, সচিবের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া যাবে। তবে সচিব তখন অফিসে ছিলেন না। প্রায় ২০ মিনিট পরে তিনি আসবেন বলে জানানো হয়। ততক্ষণ অপেক্ষা করতে বলা হয়। এরপর ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হয়। এর মধ্যেই পুর কর্তৃপক্ষ শিলিগুড়ি থানায় খবর দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাক্তন কাউন্সিলারদের সঙ্গে কথা বলে। পরিস্থিতি যাতে ফের উত্তপ্ত না হয়, সেদিকেও নজর রাখে পুলিশ। পরে সচিব এলে তাঁর কাছে স্মারকলিপি জমা দেন তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলাররা।

তৃণমূলের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন দাবি করেন। তিনি বলেন, 'কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে হলে কিছু নিয়ম আছে। চিঠি দিতে হয়। তা কি তৃণমূলের তরফে দেওয়া হয়েছিল? তাহলে তারা তা প্রকাশ্যে আনুক।'

আগাম না জানানোয় ক্ষোভ

দোকান-ঝুপড়ি ভাঙল বুলডোজার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : আদালতের নির্দেশে মঙ্গলবার জলপাই মোড় এলাকার অবৈধ নির্মাণ আর্থমুভার দিয়ে ভেঙে দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। অভিযোগ, কয়েকটি পরিবার এক ব্যক্তির জমি দখল করে দোকান বানিয়েছিল। একটি পরিবার রাস্তার পাশে পূর্ত দপ্তরের জমি দখল করে কাবাড়ির দোকান চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। সেই দোকানের পসরা রাস্তা অবধি চলে এসেছিল। যে ব্যক্তির জমি দখল করা হয়েছিল বলে অভিযোগ, তিনি আদালতে মামলা করেছিলেন। আদালতের নির্দেশেই এদিন ওই জায়গার সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলাকে ফোন করা হলেও তিনি মোবাইলে সাড়া না দেওয়ায় অভিযান নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

পুরনিগম আগে একবার জলপাই মোড়ে রাস্তা দখল করে কাবাড়ির ব্যবসা বন্ধ করতে অভিযান করেছিল। পুরকর্মীরা সেই সময় অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিলেও সেগুলো আবার গজিয়ে ওঠে।

অভিযান বন্ধ করতে স্থানীয়রা এদিন রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দেয়। অভিযানের বিষয়ে কেন আগাম তাঁদের জানানো হল না তা নিয়ে স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এদিন ইমরান আলমের টায়ারের দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। ইমরান বলেন, 'টায়ারের দোকানের পেছনের বিল্ডিংটি আমাদের। বাড়ির সামনের অংশে দোকান না করলে জায়গা দখল হয়ে যাবে। তাই আমরা বাড়ির সামনে দোকান দিয়েছি। পুরনিগম যদি আমাদের আগে জানাত, তাহলে আমরা জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে পারতাম। ইচ্ছে করে আমাদের পরিবারের সদস্যদের দোকান ভাঙা হয়েছে।'

এদিনের অভিযানের পর কোথায় যাবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন নুরজাহান খাতুন, মহুয়া গুহরা। নুরজাহানের কথায়, 'প্রায় ৭০ বছর ধরে এখানে বসবাস করছি। টায়ার এবং কাবাড়ির দোকানগুলি যেখানে রয়েছে, সেটা অন্য একজনের জায়গা। ওই ব্যক্তির মামলার ভিত্তিতে পুরনিগম অভিযান করে। কিন্তু অন্য অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে এসে আমাদের ঘর, দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'যদি আমাদের সরাতেই হয় তাহলে সেটা পূর্ত দপ্তরের করার কথা। পুরনিগম কেন আমাদের ঘর ভাঙবে?'

হতাশ সুরে মহুয়া বলেন, 'আমার পরিবারে ১০ জন সদস্য আছে। বাড়িতে বাচ্চা এবং বুড়ো মানুষ আছে। এবার সবাইকে নিয়ে ঝড়-বৃষ্টির দিনে কোথায় যাব আমি?'

বর্ধমান রোডে উচ্ছেদ অভিযান। মঙ্গলবার।

সম্মাননা

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : টাওয়ার থেকে তরুণকে নামানোর প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন শিলিগুড়ির সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা। সেইজন্য তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা। এদিন কমিশনার অফিসে তাঁদের সম্মানীত করা হয়।

অস্থায়ী কর্মীদের বিক্ষোভ, উদ্ধার পুলিশের

মেডিকেলে তালাবন্দি দুই সুপারভাইজার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : অস্থায়ী কর্মীদের বেতন এবং কাজ দেওয়া নিয়ে সমস্যার জেরে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এজেন্সির দুই সুপারভাইজারকে সাড়ে তিন ঘণ্টা তালাবন্দি করে রাখা হয়। বিজেপি এবং ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)-এর তরফে এদিন বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে আন্দোলন হয়। অভিযোগ, সেখানেই সুপারভাইজাররা সদুত্তর দিতে না পারায় তাঁদের ঘরে আটকে রাখা হয়। পরে এজেন্সির তরফে মেডিকেল ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হলে পুলিশ তালা খুলে ওই দুজনকে উদ্ধার করে।

অস্থায়ী কর্মীদের অনেকে আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় সুপারস্পেশালিটি ব্লকে যে রোগীদের ভোগান্তি হয়, তা স্বীকার করেছেন হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর।

তবে অধ্যক্ষ ও সুপার দুজনেই জানাচ্ছেন, এটা এজেন্সির বিষয়। তাই কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপও করেনি।

সুপারস্পেশালিটি ব্লকে প্রতিদিন ১৭৬ জনকে কাজ করানোর নির্দেশ থাকলেও প্রায় ২০০ কর্মীকে নিয়েছে এজেন্সি। কোনও কর্মী ছুটি নিলে সেই জায়গায় রিজার্ভে থাকা কর্মীকে কাজ দেওয়া হয়। অভিযোগ, বিভিন্ন নেতা তাঁদের পছন্দের লোকজনকে

- বিজেপি এবং বিএমএস-এর তরফে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে আন্দোলন করা হয়
- সুপারভাইজাররা সদুত্তর দিতে না পারায় ঘরে আটকে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, অভিযোগ
- কয়েক ঘণ্টা পরে পুলিশ এসে তালা খুলে ওই দুজনকে উদ্ধার করে

কাজে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। পরিস্থিতির চাপে এজেন্সি আরও কয়েকজনকে নিয়োগ করে। তবে তাঁদের নিয়মিত কাজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এজেন্সির কর্তা অনিমেশ দাস বলছেন, 'প্রতিদিন যে কর্মী বরাদ্দ, তার বাইরে তো কাজ দেওয়া সম্ভব নয়।' এদিকে, সুপারস্পেশালিটি ব্লকের অস্থায়ী কর্মীরা মঙ্গলবার পর্যন্ত অগাস্ট মাসের বেতন পাননি, যা নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে বিজেপির মেডিকেল মণ্ডলের সভাপতি প্রদীপ দেবনাথ ও বিএমএস নেতা কৌশিক করের নেতৃত্বে সংগঠনের নেতাকর্মীরা সুপারস্পেশালিটি ব্লকে আসেন। তাঁরা এজেন্সির দুই সুপারভাইজারের কাছে উপযুক্ত জবাব না পেয়ে সকাল ১১টা নাগাদ তাঁদের ঘরে আটকে তালা মেরে দেন। এদিন বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখাতে এসে রাজগঞ্জের সুবোধ দত্ত বললেন, 'কোথায় কোন বহির্বিভাগ বুঝতে পারছি না। কারও কাছে যে জিজ্ঞাসা করব, তেমন কর্মীও নেই।'

বিজেপির মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ দেবনাথ বলছেন, 'বিএমএসের কর্মসূচি ছিল। তাঁকে ডাকা হয়েছিল বলে গিয়েছিলেন।' এদিকে, বিএমএস নেতা কৌশিক কর বলেছেন, 'সমস্ত জায়গায় তোলাবাজি চলছে। অথচ গরিব মানুষকে কাজ দেওয়া হচ্ছে না। এসব চলবে না।'

কলেজে ক্লাস নেবেন ডিএম, এসডিও

সাগর বাগচী ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : পুজোর পর থেকে প্রতি মাসে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় ও শিলিগুড়ি কলেজে জেলা শাসক (ডিএম) ও মহকুমা শাসক (এসডিও)-রা ক্লাস নেবেন। প্রশাসনের কর্তারা পড়ুয়াদের ইউপিএসসি সহ বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণও দেবেন। মঙ্গলবার সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের ২৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে এমনই জানান রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী তথা কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শংকর ঘোষ। ইতিমধ্যে জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকের সঙ্গে ক্লাস নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে শংকর বৈঠক করেছেন। এদিন কলেজে বহিরাগতদের প্রবেশ রুখতে কড়া নিয়ম চালু করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শংকর।

কলেজে আসার আগে শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলে দুটি ক্লাসঘরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী। সেখানে পড়ুয়াদের ব্রতচারীর উপকারিতা বুঝিয়েছেন তিনি। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আর্থিক সাহায্যে ক্লাসঘরগুলি তৈরি হয়েছে। স্কুলে লেখাপড়ার পাশাপাশি পড়ুয়াদের ব্রতচারী শেখানো হচ্ছে শুনে খুশি হয়ে শংকর বলেন, 'ব্রতচারীর অনেক উপকারিতা আছে, যা শরীর ও মনকে সুস্থ রাখে।'

পড়ুয়াদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও ব্রতচারী করার

স্কুলে ব্রতচারীর উপকারিতা মনে করালেন শংকর

শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলে মন্ত্রী শংকর ঘোষ। মঙ্গলবার।

আবেদন জানান মন্ত্রী। অভিভাবকদের মধ্যে যাতে সন্তানদের সরকারি স্কুলে ভর্তি করানোর প্রতি ঝোঁক বাড়ে, সেদিকে নজর দিতে হবে বলে শিক্ষকদের পরামর্শ দেন শংকর। স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চা ও খেলাধুলো বাড়ানোর কথা বলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এসজেডিএ-র এইও সঞ্জয় মালাকার।

খুদেরা যাতে স্মার্ট ক্লাসঘরে পড়াশোনার সুযোগ পায়, বহুদিন ধরেই সেই চেষ্টা করছে শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুল কর্তৃপক্ষ। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কাঞ্চন দাস বলেছেন, 'পড়ুয়ারা যাতে এই দুটো ঘরে স্মার্ট লার্নিংয়ের সুবিধা পায়, সেই চেষ্টা করছি। একটা ঘরে কম্পিউটার লার্নিং এবং আরেকটি ঘরে স্মার্ট বোর্ডের মাধ্যমে যাতে পড়ুয়াদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়, সে চেষ্টা করছি।'

অন্যদিকে, কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে কলেজের পড়ুয়ারা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রীর পাশাপাশি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় ও শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা উপস্থিত ছিলেন। পুজোর আগে কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে শংকর বৈঠক করবেন বলে জানিয়েছেন। মন্ত্রী বলেন, 'পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতে জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকরা যাতে প্রতি মাসে কলেজগুলিতে একটি করে ক্লাস নেন, সেই আবেদন করেছি। একজন আইএএস অফিসার কীভাবে পড়াশোনা করেছেন, তাঁর একাগ্রতা- সেসব পড়ুয়ারা জানলে উপকৃত হবেন। জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁরা পুজোর পর ক্লাস নেবেন।'

আগামী সপ্তাহে মহকুমা শাসক কলেজে এসে বৈঠক করবেন বলে জানিয়েছেন সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ প্রণব মিশ্র। তাঁর কথায়, 'কীভাবে মহকুমা শাসক ক্লাস নেবেন, সে বিষয়ে বৈঠক হবে।'

কলেজের গণ্ডি বহু বছর আগে পেরোনো কিছু 'দাদা' যেন কলেজকে ভুলতে পারে না। বিগত সরকারের আমলেও দেখা গিয়েছে, প্রাক্তনীরাই কলেজের সর্বেসর্বা ছিলেন। পালাবদলের পরও শহরের বিভিন্ন কলেজে বহিরাগতদের দাদাগিরির ঘটনা সামনে আসছে। এর আগে কলেজ চলাকালীন বহিরাগতদের প্রবেশে মন্ত্রী ইতি টানতে চেয়েছিলেন। তারপরও শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ে বহিরাগতরা ঢুকে পড়ুয়াদের মারধর করেছে।

এদিন শংকর ফের বলেন, 'কলেজ চলাকালীন ক্যাম্পাস কেবল বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য। প্রাক্তনীরা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন করবেন। কলেজ চলাকালীন ক্যাম্পাস প্রাক্তনীদের জন্য নয়। প্রবেশে বিধিনিষেধ থাকবে। বিষয়টি যাতে সুনিশ্চিত হয়, সেজন্য প্রত্যেককে দায়িত্ব নিতে হবে। প্রয়োজন হলে নিয়মাবলি চালু করব।'

পৃথিবীর পাঠশালা

ত্বক দিয়ে আলো দেখার ক্ষমতা

কাটলেফিশ কেবল সমুদ্রের অন্যতম বুদ্ধিমান প্রাণীই নয়, এদের শরীরে রয়েছে এক অবিশ্বাস্য দৃষ্টিশক্তি। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে এরা চোখ ছাড়াও নিজেদের গায়ের ত্বকের সাহায্যে চারপাশের আলোর তারতম্য এবং রং বুঝতে পারে। এদের ত্বকের কোষগুলোতে রেটিনার মতো বিশেষ আলোক-সংবেদনশীল উপাদান থাকে। এই ক্ষমতার জোরেই এরা অন্ধকারের মধ্যেও চোখের ব্যবহার না করেই চারপাশের পটভূমির সঙ্গে নিজেদের গায়ের রং নিখুঁতভাবে মিলিয়ে ফেলতে পারে।

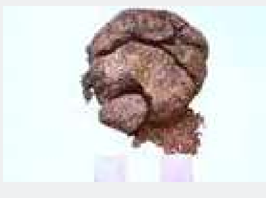

দু'হাজার বছরের পুরোনো রুটি

ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে প্রাচীন রোমান শহর হারকিউলেনিয়াম ছাইয়ের নীচে চাপা পড়েছিল। আধুনিক যুগে সেখানে খননকাজ চালানোর সময় প্রত্নতাত্ত্বিকরা আস্ত একটি গোলাকার পাউরুটি উদ্ধার করেন। আগুনের তাপে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়ার কারণে এটি ব্যাকটিরিয়ার হাত থেকে বেঁচে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে অবিকল রয়ে গিয়েছে। এমনকি রুটির গায়ে রোমান বেকারির বিশেষ সিলমোহরটিও আজও স্পষ্ট পড়া যায়।

প্লাস্টিক খেয়ে ফেলা ব্যাকটিরিয়া

প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশের জন্য এক মারাত্মক অভিশাপ, যা নষ্ট হতে শত শত বছর সময় লাগে। কিন্তু জাপানের একদল বিজ্ঞানী একটি আবর্জনার স্তূপ থেকে আইডিয়নেলো সাকাইয়েনসিস নামের এক অদ্ভুত ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার করেছেন। এই আণুবীক্ষণিক জীবগুলো প্লাস্টিকের পলিমার বন্ধন ভেঙে তাকে নিজেদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এবং ক্ষতিকারক প্লাস্টিককে সম্পূর্ণ সাধারণ উপাদানে পরিণত করে। প্লাস্টিক দূষণ রোধে এটি বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত।

মহাকাশ ঘুরে আসা বনস্পতি

১৯৭১ সালে অ্যাপোলো চোদ্দো মিশনে মহাকাশচারী স্টুয়ার্ট রুসা প্রায় পাঁচশোটি বিভিন্ন গাছের বীজ নিজের ব্যাগে ভরে চাঁদের কক্ষপথে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহাকাশের ভরহীনতা এবং বিকিরণ বীজের ওপর কী প্রভাব ফেলে তা দেখাই ছিল উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে ফিরে আসার পর সেই বীজগুলো আমেরিকার বিভিন্ন উদ্যানে রোপণ করা হয়। আজ সেই বীজ থেকে বিশাল সব বনস্পতি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, যাদের ভালোবেসে মুন ট্রি বলা হয়।

৫ শাবকের জন্মেও বাড়েনি গন্ডারের সংখ্যা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : জন্মের আনন্দ এসেছে। তার পাশেই রয়েছে মৃত্যুর ছায়া। গত পাঁচ থেকে ছয় মাসে গরুমারার জঙ্গলে জন্ম নিয়েছে পাঁচটি গন্ডার শাবক। নতুন প্রাণের আগমনে খুশি বন দপ্তর। কিন্তু বিভিন্ন কারণে গত প্রায় এক বছরে মৃত্যু হয়েছে প্রায় পাঁচটি গন্ডারের। ফলে নতুন শাবক জন্মালেও গরুমারায় গন্ডারের সংখ্যা আপাতত বাড়েনি।

২০২৫ সালের মার্চে হওয়া গন্ডার শুমারিতে গরুমারায় ৬১টি গন্ডারের সন্ধান মিলেছিল। এরপর একের পর এক গন্ডারের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে নতুন শাবক। দুইয়ের হিসাব মেলাতে গিয়ে গন্ডারের সংখ্যা এখনও ৬১টির আশপাশেই রয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, গত পাঁচ থেকে ছয় মাসে পাঁচটি গন্ডার শাবকের জন্ম হয়েছে। সেগুলি এখনও ছোট। তাই শাবকগুলির লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায় মাঝেমধ্যেই তাদের দেখা মিলছে। নতুন শাবকদের ঘিরে তাই আশার ছবি দেখছে বন দপ্তর। গন্ডারের সংখ্যা ধরে রাখার পাশাপাশি আগামীদিনে শাবকগুলিকে সুস্থভাবে প্রাপ্তবয়স্ক করে তোলাই এখন অন্যতম লক্ষ্য।

তবে আনন্দের পাশেই রয়েছে মৃত্যুর হিসাব। গত প্রায় এক বছরে বিভিন্ন কারণে গরুমারায় প্রায় পাঁচ গন্ডারের মৃত্যু হয়েছে। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে জলঢাকা নদীর জল হঠাৎ বেড়ে যায়। জলোচ্ছ্বাসের জলে একইসঙ্গে দুটি গন্ডারের মৃত্যু হয়। এছাড়াও প্রাকৃতিক কারণে দুটি গন্ডারের মৃত্যু হয়েছে। নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের জেরেও একটি গন্ডারের মৃত্যু হয়েছে। ফলে নতুন শাবকের জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যাও প্রায় সমান হয়েছে। গরুমারায় গন্ডারের মোট সংখ্যা তাই আপাতত একই জায়গায় রয়েছে।

গরুমারায় গন্ডার এখন ৬১টি।

নতুন শাবকদের নিরাপত্তার পাশাপাশি বড় গন্ডারগুলির গতিবিধির উপরও নজর রাখছে বন দপ্তর। কারণ, মাঝেমধ্যেই গরুমারা জঙ্গল থেকে গন্ডার বেরিয়ে লোকালয়ের দিকে চলে আসছে। ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই এলাকায় এমন ঘটনা তুলনামূলক বেশি দেখা যাচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ আগে রামশাইয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়া একটি বড় গন্ডারের হানায় এক গ্রামবাসী আহত হন। পরে বনকর্মীরা গন্ডারটিকে নিরাপদে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেন। বন দপ্তর সূত্রে খবর, বর্তমানে সেটি জঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানান, গন্ডারগুলির নিরাপত্তার জন্য জঙ্গলে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। কোনও গন্ডার যাতে লোকালয়ের দিকে বেরিয়ে এসে মানুষের সঙ্গে সংঘাতে না জড়ায়, সেজন্য ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হচ্ছে। বড় গন্ডারগুলির পাশাপাশি সদ্য জন্ম নেওয়া শাবকদের উপরও বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। কুনকি হাতির পিঠে চেপে বনকর্মীরা জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছেন।

বন দপ্তরের আশা, সদ্য জন্ম নেওয়া পাঁচটি শাবক সুস্থভাবে বেড়ে উঠলে আগামী গন্ডার শুমারিতে তার প্রতিফলন দেখা যাবে। আপাতত জন্ম ও মৃত্যুর সমীকরণে সংখ্যা ৬১টির আশপাশে থাকলেও নতুন শাবকদের ঘিরেই ভবিষ্যতে গরুমারায় গন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধির আশা দেখছেন বনকর্মীরা।

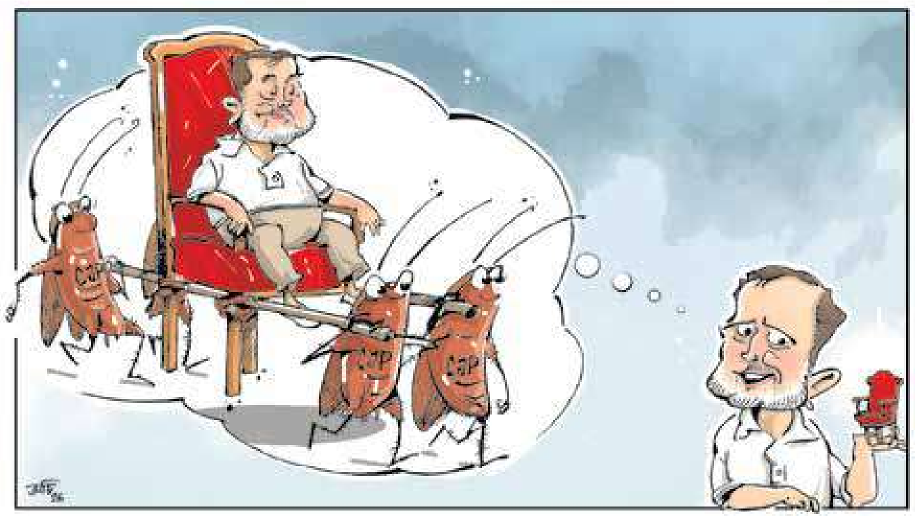

সাসপেন্ড আইসি

কিশনগঞ্জ, ১৫ সেপ্টেম্বর : মাদক পাচারকারীদের সঙ্গে যোগসাজশ ও সাহায্যের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় নেপাল সীমান্তের গলগলিয়া থানার আইসি রাকেশ কুমারকে সাসপেন্ড করলেন পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার। পুলিশ সূত্রে খবর, ব্রাউন সুগার, হেরোইন ও বিদেশি মদ পাচারকারীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের অভিযোগ ওঠে। ৯ সেপ্টেম্বর মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় রাকেশের সন্দেহজনক আচরণের সুযোগে কয়েক জন পাচারকারী পালিয়ে যায়। এরপর পুলিশ সুপারের নির্দেশে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মনোজকুমার সিংয়ের নেতৃত্বে এসআইটি গঠন করে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে মোবাইলের লোকেশন ও প্রযুক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে দীর্ঘদিন ধরে পাচারকারীদের মেন্টর হিসেবে কাজ এবং অভিযানের খবর পাচারকারীদের জানিয়ে দেওয়ার অভিযোগের উল্লেখ করা হয়।

সিকিমে ফের ধস

৩৮টি পরিবারকে সরাল প্রশাসন

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : সিকিমেও ভয় ধরাচ্ছে প্রকৃতি। প্রবল বর্ষণের জেরে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় যেমন ধস নামছে, তেমনই নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছেন প্রচুর মানুষ। প্রশাসনিক তৎপরতায় ধসপ্রবণ এলাকাগুলি থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হলেও, চিহ্নিত ধসপ্রবণ এলাকার বাইরে যেভাবে নতুন করে ধস নামছে, তাতে উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসনিক মহলেও। আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির পরিবর্তনেই যে এমন হঠাৎ প্রবল বৃষ্টি, তা বুঝতে পারছেন আবহবিদ ও বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে কর্তব্য কী, সেই পরামর্শ দিতে পারছেন না তাঁরা। একের পর এক রাস্তা ধসের জেরে বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, তার প্রভাব পুজো পর্যটনে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কিত পর্যটন মহল।

প্রকৃতির রোষে পাহাড়ি রাজ্য সিকিমও। সোমবার পশ্চিম সিকিমের রিম্বিতে বড় ধরনের ধস নামায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুটি বাড়ি। পরিবার দুটিকে ঘটনার পরেই নিরাপদ আশ্রয়ে (বা সেফ শেলটারে) রাখার ব্যবস্থা করে স্থানীয় প্রশাসন। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে একই জায়গায় নতুন করে ধস শুরু হওয়ায় ঝুঁকি এড়াতে রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের তরফে ৩৮টি পরিবারকে নিরাপদ আশ্রয়ে (সেফ শেলটার) সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ধসপ্রবণ এলাকার কিছুটা দূরে থাকা পরিবারগুলিকেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। এদিন প্রশাসনের একটি প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এলাকায় মাইকিং করা হয়। স্থানীয় মহকুমা শাসক ভবেশ খায়েলিয়া বলেন, 'অস্বাভাবিক প্রবল বর্ষণের জেরেই একের পর এক ধস নামার ঘটনা ঘটছে। উদ্ধারকাজে সমস্যা হলেও প্রশাসন সচেষ্ট রয়েছে। আমাদের তরফে বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

প্রবল বর্ষণের জেরে ক্ষতির মুখে উত্তর সিকিমও। লায়ক-কিয়ং নদীতে এতটাই জলস্ফীতি ঘটে যে একটি কাঠের সেতু ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্ধ হয়ে যায় এই পথে যান চলাচল। সেতুটি জলের স্রোতে উড়ে না গেলেও, এমন অবস্থায় রয়েছে যে তার ওপর দিয়ে হেঁটে চলাচল করতেও ভয় পাচ্ছেন স্থানীয়রা। জংগুর লিংডেম-লাচেন রোড দিয়ে কবে চলাচল শুরু হবে, বুঝতে পারছেন না কেউই। সেতু সংস্কারে মঙ্গলবার উদ্যোগ নিয়েছিল

লায়ক-কিয়ং নদীতে ক্ষতিগ্রস্ত সেতু।

প্রশাসন। কিন্তু প্রবল বর্ষণের জেরে কাজে হাত দিতে পারেননি কর্মীরা। বুধবার আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে সেতু মেরামত করা হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। তবে আবহাওয়া দপ্তরের গ্যাংটক কার্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত বৃষ্টি কমার তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং উত্তর ও পশ্চিম সিকিমে আগামী দু'দিন প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নদীর জল বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি কয়েকটি এলাকায় ধস শুরু হওয়ায় প্রশাসনের তরফে জংগুর বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কার্যত এক মাস বাকি দুর্গাপুজোর। ফলে ধসের জেরে বিভিন্ন রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পুজো পর্যটন নিয়ে আশঙ্কার মেঘ জমাট বেঁধেছে সিকিমে। সিকিমের পর্যটন ব্যবসায়ী রাজু গুপ্তা বলেন, 'বর্ষা শেষ হলে রাস্তা মেরামতে জোর দেবে প্রশাসন। কিন্তু বুকিংয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তো থাকছেই।'

ব্রিকস মঞ্চে ভারত-চিন-রাশিয়ার সমন্বয়

আশায় ভারতের হবু ডাক্তাররা

শুভদীপ ব্যানার্জি

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : ব্রিকসের মঞ্চে ভারত-চিন-রাশিয়ার সমন্বয়ের ছবিতে সুখবরের অপেক্ষায় ডাক্তার হতে চাওয়া এদেশের পড়ুয়ারা। বেশ কয়েক বছর আগে পড়ুয়া বিনিময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাশিয়ার সরকার। যদিও লাল ফিতের ফাঁসে জড়িয়ে পড়ে সেই উদ্যোগ। তবে এবার ব্রিকস সম্মেলনে রুশ প্রতিনিধিদল বার্তা দিয়ে গিয়েছে, ভারতীয় ডাক্তারি পড়ুয়াদের স্বাগত জানাতে তৈরি হচ্ছে ফার্স্ট মস্কো স্টেট মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, কাজান ফেডেরাল ইউনিভার্সিটি, ভলগোগ্রাদ স্টেট মেডিকেল ইউনিভার্সিটির মতো সরকারি চিকিৎসা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি।

ফলে ভারতীয় পড়ুয়াদের অনেকেই সুযোগ পাবেন এইসব ভরতুকিপ্রাপ্ত রুশ মেডিকেল কলেজে। ভারত সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই মুহূর্তে রাশিয়ায় প্রায় ২৩ হাজার এদেশের ডাক্তারি পড়ুয়া রয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যা আছে উত্তরবঙ্গের। ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের আগে এদেশ থেকে প্রচুর পড়ুয়া পাড়ি দিতেন কিভে। যুদ্ধ শুরুর পরে ডাক্তারি পড়তে আগ্রহী ভারতীয় পড়ুয়ারা ছুটেছেন জর্জিয়া, এমনকি লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়ার মতো পূর্ব ইউরোপের দেশে।

এখন নতুন করে এগোতে চাইছে পুতিন সরকারের শিক্ষামন্ত্রক। ব্রিকসে যোগ দিতে রাশিয়ার সরকারি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এসেছিলেন 'থিংক ব্রিকস' নামে এক সংস্থার শীর্ষকর্তা আনাস্তাশিয়া গালিয়াকোভা। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে মস্কো। আমরা চাই, আরও বেশি ভারতীয় ডাক্তারি পড়ুয়া আসুন রাশিয়ায়। কিছু প্রক্রিয়াগত জটিলতা আছে। কিছু আসন সংরক্ষিত থাকে। সেই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে বার্তা দিয়েছেন খোদ প্রেসিডেন্ট পুতিন। আশা করি, এবার কাজ হবে।'

- ব্রিকস সমন্বয়ের আবহে ভারতীয় ডাক্তারি পড়ুয়াদের জন্য দরজা খুলতে উদ্যোগী মস্কো
- ফার্স্ট মস্কো স্টেট, কাজান ও ভলগোগ্রাদের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানে বাড়তে পারে সুযোগ
- দ্বাদশে ৫০ শতাংশ নম্বর পেলেই ভর্তির সুযোগ

নয়ডার এক পরামর্শদাতা সংস্থা 'রাস এডুকেশন'-এর এক কর্তা অবশ্য মনে করেন, শুধু মস্কো চাইলেই হবে না। এগিয়ে আসতে হবে ভারতকেও। অনেক সময় বিদেশের ডাক্তারি ডিগ্রি এদেশের সব প্রতিষ্ঠানে সমান স্বীকৃতি পায় না। তখন আলাদা করে পরীক্ষায় বসে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। সেদিকে দেখুক মোদি সরকার।

একজন ডাক্তারি পড়ুয়ার রাশিয়ায় পড়াশোনা শেষ করতে বছরে তিন থেকে সাত হাজার ডলার খরচ হয়। দ্বাদশে ৫০ শতাংশ নম্বর পেলেই রাশিয়ায় চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ার সুযোগ মেলে। তাই ভারতের মেডিকেল কলেজে সুযোগ না পেলে অনেকের প্রথম পছন্দ হয় রাশিয়ার মেডিকেল কলেজ। বালুরঘাটের স্নেহা বিশ্বাস রাশিয়ার কাজান থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসে এখন নয়ডার এক বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত। তিনি বললেন, 'ভাষাটা তেমন বড় সমস্যা হয় না। তবে, দু'দেশের স্বাস্থ্যশিক্ষার পাঠক্রমে কিছু পার্থক্য আছে। যাঁরা যান, তাঁরা সব জেনেই ভর্তি হন।'

চিনেও যান অনেক ডাক্তারি পড়ুয়া। বিদেশমন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখন অন্তত ২০ হাজার ভারতীয় ছাত্রছাত্রী চিনের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে পড়ছেন। করোনার আগে সংখ্যাটা ২৫ হাজার ছাড়িয়েছিল। যদিও রাশিয়ার তুলনায় চিনে ডাক্তারি পড়ার খরচ বেশি। ভারতীয় মুদ্রায় ৩৫ লাখের বেশি খরচ হতে পারে। এর মধ্যে ৫ বছরের ডিগ্রি এবং এক বছরের ইন্টার্নশিপ থাকে।

চিনের সাদার্ন মেডিকেল ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে দেশে ফিরে এখন এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহ্য চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'পড়াশোনার মানে আকাশপাতাল ফারাক না থাকলেও বিদেশি ডিগ্রির জন্য অনেকে রাশিয়া ও চিনে যাচ্ছেন। ব্রিকসের মঞ্চে তিন দেশের মধ্যে তালমিল বাড়লে লাভবান হবেন এদেশের পড়ুয়ারা।'

আলো ছড়াচ্ছেন

প্রথম পাতার পর

তাই ছাত্রদের পড়াতে বন্যার্ত শিবিরে যাচ্ছি।'

মানিকচক থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পর মাস্টার ডিগ্রির জন্য গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও আর্থিক অভাবে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে পারেননি তিনি। চাষাবাদের পাশাপাশি টিউশন পড়িয়ে থাকেন। গৌরাঙ্গ বলেন, 'বন্যার জন্য ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া লাটে উঠেছে। সপ্তাহখানেক ধরে বইখাতা উলটে দেখেনি পড়ুয়ারা।' খবর পেয়েই ত্রাণশিবিরে পড়াতে ছুটেছেন গৌরাঙ্গ। সেখানে গিয়ে দেখেন, তাঁর পাঁচজন ছাত্র রয়েছে, কিন্তু বই নিয়ে হাজির আরও জনাদশেক বাচ্চা। যতদিন দুর্যোগ চলবে, বিনা পয়সায় সবাইকে পড়াবেন তিনি।

শুধু গৌরাঙ্গ নন, বন্যার্তদের ভালোবেসে পড়াচ্ছেন মডেল স্কুলের শিক্ষাকর্মী নিতাই হাজরাও। বিকেলের দিকে নিয়ম করে জনা পঁচিশেক পড়ুয়াকে হস্টেলের ভেতরেই পড়ান তিনি। নিতাই জানান, তাঁদের হস্টেলে ভূতনির সামরুদ্দিনটোলার ২১৭টি পরিবার সহ দক্ষিণ চণ্ডীপুর ও হীরানন্দপুরের বানভাসি মানুষজন আশ্রয় নিয়েছেন। সরকারিভাবে খাবারের পাশাপাশি ছোটদের পড়াশোনার বিষয়টিও তিনি নিজ দায়িত্বে দেখছেন।

জুলান্দিটোলার মর্জিনা বেওয়া বলেন, 'মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে জল বুকসমান উঠে যায়। ট্রাংকে থাকা জামাকাপড়, নথিপত্র ও চার বস্তা গম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এক ছেলে ও ছয় মেয়েকে নিয়ে মডেল স্কুলে এসে উঠেছি। গৌরাঙ্গ মাস্টার আর নিতাই হাজরা প্রতিদিন পড়াচ্ছেন, আমার মেয়েরাও সেখানেই পড়ছে।'

মডেল স্কুলের হস্টেলের বানভাসি পরিবারগুলো এদিন চমকে উঠেছিল মাস্টারমশাইকে দেখে। হইহই করে উঠেছিল খুদে পড়ুয়ারা। মাস্টারমশাই রোজ পড়াতে আসবেন শুনে সে কী আনন্দ তাদের। আর তাদের বাবা-মায়েদের কয়েকজন তো চোখ মুছলেন। চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন রেখে যাওয়া জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁদের চোখেও জল। তবে, সে জল আনন্দের- জীবনের গান শুনে।

'অটুট' বন্ধুত্ব

প্রথম পাতার পর

আবেদন করবেন, যাতে বুধবার স্থলপথেই সীমান্ত পেরিয়ে দেহটি বাংলাদেশে পাঠানো যায়। সেখান থেকে নওসাদের পরিবার বাড়ি নিয়ে যাবে।' রবিবার বিকেলে তিন পড়ুয়া কেনাকাটার কথা বলে স্কুলের হস্টেল থেকে বেরিয়েছিল। শপিং মল থেকে টোটোতে চেপে মহানন্দা ব্যারেজের কাছে নদীর ধারে পৌঁছে স্নান করতে নেমেছিল ওরা। দুই বন্ধু জলে তলিয়ে গেলেও একজন প্রাণে বাঁচে। সেদিন সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। সোমবার দিনভর এনডিআরএফ, রাজ্য পুলিশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা তল্লাশি চালান। অবশেষে এদিন ফুলে-ওঠা দেহ ভেসে ওঠে। স্থানীয় মহম্মদ সাদ্দামের কথায়, 'এভাবে একসঙ্গে তলিয়ে যাওয়ার পর একসঙ্গে দেহ ভেসে উঠতে দেখিনি আগে কখনও। হয়তো দুই বন্ধু শেষপর্যন্ত একে অপরকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল।'

প্রশাসনের প্রস্তুতি

প্রথম পাতার পর

তবে, বিতর্ক বেধেছে বিজেপি নেতাদের বৈঠকে অংশ নেওয়া নিয়ে। তাঁরা জনপ্রতিনিধি নন কিংবা সরকার মনোনীত কোনও পদে নেই।

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত গৌতম, সহ সভাপতি লক্ষ্মী শর্মা এবং সবিতা আগরওয়ালকে দেখা গিয়েছে এদিন। প্রশ্ন উঠছে, তৃণমূল কংগ্রেস আমলের ট্র্যাডিশন মেনে কি এখনও প্রশাসনের রাজনীতিকরণ চলবে?

হেমন্তর যুক্তি, 'আমাকে ডাকা হয়েছিল বলেই গিয়েছি। পেছনের সারিতে বসেছি। আমাদের কোনও ভূমিকা ছিল না।' অথচ বৈঠক শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউই বের হননি। লক্ষ্মীর দাবি, 'প্রশাসন প্রদীপ কিনে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে বিলি করবে। সেই কাজের তদারকিতে আমাদেরও দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু, আজকের প্রশাসনিক বৈঠকে মাথা ঘামাইনি।'

মহকুমা প্রশাসনের তরফে জানানো হচ্ছে, প্রত্যেক বিধানসভার জন্য ৫০ হাজার পিস প্রদীপ কিনে বিলি করা হবে। সরকারি সাহায্য পেয়েছে এমন পরিবারগুলিকে সেগুলি জ্বালাতে বলা হয়েছে। লক্ষ্মীর দাবি অনুযায়ী, সরকারের কেনা প্রদীপ বিলির তদারকির জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজেপি নেতাদের। তাঁরাই নাকি কোথায় কতগুলি প্রদীপ কীভাবে পৌঁছাবে এবং কোথাও না পৌঁছালে কী করতে হবে, সেই ব্যবস্থা করবেন।

বিতর্ক প্রসঙ্গে মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলার বক্তব্য, 'সবটাই প্রশাসনের আধিকারিকরা সামলাবেন। এছাড়া, লোক আনা থেকে ভিড় জমানো সহ শহরের তিন জায়গায় অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রশাসনেরই।'

ঠিক হয়েছে, ১৭ তারিখ মহানন্দার লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটে সন্ধ্যা আরতি হবে। বাঘা যতীন পার্কে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে পরিবেশিত হওয়ার কথা ভাওয়াইয়া গান, আদিবাসী নৃত্য। পাশাপাশি, নেপালিদের সংস্কৃতিও তুলে ধরা হবে। আরেকটি অনুষ্ঠান হবে জংশনে। সেখানে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পগুলির প্রচার চালানো হবে। দুর্গাপুজোর আগেই উৎসবমুখর হয়ে উঠবে শহর শিলিগুড়ি।

সন্ধ্যা আরতিতে ব্যবহারের জন্য এবং বাড়ি বাড়ি বিলি করতে দার্জিলিং জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্র পিছু ৫০ হাজার এবং অতিরিক্ত আরও ৫০ হাজার প্রদীপ কেনা হচ্ছে। মোট ৩ লক্ষ প্রদীপের জন্য সর্বোচ্চ খরচ ধরা হচ্ছে ১২ লক্ষ টাকা। পুরোটাই সরবরাহ করবে দিল্লির একটি সংস্থা। তবে, স্থানীয়দের তৈরি বাঙালির ঘরের পরিচিত মাটি নয়, মোমের প্রদীপ জ্বালানো হবে সেদিন।

জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলছিলেন, 'মাটির প্রদীপ বিলি করলে আলাদা করে তেল, সলতে দিতে হবে। সময় এবং ব্যয়সাপেক্ষ। শিলিগুড়িতে এত কম সময়ে এত বিপুল পরিমাণ বিকল্প ধরনের প্রদীপ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সরকার বলেছে সেটাই কিনতে।' শুধু দার্জিলিং নয়, একই সংস্থা রাজ্যের আরও কয়েকটি জেলায় মোমের তৈরি প্রদীপ সরবরাহের দায়িত্ব পেয়েছে।

প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তে হতাশ স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা। উৎসবের মরশুমে প্রশাসনের কাছ থেকে বড় কাজের বরাতের অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা। সুর চড়িয়েছেন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, 'মাটির প্রদীপের বদলে বাংলায় জ্বলবে মোমের দিয়া। বিজেপি হিন্দি বলয়ের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চাইছে। সরকারি টাকায় মোদির জন্মদিন পালন করবে বিজেপি।'

শিলিগুড়ি মহকুমার পাথরঘাটা, বাগডোগরা, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়াতেও নানা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের কথায়, 'প্রশাসনিক অনুষ্ঠান প্রশাসনের মতো করে হবে। দলের কেউ নাক গলাচ্ছে বলে জানা নেই।'

মন্ত্রী যাই বলুন না কেন, বিরোধীরা সরকারি কাজে শাসকদলের হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলছেন। সিপিএম নেতা সমনের কটাক্ষ, 'প্রশাসনকে দায়িত্ব ছাড়তে ভয় পাচ্ছে বিজেপি। তাই, দলের নেতাদের দিয়েই সরকারি অনুষ্ঠান পরিচালনার চেষ্টা করছে। আমরা প্রতিবাদ জানাব।'

আশাভঙ্গ ঋতব্রতদের

প্রথম পাতার পর

উলটে বসুনিয়ার মন্তব্যে এনসিপিআই-এর অন্দরে ফাটল ধরে। দলের সংসদীয় দলের মুখ্যসচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদারের কথায়, 'বসুনিয়ার মন্তব্য তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত, বাকি ১৯ জন আমরা এমনটা মনে করি না।'

এনসিপিআই সূত্রে খবর, এই 'অতি-উৎসাহী' মন্তব্যের জন্য কোচবিহারের সাংসদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। অন্যদিকে, বিজেপি-ঘনিষ্ঠ বলে জবরদস্ত প্রচার করেও শেষপর্যন্ত কোচবিহার জেলার সিতাইয়ে আর নিজের বাড়িতে থাকা হল না জগদীশের। একে তো সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি ১৭ জন এনসিপিআই সাংসদের পুজোর আগে বিজেপিতে যোগদানের ঘোষণা করলেও সেই সম্ভাবনা নাকচ করে দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

অন্যদিকে, সিতাইজুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন নেভাতে না পেরে মঙ্গলবার সকালে স্ত্রী সংগীতাকে নিয়ে সিতাই ছাড়েন জগদীশ। পরিস্থিতি এমন অগ্নিগর্ভ যে, তাঁর চলে যাওয়ার পরেও সিতাইয়ে ক্ষোভের আঁচ কমেনি। বরং মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির সামনে ফের বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। সিতাই বেসিক স্কুলের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে পৌঁছায় জগদীশের বাড়ির সামনে। সামনের সারিতে ছিলেন মহিলারা। অনেকের হাতে ছিল ঝাড়ু।

জগদীশ ও তাঁর বিধায়ক স্ত্রী সংগীতা রায়ের কুশপুত্তলিকার গলায় পরানো ছিল জুতোর মালা। ঝাড়ু দিয়ে আঘাত করে দুটি কুশপুত্তলিকাতেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দা সুবল বর্মন বলেন, 'আমাদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। আমরা চাই না, উনি বিজেপিতে এসে ফের আমাদের ওপর প্রভাব খাটান।' বারবার চেষ্টা করা হলেও মঙ্গলবার জগদীশের মোবাইল বেজে গিয়েছে। তিনি সাড়া দেননি।

জগদীশের মন্তব্যে আপাতত নতুন করে রাজনৈতিক যোগ-বিয়োগ কষতে বসতে হচ্ছে এনসিপিআই ও ঋতব্রত শিবিরকে।

রাজ্য বিজ্ঞান সেমিনারে পুরস্কৃত ২ ছাত্রী

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় আয়োজিত রাজ্য বিজ্ঞান সেমিনারে পুরস্কৃত হল ঘুম গার্লস হাইস্কুলের আকাঙ্ক্ষা তামাং ও কালিম্পং গার্লস হাইস্কুলের শ্রেয়সিনী সুব্বা। বিজ্ঞান সেমিনারে তারা শর্মিলা মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল পুরস্কার পেয়েছে। তাদের উপস্থাপনার বিষয় ছিল 'সিদ্রাপং হাইড্রো ইলেক্ট্রিক পাওয়ার স্টেশন'।

১৮৯৭ সালে নির্মিত এশিয়ার প্রথম হাইড্রো ইলেক্ট্রিক স্টেশনটি থেকেই দার্জিলিং বিদ্যুৎ পেয়েছিল। তাদের প্রশংসা করেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।

সংঘাত এড়াতে পথ খুঁজছে সংঘ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে পালাবদলের পরে বিজেপিতে দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে কোন্দল বাড়ছে। দায়িত্ব পেতে কেউ দাদা বা ঘনিষ্ঠ নেতাদের হাত ধরছেন, কেউ আবার আরএসএস ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়ে তদারকি করছেন। পরিস্থিতির আঁচ পড়েছে বিজেপি সংঘের সমন্বয়েও। সংঘ সূত্রের খবর, এতদিন শাখা সংগঠনগুলির দায়িত্বশীলরা নিজেদের মতো করে ঘনিষ্ঠদের দায়িত্বে বসিয়ে সংগঠনের রাশ হাতে রাখতেন। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে সেই দায়িত্ব বণ্টন নিয়েই নতুন করে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সংঘ ও বিজেপির মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করার বার্তা দিয়েছে আরএসএসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তারকেশ্বরে শুধু সংঘের প্রচারকদের নিয়ে তিনদিনের প্রশিক্ষণ শিবির হয়। রাজ্যের ২০০-বেশি প্রচারক সেখানে ছিলেন।

সমন্বয় রাখার কড়া বার্তা তারকেশ্বরে

উত্তরবঙ্গ থেকে ৬০ জনের বেশি প্রচারক বৈঠকে যান। ১৩ সেপ্টেম্বর বৈঠক শেষ হয়েছে। সেখানে এবার থেকে বুথ থেকে জেলা এবং রাজ্য— বিজেপি বা আরএসএস কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার আগে সংঘ পরিবারের মধ্যে আলোচনা করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উত্তরবঙ্গের আরএসএসের এক নেতা বলেন, 'প্রত্যেক বছরের মতো এবারও প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছে। সেখানে নানা বিষয় আলোচনা হয়েছে। সমন্বয় রেখে কাজ করা সকলের পক্ষে অগ্রগতির। এতে কোনও ঝামেলা থাকবে না।'

অভিযোগ, বিধানসভা ভোটের পরে অনেকে নিজেকে বিজেপি বলে দাবি করছেন। সংঘের হাত ধরে দায়িত্ব পেতেও দৌড়ঝাঁপ চলছে বলে অভিযোগ। কিছু ক্ষেত্রে সংঘের নেতাদের তরফে নানা পদে দায়িত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। আবার বিজেপি নেতৃত্ব কোনও পদের জন্য নেতাদের তালিকা তৈরি করলেও তা আরএসএসের মনমতো হচ্ছে না। কয়েকটি ক্ষেত্রে সংঘের পাঠানো তালিকা গুরুত্ব না পেয়ে বিজেপির তালিকাতেই সিলমোহর দেওয়া হয়েছে বলে দাবি।

সূত্রের খবর, বেশকিছু প্রশাসনিক পদে সংঘের নেতারা বসতে চাইছেন। সেগুলি বেশিরভাগই মনোনীত। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম, রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের কয়েকটি কমিটি এবং আরও একাধিক প্রশাসনিক কমিটিতে সংঘের কয়েকজন নেতার নাম গিয়েছে। অন্যদিকে বিজেপি নেতারাও ঘনিষ্ঠদের বসাতে দরবার করছেন। প্রশ্ন উঠছে। এই দোটানাই কি সমন্বয়ের কড়া বার্তার কারণ? সংঘের আর এক নেতা বলেন, 'বিগত দিনে সংঘের নির্দেশেই তাঁদের পরিবার চলত। বর্তমানে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে তা মানা হচ্ছে না। অন্যদিকে সংঘ নেতাদের একাংশের ভূমিকাতেও প্রশ্ন থাকতে পারে।'

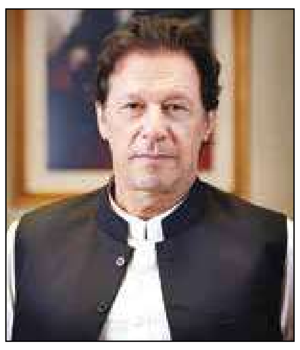

ইমরানের পাশে সাত অজি অধিনায়ক

মেলবোর্ন, ১৫ সেপ্টেম্বর : সুনীল গাভাসকার, কপিল দেব, ক্লাইভ লয়েডরা একসুরে একাধিকবার আবেদন জানিয়েছেন। শরীক হয়েছেন গ্রেগ চ্যাপেলের মতো অস্ট্রেলীয় কিংবদন্তিরাও। এবার পুরুষ, মহিলা মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সাতজন অধিনায়ক ইমরান খানের মুক্তির জন্য সরব হলেন। আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, এভাবে চললে জেলেই হয়তো মারা যাবেন কিং খান।

মর্মান্তিক যে পরিণতি আটকাতে দ্রুত কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের জন্য তাঁরা আর্জি জানালেন অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী পেনি ওং-এর কাছে। ইমরানের মুক্তির ব্যাপারে যৌথ আবেদনপত্র তুলে দেন। গ্রেগ ছাড়া দলটিতে ছিলেন ইয়ান চ্যাপেল, বেলিন্ডা ক্লার্ক, কিম হিউজস, মার্ক টেলর, স্টিভ ওয়ার মতো অজি ক্রিকেটের দিকপালরা।

যৌথ চিঠিতে তাঁরা লিখেছেন, 'ইমরানকে নিয়ে যেসব খবর আসছে, তা উদ্বেগজনক। বাধ্য হয়েই তাই চিঠি। পাকিস্তানের একমাত্র ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক ইমরান। দেশের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে ক্যানসার হাসপাতালও গড়েছেন। সেই মানুষের বর্তমান পরিণতি মেনে নেওয়া কঠিন। আশঙ্কা করছি জেলের মধ্যেই হয়তো মারা যাবেন ইমরান খান। অজি সরকারের উচিত, এই ব্যাপারে কূটনৈতিকভাবে চাপ তৈরি করা।'

'জেলেই হয়তো মরে যাবে'

ইমরানকে নিয়ে রাজনৈতিক, ক্রিকেটীয় তরজার মধ্যে পাক বোর্ডের থরহরিকম্প জারি। খবর, পিসিবি-র চলতি ছাঁটাই অভিযানের লক্ষ্য এবার পাক ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ দুই পদে থাকা প্রাক্তন তারকা আকিব জাভেদ ও ওয়াহাব রিয়াজ। নির্বাচক কমিটির পাশাপাশি অ্যাকাডেমির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন আকিব। ইংল্যান্ড সহ গত কয়েক সিরিজে দলের জঘন্য পারফরমেন্সের জেরে ইতিমধ্যেই একঝাঁক রদবদল ঘটেছে পাক ক্রিকেটে। এবার ছাঁটাই নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আকিবদের।

এদিকে, ত্রিদেশীয় সিরিজের জন্য পাক সফরের আগে সেদেশের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে পাকিস্তানে পৌঁছে গিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের একটি দল। অক্টোবরের পাক সফরে ইংল্যান্ড দল ত্রিদেশীয় ওডিআই সিরিজে অংশ নেবে। ১৮ অক্টোবর শুরু যে সিরিজে তৃতীয় দল শ্রীলঙ্কা। তার প্রাক্কালে সমস্ত কেন্দ্র ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হতে চাইছে ইংল্যান্ড বোর্ড।

শচীনের রেকর্ড ভাঙলেন টেলর

হারারে, ১৫ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘসময় ধরে ওডিআই ক্রিকেটে থাকার নজির গড়লেন জিম্বাবোয়ের ব্রেন্ডন টেলর। শচীন তেন্ডুলকারের ২২ বছর ৩ মাসের রেকর্ড ভেঙে টেলর ২২ বছর ৪ মাস ধরে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে থাকার নজির তৈরি করলেন। রেকর্ডের দিনে ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে দিনটা ভালো গেল না টেলরের। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইয়ে ২৯৫ রান তাড়া করতে নেমে তিনি ৪ রানে আউট হয়ে যান। জিম্বাবোয়েও ২৩৫ রানে অল আউট হয়ে ম্যাচটি ৫৯ রানে হেরে যায়। নাথান এলিস ৩১ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। টসে জিতে অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ২৯৪ রান করে। ম্যাট রেনশের ৯৪ বল খেলে অবদান ১০৯ রান। কুপার কনোলি ৫১ ও মিচেল মার্শ ৩৬ রান করেন। জিম্বাবোয়ের নিউম্যান নিয়ামহুরি ৬২ রানে নেন ৫ উইকেট।

টসে 'কামাল' শ্রেয়সের!
সঞ্জু-নীতীশ জোড়া ফলায় সিরিজ দখল

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : টসে জেতাও 'বাঁয়ে হাত কা খেল'!

শ্রেয়স আইয়ারের কাছে সত্যিই কি কোনও জাদু কাঠি রয়েছে? আয়ারল্যান্ড সফরে টি২০ দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর একডজন ম্যাচ। ১১ বারই টসে জয়! টস জয়ের শতকরা হার ৯১.৬৭! দশের বেশি ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়া কোনও অধিনায়কের যে নজির নেই। শ্রেয়সও স্বীকার করে নিলেন, টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার ফলে পিচ সম্পর্কে আগাম ইঙ্গিত কিছুটা মেলে, সুবিধা হয়।

পাশে দাঁড়ানো আফগান অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরান মাথা ঝাঁকিয়ে শ্রেয়সের যে দাবিতেই যেন সিলমোহর লাগালেন। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে টসে হারের আক্ষেপ আড়াল করলেন না। তবে প্রথমে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জে জাদরানের (৩৭) প্রয়াস বেশ প্রশংসনীয়। যদিও সতীর্থদের ব্যর্থতা এবং নীতীশ কুমার রেড্ডি (২৪/৩), অর্শদীপ সিং (৩৫/২), জসপ্রীত বুমরাহদের (২৫/১) দাপটের সামনে ১৫৯/৮-র বেশি এগোতে পারেনি আফগানিস্তান। ১৪.৫ ওভারে ৩ উইকেট খুইয়েই যে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত। যার সুবাদে ম্যাচ ও সিরিজের দখল। ফলস্বরূপ, বৃহস্পতিবার তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচ নিয়মরক্ষার।

রবিবার প্রথম ম্যাচে ১৫৭-র টার্গেট ধোপে টেকেনি অভিষেক শর্মার ব্যাটিং তাণ্ডবের সামনে। এদিনও সেখান থেকেই শুরু। প্রথম ওভারে স্পিনার মুজিব উর রহমান। যদিও পরিকল্পনা গুলিয়ে দিয়ে প্রথম দুই বলেই বাউন্ডারি অভিষেকের। পরের ওভারে মহম্মদ নবিকেও সোজা গ্যালারিতে। গত ম্যাচে ব্যর্থতা সরিয়ে সঞ্জু স্যামসনও যে রান-পার্টিতে দ্রুত যোগ দেন। নবির ষষ্ঠ ওভারে আসে ২৭ রান। ৪.৪ ওভারে ৫০ থেকে পাওয়ার প্লে-তে ৮২/০।

সপ্তম ওভারে ম্যাচে কিছুটা টুইস্ট। প্রথমে অভিষেক (১৯ বলে ৩৯), তারপর সঞ্জু (২২ বলে ৫৭) আউট। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর প্রথম অর্ধশতরান সঞ্জুর। যদিও ইনিংসকে আরও দীর্ঘ করার সুযোগ হাতছাড়া করে ফেরেন বিশ্বজয়ের নায়ক। শ্রেয়সকেও (১১) ফেরান রশিদ খান (৩৬/৩)। কিন্তু অভিষেক-সঞ্জুর বিস্ফোরক যুগলবন্দিতে তৈরি স্ক্রিপ্ট বদলাতে পারেননি। বদলাতে দেননি ঈশান কিষানও (২৩ বলে অপরাজিত ৩৮)। তিলক ভার্মা অপরাজিত থাকেন ১৫ রানে।

এর আগে আফগান ইনিংসের শুরুটা রহমানুল্লাহ গুরবাজের আরও এক ব্যর্থতা দিয়ে। অর্শদীপের স্লোয়ারে বড় শট খেলতে গিয়ে মিড অনে সহজ ক্যাচ দিয়ে বসেন বরুণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে প্রথম এগারোয় খেলতে নামা রবি বিষ্ণোইয়ের হাতে। রবিবার প্রথম ম্যাচের সময় চোট পেয়েছিলেন বরুণ। আশঙ্কাই শেষপর্যন্ত সত্যি।

বিষ্ণোই ছাড়া বাকি দল এক। দেশের মাটিতে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার জন্য অপেক্ষা দীর্ঘ বৈভব সূর্যবংশীর। সিদ্ধান্তের সুফল অভিষেক-সঞ্জুর ৮২ রানের জুটিতে। অধিনায়ক জাদরানের প্রয়াসে অবশ্য আর কোনও উইকেট না হারিয়ে আফগানদের স্কোর হাফ সেঞ্চুরি পার। প্রথম ম্যাচে যেখানে পঞ্চাশের আগেই অর্ধেক ব্যাটারকে ডাগআউটে পাঠিয়েছিলেন অর্শদীপরা।

৫১/১। মনে হচ্ছিল, বড় স্কোর তাড়া করতে হবে ভারতকে। কিন্তু নবম ওভারে আক্রমণে এসে মোড় ঘোরান নীতীশ। গত ম্যাচে ২ ওভারে ৩০ রান দিয়েছিলেন। আজ ভুল শুধরে প্রথম ২ ওভারে ফেরালেন জাদরান (৩০ বলে ৩৭), গুলবাদিন নাইবকে (১০)। সেদিকুল্লাহ অটলকে (১২) ক্রিজে স্থায়ী হতে দেননি বিষ্ণোই।

৫১/১ থেকে ৬৭/৪। পঞ্চম উইকেটে আজমাতুল্লাহ ওমরজাই ও দারউইশ রসৌলির চেষ্টা ক্ষণস্থায়ী। প্রথম ম্যাচের কাঁটা আজমাতুল্লাহ (১১) শিকার অক্ষর প্যাটেলের। অনসাইডে লম্বা হিট মারতে গিয়ে সোজা তিলকের হাতে। আউটফিল্ডে এদিন তিলক (সবমিলিয়ে তিনটি ক্যাচ নেন) প্রায় নিখুঁত। লম্বা লম্বা শটে আতঙ্ক ছড়ানো দারউইশের (১৫ বলে ২৬) রানিং-ক্যাচে তিলকের মুন্সিয়ানার ছাপ ছিল।

শ্রেয়স ব্রিগেডের দাপটে খুশির ঝলক ভিভিআইপি বক্সে থাকা আইসিসি সভাপতি জয় শা-র চোখেমুখে। উলটো ছবি ঠিক পাশের সিটে থাকা আফগান ক্রিকেট বোর্ড প্রধানের শরীরি ভাষাতে। চাপের মুখে সপ্তম উইকেটে ২৯ বলে ৪৮ বলের কার্যকরী জুটিতে কিছুটা মুখরক্ষা নবি (২০) ও রশিদের (২৮)। ব্যাট-বলের টক্করের মাঝে 'ফ্রেন্ডশিপ সিরিজ'-সুলভ বার্তাও মিলল রশিদ-অর্শদীপের ব্যবহারে।

নবিকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন বুমরাহ। নীতীশের তৃতীয় শিকার রশিদ। দুরন্ত ক্যাচে কৃতিত্ব প্রাপ্য অক্ষরের। শেষপর্যন্ত গত ম্যাচের ১৫৬ পার করে ১৫৯/৮ স্কোরে থামে আফগান ইনিংস। ব্যাটাররা কিছুটা পরিণতবোধের ছাপ রাখলে ভারতের টার্গেট আরও বেশি হত। কিন্তু তাতে ম্যাচের ভাগ্য বোধহয় বদলাত না।

৩ উইকেট নিয়ে আফগানদের ভাঙলেন নীতীশ কুমার রেড্ডি (বাঁয়ে)। অর্ধশতরানের পথে সঞ্জু স্যামসন। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

স্কোরবোর্ড

আফগানিস্তান

জাদরান ক বিষ্ণোই বো নীতীশ	৩৭
গুরবাজ ক বিষ্ণোই বো অর্শদীপ	০
অটল ক তিলক বো বিষ্ণোই	১২
নাইব ক সঞ্জু বো নীতীশ	১০
দারউইশ ক তিলক বো অর্শদীপ	২৬
ওমরজাই ক তিলক বো অক্ষর	১১
নবি ক শ্রেয়স বো বুমরাহ	২০
রশিদ ক অক্ষর বো নীতীশ	২৮
নুর অপরাজিত	৭
মুজিব অপরাজিত	৪
অতিরিক্ত	৪
মোট (৮ উইকেট, ২০ ওভার)	১৫৯

উইকেটের পতন : ০/১, ৫১/২, ৫৯/৩, ৬৭/৪, ৯৬/৫, ১০০/৬, ১৪৮/৭, ১৪৮/৮।

বোলিং : বুমরাহ ৪-১-২৫-১, অর্শদীপ ৪-০-৩৫-২, অক্ষর ৪-০-২৮-১, বিষ্ণোই ৪-০-৩২-১, নীতীশ ৩-০-২৪-৩, শিবম ১-০-১৩-০।

ভারত

সঞ্জু ক নবি বো রশিদ	৫৭
অভিষেক ক অটল বো রশিদ	৩৯
ঈশান অপরাজিত	৩৮
শ্রেয়স ক জাদরান বো রশিদ	১১
তিলক অপরাজিত	১৫
অতিরিক্ত	৩
মোট (৩ উইকেট, ১৪.৫ ওভার)	১৬৩

উইকেটের পতন : ৮৮/১, ৯৯/২, ১২৩/৩।

বোলিং : মুজিব ৩-০-৩৭-০, নবি ৩-০-৪৪-০, ওমরজাই ২-০-২৫-০, রশিদ ৩.৫-০-৩৬-৩, নুর ২-০-১৪-০, ফারুকি ১-০-৬-০।

ম্যাচের সেরা : নীতীশ কুমার রেড্ডি
সিরিজ : ভারত ২-০ এগিয়ে

এসিএল-২ অভিষেকে জয় চায় ইস্টবেঙ্গল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ খেলতে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী ইস্টবেঙ্গল শিবির।

বিদেশির সংখ্যা মাত্র চার। তার মধ্যে অধিনায়ক মহম্মদ বসিম রশিদের কোমরে চোট। যদিও তিনি দলের সঙ্গে মঙ্গলবার থেকে অনুশীলন শুরু করলেও শেষপর্যন্ত কতটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন, তার উপরেও খানিকটা দলের সাফল্য নির্ভর করছে। ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ফলে রশিদের পুরো সময় খেলাটা খুব দরকার ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে। এমনিতেই যাওয়ার আগে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ায় যেতে পারেননি ক্রিস ইকোনোমিডিস। স্বাভাবিকভাবেই আক্রমণভাগের দায়িত্ব সামলাতে হবে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, জেসিন টিকে এবং এডমুন্ড লালরিনডিকার মতো তরুণ ভারতীয়দের। সেক্ষেত্রে রশিদের মতো কেউ পিছনে থাকলে বাড়তি আত্মবিশ্বাস পাবেন এই তুলনায় অনভিজ্ঞ ফুটবলাররা। বাকি দুই বিদেশির মধ্যে দিয়েগো জিভুলিচ একেবারেই নতুন, আর ড্যানি র‍্যামিরেজ সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি। বিদেশিহীন ডিফেন্সে অবশ্য নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আনোয়ার আলি আছেন। গোলে প্রভসুখান সিং গিলও দারুণ ফর্মে রয়েছেন।

তাই মাঠে নামার আগে দলের হেড কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর, 'আমরা খুবই রোমাঞ্চিত এসিএল-২ গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচে মাঠে নামার আগে। এশিয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এটা একটা দারুণ সুযোগ আমাদের কাছে। গত ২ মাস ধরে ওরা জয়ের ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছে। আল হুসেইনের বিপক্ষে বিদেশের মাটিতেও সেই সাফল্যই দেখাতে চাই আমরা।' অধিনায়ক রশিদও সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'আমরা বুধবার মাঠে আমাদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। এসিএলে আমাদের অভিষেক স্মরণীয় করে রাখতে চাই।' দল কী হবে তা বোঝা না গেলেও মোটামুটিভাবে ডুরান্ড কাপ ফাইনালের দলই সম্ভবত খেলাবেন হাবাস।

আল হুসেইন ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের মহম্মদ বসিম রশিদ।

এমনিতেই এই স্প্যানিশ কোচ খুব বেশি দলের মধ্যে পরিবর্তন করা পছন্দ করেন না। তবে রশিদ ও পিভি বিষ্ণুর ফিটনেসের উপরে অনেককিছু নির্ভর করছে। রশিদের মতোই বিষ্ণুও চোট সারিয়ে মাঠে নামতে পারেন কি না সেদিকেই তাকিয়ে এখন সমর্থকরাও। সোমবার টিম হোটেলে এসে প্রাক্তন সতীর্থদের উৎসাহ দিয়ে যান হিজাজি মাহের। মজার ব্যাপার হল, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ক্লাবই তাঁর প্রাক্তন। তাই ইস্টবেঙ্গল ও আল হুসেইন, দুই দলকেই জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানান হিজাজি। যদিও তাঁর দুই প্রাক্তন ক্লাবের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল মরশুম যতটা ভালোভাবে শুরু করেছে এইমুহূর্তে ঠিক ততটাই খারাপ জায়গায় আল হুসেইন। তবে ঘরের মাঠে খেলাটা তাদের অ্যাডভান্টেজ।

এইমুহূর্তে আম্মানের আবহাওয়া দিনেরবেলায় বেশ গরম হলেও সন্ধ্যার পর ১৯-২০ ডিগ্রি। ফলে খেলার সময় আবহাওয়া মনোরমই থাকবে। যা ভালো খেলতে সাহায্য করতে পারে ফুটবলারদের। স্থানীয় ভারতীয়রাও মাঠে আসতে পারেন বলে খবর। সবমিলিয়ে এসিএল টু-এর গ্রুপ পর্যায়ের আগে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ ইস্টবেঙ্গল।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ আজ

আল হুসেইন বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : রাত ৯.৩০ মিনিট
স্থান : আম্মান
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

রোহিতের সঙ্গে নজরে হার্দিকও

মুম্বই, ১৫ সেপ্টেম্বর : তিন ম্যাচের সাধারণ একটা ওডিআই সিরিজ। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এই সিরিজের দল নির্বাচন করতে বসে বুধবার একাধিক সমীকরণ মাথায় রাখতে হবে অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচকমণ্ডলীকে।

প্রধান নির্বাচক হিসেবে বর্তমান সময়কালের শেষ নির্বাচনি বৈঠকে বসতে চলেছেন আগরকার। যেখানে নানা পারমুটেশন-কম্বিনেশন উঠে আসতে চলেছে। নেপথ্যে এশিয়ান গেমস ও চোট-আঘাত। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে শুভমান গিলরা প্রথম ওডিআই খেলবেন ২৭ সেপ্টেম্বর। এশিয়ান গেমসে শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেড ২৮ সেপ্টেম্বর অভিযান শুরু করবে। যার ফলে আগামীকাল ওডিআই সিরিজের দল নির্বাচনে বেশকিছু 'মাথাব্যথা'-র সম্মুখীন হতে হবে আগরকারদের। শুভমান ওডিআই দলের অধিনায়ক হওয়ার পর থেকেই রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। মাঝে শোনা গিয়েছিল, লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন হিটম্যান। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া সেই সম্ভাবনা খারিজ করে দেন। রোহিত ব্যক্তিগত মহলে একাধিকবার আগামী বছরের ওডিআই বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আগামীকালের দল নির্বাচন রোহিতকে নিয়ে নির্বাচকদের ভাবনায় স্বচ্ছতা আনবে।

তৃতীয় ওপেনার হিসেবে যশস্বী জয়সওয়াল ও তিন নম্বরে বিরাট কোহলির স্কোয়াডে থাকা নিশ্চিত। শ্রেয়স এশিয়ান গেমসে ব্যস্ত থাকবেন। তাঁর শূন্যস্থানে রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও রজত পাতিদারের নাম উঠে এসেছে। গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চার নম্বরে নেমে শতরান করেছিলেন রুতু। ফলে শ্রেয়সের বিকল্প হিসেবে তাঁর পাল্লা অনেকটাই ভারী।

আগামীকালের দল নির্বাচন ঋষভ পন্থের জন্য সাদা বলের ক্রিকেটে লাইফলাইন হতে পারে। প্রথম পছন্দের উইকেটকিপার নিশ্চিতভাবে লোকেশ রাহুল। ব্যাকআপ হিসেবে এগিয়ে ছিলেন ঈশান কিষান। কিন্তু ঈশান এশিয়াডের স্কোয়াডে রয়েছে। ফলে শিকে ছিঁড়তে পারে গত দুই বছর ধরে ওডিআই স্কোয়াডের বাইরে থাকা ঋষভের। চর্চায় রয়েছেন ওডিআইয়ে অভিষেক না হওয়া ধ্রুব জুরেলও।

মূল আকর্ষণ হার্দিক পান্ডিয়া। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 'এ' দলের সিরিজে রয়েছেন তিনি। আগামী সপ্তাহে ফিটনেস টেস্ট রয়েছে হার্দিকের। পাশ করে গেলেও নির্বাচকরা হার্দিককে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে রাখবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। সেক্ষেত্রে হার্দিকের বদলিও খুঁজতে হবে। কারণ নীতীশ কুমার রেড্ডি, অক্ষর প্যাটেল, শিবম দুবে এশিয়াডের স্কোয়াডে রয়েছেন। ফলে প্রত্যাবর্তন হতে পারে রবীন্দ্র জাদেজার। নাম ঘুরছে মানব সুথারেরও।

কামব্যাক হতে পারে চায়নাম্যান কুলদীপ যাদবেরও। তবে বরুণ চক্রবর্তী এশিয়াডের স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেলে তাঁর জায়গায় কুলদীপকে পাঠানোর ভাবনাও ঘুরপাক খাচ্ছে। কুলদীপ এশিয়াডে গেলে ওডিআই স্কোয়াডে ভিপরাজ নিগম আসতে পারেন। কারণ হর্ষ দুবে, শাহবাজ আহমেদ চোটের কবলে।

পেস অ্যাটাকে মহম্মদ সিরাজের ফেরা নিশ্চিত। জসপ্রীত বুমরাহর (এশিয়াডের স্কোয়াডে) অনুপস্থিতিতে তিনিই পেস বিভাগের নেতা। প্রসিধ কৃষ্ণা, গুরনুর ব্রার ও প্রিন্স যাদবের থাকা নিয়েও কোনও সংশয় নেই।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল নির্বাচন আজ

গণেশ চতুর্থীতে বাড়ির পুজোয় রোহিত শর্মা। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

প্রস্তুতি ম্যাচেও বেহাল বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সিনিয়ার দলের ভারতীয় ফুটবলাররা কলকাতা লিগে নিয়মিত ম্যাচ খেলছেন। সেই সুযোগ পাচ্ছেন না বাগানের বিদেশিরা। আইএফএ শিল্ড শুরুর আগে জেমি ম্যাকলারেন, লি আরউইনদের দেখে নিতে তাই প্রস্তুতি ম্যাচই ভরসা কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসের। তারই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা লিগের দল সোদপুরের সুখচর ক্লাবের সঙ্গে একটি ম্যাচ খেলল মোহনবাগান। সেই ম্যাচ জিততেও রীতিমতো কালঘাম ছুটল সবুজ-মেরুনের।

সূত্রের খবর, এদিন ঘরের মাঠে রুদ্ধদ্বার প্রস্তুতি ম্যাচে জেলা লিগের ক্লাবটিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে প্যানোসের মোহনবাগান। একমাত্র গোলটি মিগুয়েল ফিগুয়েরার। ৩০ মিনিট করে দুইটি অর্ধ খেলানো হয়। সুখচরের হয়ে যাঁরা খেললেন তাঁদের অধিকাংশই জেলা লিগের ফুটবলার। এছাড়া কলকাতা লিগে কালীঘাট এমএস-এর হয়ে খেলা দুই-তিনজন ফুটবলার ছিলেন। সেখানে ম্যাচের শুরু থেকে শেষ ছয় বিদেশিকে খেলিয়েও একের বেশি গোল করতে পারেনি সবুজ-মেরুন। সোমবার কলকাতা লিগের ম্যাচে খেলা কোনও ফুটবলারকেই এদিন খেলানো হয়নি। আক্রমণভাগে ম্যাকলারেন, আরউইন, মিগুয়েল, দেজান ড্র্যাজিচ চারজনকেই পেয়েছিলেন প্যানোস। ছিলেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতে, অভিষেক সূর্যবংশী, সামির জেলজকোভিচ, আলবার্তো রডরিগেজ, অ্যালেক্স সাজি ও মেহতাব সিং। তারপরও এই ফল নিঃসন্দেহে হতাশজনক। সেই সঙ্গে একটা বিষয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে, বাগান ম্যানেজমেন্টের আস্থার মান কি আদৌও রাখতে পারবেন প্যানোস? তাঁর ওপর চাপ কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে।

বাদ পড়ে সোচ্চার অনুশ

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : হ্যাংঝৌ এশিয়ান গেমস থেকে দেশকে জোড়া পদক এনে দিয়েছিলেন কলকাতার অনুশ আগরওয়াল। ইকুয়েস্ট্রিয়ানের দলগত বিভাগে সোনা ও ব্যক্তিগত বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। ২০২৬ আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসের জন্য ঘোষিত দলে জায়গা হয়নি সেই অনুশের। প্রাথমিকভাবে রিজার্ভে রাখা হয়েছিল তাঁকে। শেষ পর্যন্ত মূল দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এরপরই দল নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অনুশ। তিনি লিখেছেন, 'এই যন্ত্রণা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। মাঠের খেলায় হার মেনে নেওয়া যায়। সেটাই নিয়ম। সেখানে লড়াই থাকে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা আমার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা!'

আইএফএ শিল্ডের সূচি প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার আইএফএ শিল্ডের সূচি প্রকাশিত হল। এবার শতাব্দী প্রাচীন শিল্ডে অংশগ্রহণ করবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের চারটি ও ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের দুইটি দল। গ্রুপ ১-এ রাখা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল এফসি, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও পাঞ্জাব এফসি-কে। গ্রুপ ২-এ আছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ও শ্রীনিধি ডেকান এফসি।

২২ সেপ্টেম্বর প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান। ম্যাচটি বারাসতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজনের চেষ্টা করছে আইএফএ। ইস্টবেঙ্গল-পাঞ্জাব ম্যাচ ২৮ সেপ্টেম্বর। মোহনবাগান প্রথম ম্যাচ খেলবে ২৩ তারিখ। প্রতিপক্ষ শ্রীনিধি। মোহনবাগান-নর্থইস্ট ম্যাচ ২৯ সেপ্টেম্বর। দুইটি সেমিফাইনাল ২ অক্টোবর। ফাইনালের দিন চূড়ান্ত হয়নি। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল মাঠ ছাড়াও বারাসতে শিল্ডের ম্যাচগুলি আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে আইএফএর।

এদিকে, এদিন ভবানীপুর এফসি-র কাছে ৩-০ গোলে হেরে কলকাতা ফুটবল লিগের খেতাবি দৌড় থেকে ছিটকে গেল কোল ইন্ডিয়া। খেতাবি লড়াই এখন পাঁচ দলের মধ্যে। লিগ নির্ণায়ক তিনটি ম্যাচই হবে ১৯ সেপ্টেম্বর।

বত্রিশেই অবসরে প্রবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : মাত্র ৩২ বছর বয়সেই পেশাদার ফুটবল থেকে অবসরে প্রবীর দাস। সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ বার্তায় বুটজোড়া তুলে রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তিনি। সেইল অ্যাকাডেমি থেকে উত্থান প্রবীরের। এরপর পৈলান অ্যারোজ, ডেম্পো স্পোর্টস হয়ে মোহনবাগানে। ১৪ বছরের কেরিয়ারে ভারতের একাধিক ক্লাবে সাফল্যের সঙ্গে খেলেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি সাফল্য সম্ভবত সবুজ-মেরুন জার্সিতে। মোহনবাগান সমর্থকদেরও অত্যন্ত পছন্দের ফুটবলার ছিলেন প্রবীর। গত মরশুমে ইন্টার কাশী এফসি-র হয়ে আইএসএলে বেশকিছু ম্যাচ খেলেছিলেন। প্রবীর জানিয়েছেন, কেরালা ব্লাস্টার্সে খেলার সময় থেকেই স্নায়ুর সমস্যায় ভুগছেন তিনি। সেই কারণেই শেষমেশ অবসরের সিদ্ধান্ত।

দিল্লির হয়ে কাজ শুরু যুবরাজের

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে কাজ শুরু করে দিলেন যুবরাজ সিং। ২০২৭ আইপিএলের প্রস্তুতির লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত শিবিরের পাশাপাশি নতুন প্রতিভার খোঁজে ট্রায়াল নেওয়া হচ্ছে। জোড়া দায়িত্বে মাঠে নেমে পড়লেন যুবরাজ। শুভমান গিল, অভিষেক শর্মা, প্রভসিমরান সিংদের সঙ্গে কাজ করেছেন। ঋষভ পন্থও ছুটে গিয়েছেন। তবে এবার পেশাদার কোচিংয়ে নামার সিদ্ধান্ত।

সহকারী ভাস, অমিত

সংক্ষিপ্ত শিবিরে যুবরাজের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি পেসার চামিন্ডা ভাস ও ভারতের প্রাক্তন লেগস্পিনার অমিত মিশ্র। সূত্রের খবর, ভাস দিল্লি ক্যাপিটালসের পেস বোলিং এবং অমিতকে স্পিন বোলিং কোচের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতে চলেছে পার্থ জিন্দালের দিল্লি ক্যাপিটালস।

ফ্র্যাঞ্চাইজির এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, 'নয়াদিল্লির অ্যারোসিটিতে সংক্ষিপ্ত শিবির হচ্ছে। বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত (সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন) গত শিবিরের ফলাফলে আমরা খুশি। এবার দ্বিতীয় শিবির।' যুবরাজ ও অমিত দুজনে দিল্লির হয়ে খেলেছেন। ভাস আইপিএলের শুরুর দিকে ডেকান চার্জার্সে বছর তিনেক কাটিয়েছেন। ত্রয়ীর কাঁধে আপাতত সংক্ষিপ্ত শিবিরের দেখভালের দায়িত্ব।

এজিএমে নির্বাচনের সম্ভাবনা প্রায় ক্ষীণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই বুধবার সন্ধ্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে ছবিটা। আগামীকাল সন্ধ্যা ৬টায় মনোনয়ন জমার সময়সীমা পার হয়ে যাচ্ছে। তার আগে মঙ্গলবার গত কয়েকদিনের মতোই সারাদিন ধরে সরগরম হয়ে রইল বাংলা ক্রিকেট সংস্থা।

সকালের দিকে ময়দান থানার পুলিশ হাজির হল সিএবি-তে। দিন দুয়েক আগে সিএবি অনুমোদিত দ্বিতীয় ডিভিশনের এক ক্লাবের তরফে মনোনয়ন কারচুপি নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ময়দান থানায়। সেই ঘটনার তদন্তের কারণেই আজ আচমকা সিএবি-তে হাজির হয়ে বাংলা ক্রিকেটের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন ময়দান থানার পুলিশ আধিকারিকরা।

সন্ধ্যার দিকে জানা গেল, আজও কোনও পক্ষ থেকেই মনোনয়ন জমা হয়নি। পরিস্থিতি ক্রমশ যেদিকে যাচ্ছে, মনে করা হচ্ছে ২৪ সেপ্টেম্বর সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভা হলেও সেখানে নির্বাচনের সম্ভাবনা রীতিমতো ক্ষীণ। আজ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ সিএবি-তে হাজির হওয়ার পর সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। সিএবি সূত্রেও খবর, বার্ষিক সাধারণ সভা হলেও সেদিন কোনও নির্বাচন হচ্ছে না। জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের শীর্ষস্তর থেকে সিএবি-তে নির্বাচন না করার কথাও বলা হয়েছে। যদিও সরকারিভাবে কোনও তরফেই এই ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এমন সম্ভাবনার খবর সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা হতাশার সুর কলকাতা ময়দানে।

যদিও রাত পর্যন্ত সিএবি-র শাসক ও বিরোধী, দুই শিবিরই এখনও জল মাপার খেলায় ডুবে রয়েছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে দুই শিবিরে, রাতের দিকে এমনই খবর জানা গিয়েছে। এসবের মধ্যেই গতকালের পর আজ আরও দুইটি জেলার জেলা শাসকের চিঠি পৌঁছে গিয়েছে সিএবি-তে। বয়ানও একই। নাম না লেখার শর্তে সিএবি-র এক কর্তা সন্ধ্যার দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'এজিএমে নির্বাচন নিয়ে এবার বড্ড নোংরামি চলছে।' শেষ পর্যন্ত নির্বাচন না হলে সিএবি-র সচিব, যুগ্মসচিব ও অ্যাপেক্স কাউন্সিলের এক সদস্যর পদ ফাঁকাই থাকবে। কিন্তু এভাবে কি সিএবি-র মতো প্রতিষ্ঠান চলতে পারবে আগামীদিনে? সচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ ফাঁকা রেখে চলা সহজ কথা নয় কিন্তু।

মনোনয়ন কারচুপির তদন্তে পুলিশ

৮ বছরে প্রথম, সেরা দশে নেই নোভাক

নিউ ইয়র্ক, ১৫ সেপ্টেম্বর : এটিপি ক্রমতালিকার প্রথম দশ থেকে ছিটকে গেলেন নোভাক জকোভিচ। টেনিস বিশ্বে বিগ থ্রি-র শাসনও কি এবার অস্তাচলে?

সময়টা প্রায় ২৪ বছর। দিনের হিসেবে সংখ্যাটা ৮৭৩৬। এই দুই দশকেরও বেশি সময় এটিপি র‍্যাংকিংয়ে বিগ থ্রি অর্থাৎ রাফায়েল নাদাল, রজার ফেডেরার ও জকোভিচ, তিনজনই কখনও একসঙ্গে প্রথম দশের বাইরে যাননি। ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে অপ্রত্যাশিত হারের পর সম্ভাবত কেরিয়ারে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খেয়েছেন নোভাক। সেই বিপর্যয়ের পরই এটিপি ক্রমতালিকায় ১২ নম্বরে নেমে গিয়েছেন সার্বিয়ান টেনিস তারকা। ২০১৮ সালের পর এই প্রথম সেরা দশে জায়গা হাতছাড়া হল ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক জোকারের। আর ২০০২ সালের অক্টোবরের পর এই প্রথম এটিপি ক্রমতালিকায় দশজনের মধ্যে বিগ থ্রি-র একজনও রইলেন না। ত্রয়ীর বাকি দুইজন অর্থাৎ নাদাল ও ফেডেরার অবশ্য আগেই তাঁদের পেশাদার কেরিয়ারে ইতি টেনেছেন।

মায়াঙ্কের ১৭৭, নবির ৪ শিকার

লন্ডন, ১৫ সেপ্টেম্বর : কাউন্টি ক্রিকেটে চারদিনের ম্যাচের প্রথমদিনেই দুর্দান্ত শতরান করলেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। উরসেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে ডারহ্যামের হয়ে চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে তিনি ২২০ বলে ১৭৭ রান করেন। ইনিংসটি খেলার পথে মায়াঙ্ক ৩১টি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কা মেরেছেন। প্রথমদিনের শেষে ডারহ্যাম প্রথম ইনিংসে দাঁড়িয়ে ৪৩৭/৭ স্কোরে। সারের হয়ে খেলতে নেমে গ্ল্যামারগনের প্রথম ইনিংসে ৩৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন আকিব নবি দার। গ্ল্যামারগন প্রথম ইনিংসে ১৩২ রানে অল আউট হয়। জবাবে সারে প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে যায় ১১৫ রানে।

বিবেকানন্দের সিআইএল কাপ ফুটবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : হীরক জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ছেলে ও মেয়েদের তিনদিনের সিআইএল কাপ ফুটবল মঙ্গলবার শুরু হল। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে উদ্বোধনী ম্যাচে ছেলেদের বিভাগে কৃষ্ণমায়া নেপালি হাইস্কুল ৩-১ গোলে পরমানন্দ নেপালি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। শিলিগুড়ি বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় ১-০ গোলে জয় পায় একটিয়াশাল তিলেশ্বরী হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। নেপালি কল্যাণ হাইস্কুল ১-০ গোলে মার্গারেট স্কুলকে হারিয়েছে। ঘোগোমালি হাইস্কুল ১-০ গোলে শক্তিগড় হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। বিবেকানন্দ ৩-০ গোলে মহানন্দা বিদ্যামন্দিরকে হারিয়েছে। নকশালবাড়ি নন্দপ্রসাদ হাইস্কুল ১-০ গোলে জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠের বিরুদ্ধে জয় পায়। মেয়েদের বিভাগে ইলা পাল চৌধুরী হাইস্কুল ২-০ গোলে কৃষ্ণমায়াকে হারিয়েছে। শক্তিগড় হাইস্কুল অনুপস্থিত থাকায় নেপালি কল্যাণকে ওয়াক ওভার দেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ মহিতোষ দাস জানিয়েছেন, ছেলেদের বিভাগে ১৬টি ও মেয়েদের বিভাগে ৮টি স্কুল অংশ নিয়েছে। বৃহস্পতিবার দুই বিভাগের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

উত্তরের খেলা

কোয়ার্টারে বিরসা, পরিমল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল বিরসা মুন্ডা কলেজ ও মালবাজারের পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়। মঙ্গলবার প্রথম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনলে বিরসা ৪-০ গোলে বিবেকানন্দ কলেজকে হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে গোল করেন নিশান্ত এক্কা, সান হেমরম, বাপি লোহার ও দেব লোহার। দ্বিতীয় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পরিমল মিত্র ১-০ গোলে কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন মামুন হক। শিলিগুড়ির সালেসিয়ান কলেজ টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে নর্থবেঙ্গল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ২-২ ছিল। সালেসিয়ানের আনমোল দেওয়ান ও কুঙ্গা লামা গোল করেন। জেভিয়ার্সের গোলস্কোরার প্রাসিলচাঁদ ওরাওঁ ও সারলংবীর চিনথয়। জয়গাঁর ননী ভট্টাচার্য স্মৃতি মহাবিদ্যালয় না আসায় নকশালবাড়ি কলেজকে ওয়াক ওভার দেওয়া হয়েছে।

সোনা ঋতমের

চালসা, ১৫ সেপ্টেম্বর : আগরতলার ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল বক্সিং হলে জাতীয় স্তরের গোজুরিও ক্যারাটেতে সোনা জিতলেন চালসার ঋতম ছেত্রী। প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ৭৫ কেজি ওজন বিভাগে কুমিতে ক্যাটেগোরিতে প্রথম হয়েছেন তিনি। এর আগেও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেয়েছিলেন ঋতম।